MRINMAYI.

SEQUEL

TO

KAPALAKUNDALA.

BY

DAMODAR M[U]KHARJI

SECO[ND] EDI[TI]ON.

মৃণ্ময়ী।

কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ।

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

"মর্ত্ত্যেষ্বসর্ব্ববিদুরৈর্ব্বিহিতে ক নাম;
প্রস্থেহস্তি দোষ বিরহশ্চিরচিত্তনেহপি ॥"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA

The Kavya Prokasa Press.

1877.

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থ সাধারণ সমীপে প্রচারিত হইবামাত্র গ্রন্থকারের মনে প্রচুর পরিমাণে আনন্দ জন্মে, কিন্তু এ গ্রন্থকারের হৃদয় তৎপরিবর্ত্তে দারুণ ভয়ে অবসন্ন হইতেছে। গ্রন্থ রচনা পক্ষে কি পর্য্যন্ত অনুপযুক্ততাই ইহার কারণ। গ্রন্থ প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু কে জানে অদৃষ্টে কি আছে! হয় তো এই অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন আমার চিরকালের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইবে,—হয় তো ইহা আমার [illegible] কারণ হইবে,—এবং হয় তো এই ঘটনা আমার ভাবী পথ রুদ্ধ করিবে। যাহা হউক, একণে সে চিন্তা বৃথা। সকলেই স্বীয় দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আমাকেও দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতে হইবে।

সাধ্যানুসারে গ্রন্থমধ্যে অস্বাভাবিকতা, অশ্লীলতা, রূঢ়তা, প্রভৃতি দোষ নিবিষ্ট করি নাই। আমার দৃষ্টিতে যদিও সমস্ত দোষ বর্জ্জিত হইয়া থাকে, তথাপি ভিন্ন দৃষ্টিতে হয় তো রাশি রাশি সেরূপ দোষ নির্দ্ধারিত হইবে, সুতরাং সে কথার উল্লেখ অনাবশ্যক।

আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক অপর গ্রন্থের কোন ভাব এই গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত করি নাই। সকল গ্রন্থের সংবাদ কিছু আমার আয়ত্ত নহে, সুতরাং অজ্ঞাত গ্রন্থের কোন ভাব ইহার মধ্যে যদি আসিয়া থাকে, তজ্জন্য আমি দোষী নহি।

আমার এই সামান্য পুস্তক খানি প্রচারিত হওয়াতেই আমি [illegible] হইতেছি। বঙ্গীয় কাব্যলেখক চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রসময়ী লেখনী ে
পুস্তক কপালকুণ্ডলাকে এতদ্দারা হয় তো কিঞ্চিত দ
ভাবিয়া আমি আরও সঙ্কুচিত হইতেছি। আমি এই
নিমিত্ত তাঁহার নিকট সবিনয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি

আমার এই গ্রন্থপাঠে সহৃদয় পাঠকের আনন্দ জন্মিবে, আ
এমন ভরসা করি না, তবে যদি ইহার বিপরীত ঘটে, তাহা হইে
আমি অ শাস্তিরিক্ত ফল পাইব।

যে সকল মহাত্মারা এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করি
সন্তোষ সহকারে ইহা মুদ্রিত করিতে আদেশ দেন তাঁহাদিগের
এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। আমার সহিত তাঁ
গালি খাইবা মরিবেন কেন ?

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে আর একটী কথা এস্থলে
আবশ্যক বোধে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। মৃণ্ময়ী
কুণ্ডলার উপসংহার ভাগ মাত্র, ইহা মুদ্রিত করিতে হইলে
কুণ্ডলার গ্রন্থকার বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ
মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়।
নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু
সেন মহাশয় সেই অনুমতি দেওয়াইবার জন্য সবি
করিয়াছেন।

এই আমার প্রথম উদ্যম। নিতান্ত নিরুৎসাহ ও সাধারণে
বিরাগ ভাজন হইলে ইহাই আমার শেষ উদ্যম হইবে—ইতি।

কলিকাতা
নূতন সংস্কৃত যন্ত্র

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থোপহার।

পরমার্জনীয়

শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন

মাতুল মহাশয়ের

শ্রীচরণে

স্বদীয়

একান্ত স্নেহাস্পদ ও অনুগ্রহভাজন

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ

অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে

সমর্পিত হইল।

(ইতি)

মৃণ্ময়ী।

গ্রন্থপ্রসঙ্গে।

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥"

মেঘদূতম্।

চৈত্র-বায়ু-বিতাড়িত বিশাল গঙ্গা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া এক খণ্ড তট-মৃত্তিকা তদুপরিস্থ কপালকুণ্ডলা সহ নদী-নীর মধ্যে নিপতিত হইল। সন্নিহিতস্থ নবকুমার পত্নীর এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদে কাতর হইয়া গঙ্গা-প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন। অনতি-বিলম্বে দুরন্ত কাপালিক নবকুমারের নিমগ্ন-দেহ তীরে উঠাইল। নবকুমার পত্নীর এতাদৃশ বিয়োগে কাতর হইয়া "মৃণ্ময়ি! মৃণ্ময়ি!" শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়েরা কপালকুণ্ডলার জীবন-সূত্রের এই পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার অদৃষ্টে কি হইল তাহা কেহই অবগত নহেন। বনবিহারিণী, সুখ-বোধবিহীনা, কাপালিনীর জীবনের সেই শোকাবহ ঘটনাই শেষ মনে করিয়া সকলেই ক্ষুণ্নমনে ক্ষান্ত আছেন। কিন্তু আমরা তৎ-পরেও সবিশেষ অনুসন্ধানে কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। কৌতূহল পরবশ পাঠকগণ এই গ্রন্থে প্রবেশ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তটিনী-তটে।

"বিনা সীতাদেব্যা কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ।
প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং কিল জগদরণ্যং হি ভবতি॥"
ভবভূতি। উত্তর রাম-চরিত।)

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমে, সুবিখ্যাত নীতিকুশল সম্রাট আকবরের উত্তরাধিকারী বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে, ফাল্গুন মাসে, এক দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, সপ্তগ্রাম-নিম্ন-প্রবাহিনী তটিনী-তটে একটী যুবক কর-কপোল-সংলগ্ন করিয়া চিন্তিতাবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। সূর্য্যদেব সমস্তদিন দুঃসহ কর প্রসারণে বিশ্ব-সংসারকে কাতর করিয়া এক্ষণে বিশ্রাম লাভাশয়ে পশ্চিম-গৃহে গমন করিতেছেন। সায়ংকাল সমাগত প্রায়। যে স্থানে যুবক বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন, সপ্তগ্রামের সে অংশ নিবিড় বনাচ্ছন্ন তথায় মনুষ্যের বড় যাতায়াত নাই। যুবক একমনে একান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহার দৃষ্টি সমভাবে এক দিকে নিপতিত রহিয়াছে। এরূপ স্থানে, এমন সময়ে, যুবক বসিয়া কি ভাবিতেছেন? সায়ংকাল সমুপস্থিত বোধে

সন্নিহিত কাননে বিহঙ্গমগণ কূজন সহকারে যে সুধার বৃষ্টি করিতেছে, যুবকের শ্রুতি কি তৎপ্রতি নিবিষ্ট ছিল ?—না। পদ-প্রান্তে শৈল-সুতা ভাগীরথী তরঙ্গ হিল্লোল সহকারে উচ্ছ্বসিতা হইতেছেন, যুবক কি তন্ময় হইয়া তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন ?—তাহা নহে। অদূরে তমসাকাঙ্ক্ষী শৃগালদল সন্ধ্যা সমাগম দৃষ্টে স্ব স্ব গুহা বিনির্গত হইয়া উল্লম্ফন ও পরস্পর গাত্রলেহন করিতেছে, তিনি কি সেই দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন ?—তাহাও নহে। নদী-নীর-নিপতিত ব্রততিসমূহ, ব্রীড়া-বিপন্না নবোঢ়া বঙ্গাঙ্গনার স্বামী-সমাগমে ক্ষণাগ্রে ক্ষণপশ্চাৎ গতির ন্যায়, গঙ্গাপ্রবাহে এক দূরগত এবং পরক্ষণেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা-বিকাশ করিতেছে, তিনি কি তাহাই দেখিতেছেন ?—তাহাও নহে। ভীতি-সমাকুল কচ্ছপাদি জল-জন্তু সকল সন্ধ্যা-সমীর সেবনাশয়ে ক্ষণে ক্ষণে জলোপরি ভাসমান হইয়া পরক্ষণেই ব্যগ্রতা সহকারে অতল-জলে অদৃশ্য হইতেছে, তিনি কি তদ্দর্শনে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ?—না। এ সকল কিছুই নহে। যুবক দারুণ চিন্তা-সাগরে ভাসিতেছেন। তাঁহার এত যে কিসের চিন্তা, তাহা তিনি ভিন্ন অন্যে বলিতে অক্ষম। যুবকের সুপ্রশস্ত ললাট দিয়া স্বেদবারি বিগলিত হইতেছে এবং উজ্জ্বল লোচন দিয়া অজ্ঞাতসারে দুই এক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইতেছে। তিনি স্বভাব-কৃত তৃণাসনে সমভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চক্ষুর নিমেষ নাই। তাঁহার বামহস্তে গণ্ডদেশ সংস্থাপিত, দক্ষিণ হস্ত জানু সংলগ্ন। সর্ব্বশরীর স্পন্দহীন। সময়ে সময়ে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস কেবল তাঁহার জীবত্বের পরিচয় দিতেছে। তাঁহাকে তদবস্থায় দর্শন করিলে বোধ হইত, কোন সুগঠিত দেবমূর্ত্তি নদী-তটে সংস্থাপিত রহিয়াছে।

সহসা, বৃক্ষান্তরাল হইতে একটী মোহিনী রমণী-মূর্ত্তি নিষ্ক্রান্তা হইয়া ধীরে ধীরে যুবকের দিকে আগমন করিতে লাগিলেন। এ বিজন বনে সেরূপ অসামান্যা সুন্দরী-সমাগম দৃষ্টে, তাঁহাকে বন-দেবী ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচনা করা অসম্ভব। সুন্দরী মন্দ মন্দ পাদ বিক্ষেপে যুবক-সন্নিহিত হইয়া তৎ-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যুবকের দৃষ্টি যুবতীর প্রতি সঞ্চালিত হইল। তাঁহার দৃষ্টিতে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যক্ত হইল। সুন্দরী যুবতী নিঃশব্দে থাকিলেন। অনেকক্ষণ পরে যুবক কহিলেন,—"পদ্মাবতি! এখানে ?"

যুবতী কহিলেন,—"নবকুমার! দুর্ভাগিনী পত্নীকে আর কত দিন কষ্ট দিবে ?"

নবকুমার উত্তর করিলেন,—"তুমি আমাকে বারংবার ও কথা বলিয়া বিরক্ত করিও না। আমি তোমাকে কি কষ্ট দিতেছি ?"

পদ্মা। "নাথ! তুমি আমাকে কষ্ট দিতেছ না ? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ ; ইহা কি আমার কষ্টের সমুচ্চ কারণ নহে ?"

নবকুমার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না। তুমি কেন এখানে আমার অনুসরণ করিলে ?"

পদ্মা। "তুমি প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া থাক,—এই স্থানটী আমাদের কথাবার্ত্তার সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনায় আমি অনেক অনুসন্ধানে ও অতি কষ্টে এখানে আসিয়াছি। আমাকে আর কষ্ট দিও না।"

এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর নয়নোপান্তে অশ্রু-বিন্দুর সমাবেশ হইল। যুবক তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি

কহিলেন,—"তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী, একথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু তোমাকে আর আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি যবনী তাহা কে না জানে?"

এই কথায় যুবতী বস্ত্রাঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন। তিনি কাঁদিলেন। নবকুমার তাহা বুঝিতে পারিলেন। যুবতী অনেকক্ষণ পরে নয়ন-বারি নিবারণ করিয়া উত্তর করিলেন,—

"প্রাণেশ্বর! আমি যবনী সত্য। কিন্তু আমি যবনী হই, আর যাহাই হই, আমি তোমারই পত্নী, তোমারই দাসী। রমণীর স্বামীই গতি, স্বামীই মুক্তি, স্বামীই পালক এবং স্বামীই শিক্ষক। নাথ! স্বামী-সহবাস যে স্ত্রীর সকল সুখের মূল, এ হতভাগিনী তো সে শিক্ষা পায় নাই। তোমার নিকট হইতে সে সকল ধর্ম্মনীতি শিক্ষা লাভ করিবার পূর্ব্বেই হতবিধাতা আমাকে তোমার পবিত্র সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। আমার আর সে জ্ঞান লাভ হইল না। অজ্ঞান অবস্থায় যে কিছু অপরাধ হওয়া সম্ভব, প্রাণেশ্বর! আমি সে সকল অপরাধেই অপরাধিনী। যদি সে সকল অজ্ঞান-কৃত পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত না থাকে, তবে আমি তোমার চরণ-তলে জীবন ত্যাগ করিয়া এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জ্জন দিব। আমি এক্ষণে স্বামী-সুখ জানিয়াছি। আর তাহা ত্যাগ করিব না। নাথ! অজ্ঞান অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্তা হইয়া আমি নানাবিধ পাপ-মার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছি সত্য; কিন্তু হৃদয়েশ! সহসা আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে। আমার চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে পুনরায় সরল অন্তঃকরণে পত্নীভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি বিশেষ পরিমাণে চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিতে পারি।

জীবিতেশ! তোমার চরণ ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমি তোমার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া এ কলুষিত দেহ পবিত্র করিব।”

পদ্মাবতী এই বলিয়া পুনরায় নয়নাবৃত করিলেন। নবকুমার সমস্ত কথা শুনিলেন। তিনি বাক্ রহিত হইয়া রহিলেন। পরে উচ্ছ্বসিত মনোবেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া কহিলেন,—

“পদ্মাবতি! আমি নরাধম। আমি সংসারে যেরূপ পাপ করিয়াছি কিছুতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। আমি নিরপরাধিনী সংসার-বোধ-বিহীনা সাধ্বী পত্নী মৃণ্ময়ীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। সে দুঃখ আমার হৃদয় হইতে কখনই অপনীত হইবে না। এই অকিঞ্চিৎকর পাপ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই নিদারুণ শোকের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকিবে। আমি অন্ত সুখ প্রার্থনা করি না; মৃণ্ময়ীর রূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণবায়ু এ নর-কুল-কলঙ্কের দেহাশ্রম ত্যাগ করে, ইহাই আমার প্রার্থনা। মাতঃ গঙ্গে! তুমি ভবিষ্যৎ-জ্ঞান-বিহীনা নিরপরাধিনী মৃণ্ময়ীকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ; এ হতভাগ্যকে আর কেন কষ্ট দেও। আমাকেও চরণে স্থান দিয়া সংসার যন্ত্রণা হইতে নিস্তার কর।”

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি স্থির হইয়া বলিলেন,—

“পদ্মাবতি! সংসার আমার এক্ষণে বিষ স্বরূপ হইয়াছে। আর আমার কিছুতেই স্পৃহা নাই। একমাত্র মৃণ্ময়ী বিহনে আমার সংসার অন্ধকার এবং আমার কায় মনঃ শূন্য হইয়াছে। পদ্মাবতি! তুমি আর অনর্থক আমার জন্য কষ্ট ভোগ করিও না। তুমি যে অবস্থায় ছিলে সেই অবস্থায় সুখে অবস্থান কর। কেন বৃথা আশার অনুসরণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছ? তুমি

যবনী বলিয়া আমার তাদৃশ আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সংসারী হইব না। আমি এইরূপেই জীবন পাত করিব স্থির করিয়াছি। আমি আর কোন রমণীকে আমার ঘৃণিত জীবনের সহচরী করিয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। পদ্মাবতি! তুমি আমার সংসর্গে কেবল কষ্ট পাইবে; আমার আশা ত্যাগ কর।"

এই বাক্য শুনিতে শুনিতে পদ্মাবতীর মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"নাথ! তুমি আমাকে অন্যায় প্রবোধ দিতেছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, তোমার সংসর্গে অসুখী হই তাহাও স্বীকার, তথাপি আমি তোমারি। তুমি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

নবকুমার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলেন,—"পদ্মাবতি! অন্ধকার হইয়াছে গৃহে যাও। এ বিষয়ের বিবেচনা পরে হইবে।"

এই বলিয়া স্বয়ং দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন। পদ্মা কহিলেন,—"প্রাণেশ্বর! অধিনীর একটী কথা রাখ। কল্য একবার আমার আবাসে পদার্পণ করিও।"

নব। "সে জন্য আমি এক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারি না।"

এতক্ষণ উভয়ে বাহ্য-জ্ঞান বিরহিত হইয়া কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন। সুতরাং বনভূমি যে ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। সহসা উভয়ের চৈতন্য হইল। পদ্মা কহিলেন,—

"নাথ! আমাকে ভুলিও না, এই মাত্র শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

এই কথার পর উভয়েই আবাসোদ্দেশে অগ্রসর হইলেন এবং ক্ষণবিলম্বেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন বন মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুলনিশিতে।

"lucky joys
And golden times, and happy news of price."
Shakespeare.

পূর্ব্বোল্লিখিত অরণ্য অতিক্রম করিলেই একটী পুরাতন দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। এইটী নবকুমারের বাসগৃহ। গৃহটী অরণ্য-সংলগ্ন। অন্তঃপুরের অঙ্গন অতি প্রশস্ত। তাহার মধ্যে একটী বৃহৎ আম্রবৃক্ষ। বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে সেই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া দুইটী নারী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী-দ্বয়ের একটী রূপ-যৌবন-সম্পন্না বঙ্গাঙ্গনা। তাঁহার পরিচ্ছদ-প্রণালী দেশীয়া রমণীর ন্যায়। দ্বিতীয়ার পরিচ্ছদাদি দৃষ্টে তাহাকে যবনী বলিয়া বোধ হয়। তাহার বয়স অপেক্ষাকৃত অধিক। যুবতী নবকুমারের ভগ্নী। তাঁহার নাম শ্যামা সুন্দরী। দ্বিতীয়ার নাম পেষমন্—পদ্মাবতীর পরিচারিকা। শ্যামা জিজ্ঞাসিলেন,—"পেষমন্! তুমি সত্য বলিতেছ? পদ্মাবতী সত্যই এখানে আছেন? তাহা তো আমরা এত দিন জানি না।"

পেষমন্ কহিল,—"দিদি ঠাকুরাণি! আমি তো সেই সংবাদ দিতেই এসেছি। তিনি আজ্ সাত মাস এখানে আছেন।"

শ্যামা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"তাহা ত আমাকে কেহই বলে নাই। আহা! তাঁকে কত দিন দেখি নাই।

পেষমন্! তিনি এখন কি তেমনিই আছেন? তা তুমিই বা জানিবে কেমন করে! তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার কি কোন উপায় হয় না?”

পেষমন্ যে উদ্দেশে আসিয়াছিল সহজেই তৎসিদ্ধির সূত্র দেখিল। সানন্দে কহিল,—

“আমি আপনাকে তাহাই জিজ্ঞাসিতে আসিয়াছি। তাঁহার বড় সাধ যে আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন। আপনি যদি আজ্ঞা করেন তবে তিনি এখানে আইসেন। তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট আপনার কথা বলেন আর কত দুঃখ করেন।”

শ্যামা আনন্দে সব ভুলিয়া গেলেন। পদ্মাবতী যে যবনী হইয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার গৃহাগমনে যে লোকাপবাদ হইতে পারে অথবা তাঁহার অগ্রজের বিরক্তি জন্মিতে পারে তাহা তাঁহার মনে হইল না। তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,—

“তিনি আসিবেন ইহার আর আজ্ঞা কি পেষমন্? ইহা আবার জিজ্ঞাসা! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমি স্বয়ং যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সে কার্য্য নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহাকে বলিবে. তিনি যখন সুবিধা বুঝিবেন, যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখনই যেন আইসেন।

পেষমন্ “যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রস্থান করিল।

শ্যামাসুন্দরী গৃহপ্রবেশ করিলেন; তিনি তথায় একটু স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখকান্তি গম্ভীর হইল; পরক্ষণেই তাহা বিমর্ষভাবাপন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আয়ত ইন্দীবর নয়নদ্বয় হইতে মুক্তাফলস্থূল অশ্রু-বিন্দু সকল অজ্ঞাতসারে নিপতিত হইয়া ধরা সিক্ত করিতে লাগিল। শ্যামা তাঁহার আতৃজায়া মৃণ্ময়ীকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তিনি তাঁহাকে

যাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন, তিনিই আদর করিয়া তাঁহার মৃণ্ময়ী নাম রাখেন। সুতরাং সেই প্রাণাধিকা মৃণ্ময়ীর অকাল মৃত্যুতে তিনি অপারোনাস্তি শোক-সন্তপ্তা আছেন। অন্যান্য ঘটনার সকল কথা মনে পড়িল। এই ঘটনায় তাঁহার মৃণ্ময়ীর মুখ মনে পড়িল। তাঁহার জীবনান্ত ঘটনা মনে পড়িল। তিনি সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। ক্রমে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এখন তাঁহার মুখ দেখ, এখন তথায় হর্ষের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছে! একি? বৃদ্ধা শ্যামা কি উন্মাদিনী? তাহা নহে। তাঁহার মানসসরোবরে এখন আবার বিভিন্ন প্রকার ভাবের স্রোত প্রবাহিত। এখন তাঁহার আত্মজের প্রথম স্ত্রীকে স্মরণ হইল। পদ্মা বিবাহের পর একবারমাত্র তিন মাসের জন্য শ্বশুর বাটী আসিয়াছিলেন; তখন তাঁহার বয়ঃসন্ধি। তখন তাঁহার দশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। সে অনেক দিনের কথা! তাহার পর তাঁহার জীবন কত পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত করিয়াছে! পদ্মা এক্ষণে যৌবনের উচ্চ সীমায় অবতীর্ণ। পদ্মার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষের সপরিবারে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; সুতরাং পদ্মাও মুসলমানী হইয়াছিলেন। তদবধি আর পদ্মার সংবাদ লওয়া হইল না। পদ্মার সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল। সে কত দিনের কথা! এত কালের পর আবার পদ্মা এই দেশে? তিনি যাহাই কেন হউন না—শ্যামাসুন্দরীর পুত্রজায়া, সুতরাং তাঁহার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্রী। এতদিনের পর আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা কি অতুল আনন্দের বিষয় নহে? শ্যামা এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিলেন; হৃদয়স্থিত আনন্দালোক তাঁহার বদনেও রশ্মি বিকীর্ণ করিল। তিনি টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। আনন্দের কার্য্যই এই, আনন্দে বৃদ্ধকে যুবক

এবং নিরানন্দ যুবককে বৃদ্ধ করিয়া তুলে। যুবতী শ্যামাও এক্ষণে আনন্দভরে বালিকাভাবাপন্ন। তিনি আপন মনে পা দোলাইতেছেন, হাত নাড়িতেছেন ও হাসিতেছেন। যাহাদের হৃদয়ে সময়ে সময়ে এরূপ আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাঁহারা বুঝিবেন, শ্যামাসুন্দরী প্রকৃত বাতুলের কর্ম করিতেছেন না।

যখন পদ্মা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। তাঁহার মাতা তাঁহাকে শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পদ্মাও সেই আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ননন্দা শ্যামা ভিন্ন আর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। বাল্যসহচরী শ্যামা ও পদ্মার হৃদয় মধ্যে সখিত্বন্ধন ব্যতীত একটী স্বতন্ত্র বন্ধন জন্মিয়াছিল। সে বন্ধন প্রণয়। স্থানান্তর, ধর্মান্তর, নিরুদ্দেশ প্রভৃতি কারণে সে বন্ধনটী কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। অদ্য সমস্ত কথা মনে হইল। শ্যামা লালসায় প্রণয়রজ্জু আকৃষ্ট হইল। শিথিল বন্ধন দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া আসিল। তিনি কতক্ষণে সাক্ষাৎ-সময় সমাগত হইবে, প্রীতিপ্রফুল্ল মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্যামা এইরূপ আনন্দরসে পরিপ্লুতা রহিয়াছেন, এমন সময় তথায় নবকুমার প্রবেশ করিলেন। নবকুমারকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার আনন্দাবেগ সম্বর্দ্ধিত হইল। তিনি ভাবিলেন—দাদা পদ্মার এদেশে আগমনবার্ত্তা কিছুই অবগত নহেন। তাঁহাকে এই সংবাদ দিই। আবার ভাবিলেন—না, তাহা বলিয়া কাজ নাই। যদি দাদা আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমাদের সাক্ষাতের ব্যাঘাত জন্মিবে। আবার ভাবিলেন ইহাতে দাদার কি ক্ষতি? ভাল বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া বলিলেন,—

"দাদা! আমাদের বড় বউ এখানে আছেন!"

নবকুমার এ কথায় বিস্মিত না হইয়া কহিলেন,—"শ্যামা! এ ত নূতন নহে।"

শ্যামা। "তুমি তবে জান। আমরা কিন্তু তা এত দিন জানিতে পারি নাই, আজ জানিলাম।"

নব। "কে বলিল?"

শ্যা। "তাঁর দাসী।"

নব। "কেন।"

শ্যা। "তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। তাই জিজ্ঞাসা করিতে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁকে আসিতে বলে দিইছি।"

নবকুমার কিছু বলিলেন না। এ মৌন সম্মতি লক্ষণ নহে, ইহা বিরক্তিব্যঞ্জক। তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে গমন করিলেন।

শ্যামা নবকুমারের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং নবকুমারের মৌনভাব, তাঁহার সম্মতিসূচক বিবেচনায় পরম আহ্লাদিত হইলেন। মৃণ্ময়ীর গঙ্গাজলে নিপাত প্রাপ্তির পর হইতে নবকুমার কোন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। শ্যামা এ ঘটনাতেও তাহাই মনে করিলেন। শ্যামার সিদ্ধান্ত কি অন্যায়? কখন নহে। যাহাদের হৃদয়ে চাতুরী নাই, জগতে তাহারাই সুখী।

শ্যামা মনের সুখে গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলাসভবনে।

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখিরে! কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র বেড়ল, মাণিক হারানু হেলে॥"

জ্ঞানদাস।

সপ্তগ্রামের বাজারের প্রান্তভাগে সুপ্রশস্ত রাজমার্গপার্শ্বে একটী সুদৃশ্য দ্বিতল গৃহ দৃষ্ট হয়। তাহারই উর্দ্ধতন একটী প্রকোষ্ঠে দুইটী রমণী উপবিষ্টা। উভয়েরই যাবনিক পরিচ্ছদ। তাঁহাদের গৃহ সজ্জাও যাবনিক রুচির পরিচয় দিতেছে। পাঠক মহাশয়, উভয় রমণীকেই অবগত আছেন। গঙ্গাতীরে নবকুমারের সন্নিহিতা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন—ঐ সুন্দরী সেই পদ্মাবতী। পদ্মা এক্ষণে তাঁহার অভ্যস্ত যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার বদন দিয়া তেজোগর্ব্ব ফাটিয়া পড়িতেছে। রূপের সীমা নাই। তিনি এক্ষণে প্রসন্ন। আনন্দ তাঁহার দেহের প্রত্যেক অংশে আধিপত্য করিতেছে। সে দিন যে মলিনা, কাতরা, ভূষণ-হীনা, রোরুদ্যমানা পদ্মাবতীকে দেখিয়াছেন, অদ্য তাঁহাকে দেখুন, চিনিতে পারিবেন না। যুবতী পদ্মার শরীরে অলঙ্কার বড় শোভা পায়—এজন্য তিনি অদ্য শরীরের যেখানে যাহা সাজে তাহা পরিয়াছেন। পদ্মা তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন ও সময়ে সময়ে ধর্ম্ম

দূর করিবার নিমিত্ত এক খানি রুমালে মুখ মুছিতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে কিঙ্করী পেষমন্ উপবিষ্টা।

পদ্মা সপ্তগ্রামে আসিয়া ঐ বাটীতে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে আসার পর তাঁহার স্বামী নবকুমার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া দুই এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কিন্তু তাহাতে পদ্মার মনোরথ অণুমাত্রও পূর্ণ হয় নাই। পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী পদ্মাবতীকে পাঠক মহাশয়েরা গঙ্গাতীরে পতিপার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিয়াছেন;—এবং সে দিনের পদ্মাবতীর মনস্কামনা কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত আছেন। পদ্মা পতির অপরিস্ফুট প্রণয়-রত্ন উদ্ধারার্থে বিবিধ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্য তিনি আবার সেই উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে নূতন কল পাতিয়াছেন। এই কল কিরূপ ফলোপধায়ক হয়, তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার লক্ষ্য এবার অব্যর্থ হইবে এই বিবেচনায় পদ্মা অদ্য এত হৃষ্টা।

পেষমন্ অনেক ক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল,—

"তুমি সপ্তগ্রামে আর কত দিন থাকিবে? আগ্রার কথা সকল মনে করিয়া দেখ—তুমি সেখানে কি সুখে ছিলে! এখানে কি সুখে আছ?"

পদ্মাবতী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

"পেষমন্! জীবনের অবশিষ্ট কাল সপ্তগ্রামেই অতিবাহিত করিব। এখানে আমি প্রতি মুহূর্ত্তে যে সুখ সম্ভোগ করি, আগ্রার বাদশাহ অন্তঃপুরে বিবিধ দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া অগাধ সমৃদ্ধি মধ্যে তাহার এক কণিকাও লাভ করিতে পারি নাই। পেষমন্!

ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের যত দূর চরিতার্থতা সম্ভবে, আমার তাহা কিছুই বাকী নাই। পাপ সাগরে যত দূর অবগাহন করিলে তাহার তলস্পর্শ করা যায়; আমি তত দূরই করিয়াছি। আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ পাপ হইতে আর নিস্তারের উপায় নাই। পেষমন্ তুমি বুঝিতেছ না—আমার হৃদয় এক কালে শত শত বৃশ্চিকে দংশন করিতেছে। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। যাহা হইবার হইয়াছে, আমি একণে শান্তির কাঙ্গালিনী পেষমন্! অবিশ্রান্ত পাপে আমার মন, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ অসাড় হইয়া আছে। আমি তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। স্বামী কি পরম পদার্থ, তুমি জান না। আমিও এত দিন জানিতাম না। দরিদ্র পতির চরণ সেবাও পৃথ্বীপতি বাদশাহের ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিবৃত্তির উপকরণ মাত্র হওয়া অপেক্ষা যে কত ভাল, পেষমন্! তাহা আমি এত দিনে বুঝিয়াছি। অবলাকুল-ভূষণ সতীত্বরত্বকে পঙ্কিল হ্রদগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভূলোক-দুর্লভ সম্পত্তি সুখ সম্ভোগ করা অপেক্ষা, উক্ত রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাঙ্গালিনীবেশে কুটীরে বাস করাও যে কত শ্রেয়ঃ, তাহা আমি এখন জানিতে পারিয়াছি। হায়! এত দিন সে জ্ঞান হয় নাই। মেদিনীপুরের সেই চটী মনে পড়ে পেষমন্! আহা সেই দিন আমার জীবনের প্রধান দিন! মেদিনীপুরের সেই চটীতে সহসা এই পাপোন্মত্তার মনে জ্ঞানের রশ্মি ও পবিত্র সুখের রস প্রবেশ করিয়াছে। আর কি ইহা ছাড়া যায়? ইহার তুলনায় অন্য যাবতীয় সুখ অতীব হেয়! পেষমন্! তুমি কি না জান! আমি মনে করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ আমার করতলস্থ করিতে পারিতাম। এই সুখ-লোভে আমি তাহা অকাতরে ত্যাগ করিয়াছি। রূপ-যৌবন-সম্পন্ন জগদারাধ্য বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে আমি পদানত

করিয়াছিলাম। এই সুখের আশয়ে আমি তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে ত্যাগ করিয়াছি। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে,—আর না, ও সকল কথা আর মনে করিও না, জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি এ সুখের আশা ত্যাগ করিব না, পেষমন্!"

পদ্মাবতী বিদুষী। এখন বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। বাল্যাবস্থা হইতে কুসংসর্গ ও ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা তাঁহার বিদ্যার্জনিত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এত দিনের পর সেই জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। আর তাহাকে কে আবরণ করে? পেষমন্ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত অবস্থান বশতঃ অনেক পুস্তকাদির আস্বাদ পাইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। ভ্রমকূপে পতিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বাস করা যাহাদের স্বভাব, তাহারা এ সুখের আস্বাদ কি প্রকারে জানিবে? পেষমন্ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। সহসা পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেমন পেষমন্! ঠাকুরঝীর সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় হয় নাই?"

পেষমন্ কহিল,—

"হইয়াছে—এখন যাওয়া যাউক।" পদ্মা উঠিলেন। কি মনে হইল। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"পেষমন্! এক খানি সাড়ী আন।"

পেষমন্ আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। রূপসী পদ্মাবতী বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালিনী সাজিলেন। পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসিলেন,—

"পেষমন্! দেখ দেখি আমাকে কেমন দেখাচ্চে?"

পেষমন্ কহিল,—

"বাঙ্গালীর পোষাক কি ভাল দেখায়?—ও ছাই দেখাচ্চে।"

পদ্মা পেশমনের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি দর্পণ-সন্নিহিত হইয়া আপনার মুখ আপনিই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-কান্তি গম্ভীর হইল। নিদারুণ চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক আক্রমণ করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"চল সন্ধ্যা হইয়াছে।"

উভয়ে উঠিলেন। পেশমন্ বলিল,—

"জুতা পায় দিলে না, চলিতে পারিবে কেন?"

পদ্মা হাসিয়া বলিলেন,—

"আর সেকাল নাই পেশমন্! এখন সব পারিব।"

এই বলিয়া উভয়ে ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাতে।

"রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ-বৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্।"

হিতোপদেশ।

পদ্মা সন্ধ্যাসময়ে ছাতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে প্রীতিপ্রদ বাসন্তীয় বায়ু-সেবন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, দুইটী রমণী তাঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করিল। অমনি তাঁহার

পদ্মাবতীর কথা মনে পড়িল। অতি দ্রুত ছাত হইতে নামিলেন। আসিয়া দেখিলেন—সত্য সত্যই পদ্মাবতী উপস্থিত।

প্রথম দর্শনমাত্র উভয়েরই হৃদয় আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। আনন্দের আতিশয্য হেতু উভয়েই নীরব। কাহারও মুখে কথাটী নাই। নয়ন মনের অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছে। উভয়েরই চক্ষু দিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

রোদন শোকের চিহ্ন একথা সকলেই বলেন। কিন্তু এ রোদন তাহা নহে! এ রোদন আনন্দ ব্যঞ্জক; এ রোদনের প্রত্যেক অশ্রু-বিন্দু মধ্যে আনন্দের লহরী-লীলা লক্ষিত হইতেছে; ইহার সর্ব্বত্রই আনন্দ বিরাজমান।

ক্রমে মনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। উভয়ে উপবেশন করিলেন। শ্যামা মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতীর অতুল্য সৌন্দর্য্যের কণামাত্রেরও অপচয় হয় নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার দেহায়তন বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র। দেহ সম্পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার অতুলন রূপরাশি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রমশঃ আনন্দোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিল। তখন পদ্মার ভাবান্তর জন্মিল। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে আনন্দরশ্মি অপনীত হইল। তিনি পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। এ রোদন আনন্দের রোদন নহে। ইহা হৃদয়জাত দুঃসহ যন্ত্রণার রোদন। পদ্মাবতী দীর্ঘকাল পরে তাঁহার স্বামি-ভবন পুনরায় দেখিলেন। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি বক্র না হইলে, এই স্বামি-ভবনে তিনি সমাদরে থাকিতেন। তাঁহার গৌরবের সীমা থাকিত না। তাঁহার সহিত কথা কহিতে তাঁহার শ্বশ্রূ, ননন্দা, অথবা তৎসম্পর্কীয় অন্য কেহই সঙ্কুচিত হইতেন না। স্বামি-ভবনে, স্বামি-সেবায় ও স্বধর্ম্মে থাকিলে তাঁহার অন্তরে যত সুখ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল, সে সমস্ত অদ্য তাঁহার মনে পড়িল।

সে সকল সুখের পরিবর্ত্তে তিনি যে সকল আপাত-মনোহর সুখ-সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহাও মনে উদিত হইল। উভয়ের তারতম্য তিনি অনেক দিন বুঝিয়াছিলেন—অদ্য এই উপলক্ষে আবার সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন তিনি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই যন্ত্রণা কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত করিবার নিমিত্ত পদ্মাবতী বস্ত্রাঞ্চল বদনে দিয়া অবনতমুখে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সে কত কথা, তাহার সংখ্যা নাই। শ্যামা, পদ্মার নিরুদ্দেশের পর স্বকীয় অগ্রজের যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। পদ্মাবতীও, দুই একটা স্থান ব্যতীত, তাঁহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস বর্ণন করিলেন। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি এখানে এতদিন আছ, সে সংবাদটীও কি আমাদের দিতে নাই!"

পদ্মাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"আমার কি তোমাকে দেখিতে বা সংবাদ দিতে অনিচ্ছা! কিন্তু আমি কি আমার সে মুখ রেখেছি? আমার মত দুর্ভাগা পৃথিবীতে দুটি নাই। পাছে আমার জন্য তোমরা লোকের কাছে গঞ্জনা পাও,—এই ভয়ে এত দিন দেখা করি নাই, সংবাদও দিই নাই। কিন্তু এক স্থানে আর কত দিন এমন করিয়া থাকা যায়, তা বল? তাই ভাবিলাম, অদৃষ্টে যা থাকে হবে তোমাকে বলিয়া পাঠাই, তুমি যা ভাল বোঝ, তাই করিবে।"

শ্যামা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পদ্মা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সংবাদ না দিবার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। যদি

তোমাদের কাছে সংবাদ দিলে, তোমরা আমাকে উপেক্ষা কর, যদি তোমাদের কাছে আসিলে কথা না কও, যদি তোমরা আমার আগমনে লজ্জা পাও,—এই ভয়েই এত দিন সংবাদ দিতে ক্ষান্ত ছিলাম। তার পর ভাবিলাম, আমার সংবাদ দেওয়ায় দোষ কি? যদি তাঁহারা ঘৃণা করেন, কথা না কন, তবে ত পাপীয়সীর সংখ্যাতীত পাপের সমুচিত শাস্তিই হইবে। আর ভাবিতাম কি জান, যদি তোমাদের কাছে দিয়া আগেকার মত আদর না পাইলাম, যদি স্বামি-গৃহে স্বামীর সঙ্গে কথাটিও কহিতে না পাইলাম, যদি তথায় আমাকে অস্পৃশ্যা রূপে থাকিতে হইল—তবে তথায় যাওয়ায় ফল কি? এক্ষণে মনে মনে স্থির করিয়াছি, এ পাপ প্রাণ আর রাখিব না। জীবনের যে সুখ, তা সব দেখিলাম; স্বামীর চরণ-সেবা ভিন্ন রমণীর আর কোন সুখ নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি। যখন সে আশায় ছাই পড়িয়াছে, তখন আর বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি? ভাবিলাম, মরিবার আগে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া মরিব। তোমাকে বড় ভাল বাসি। তোমাকে একবার দেখিব বলিয়া বড় সাধ ছিল, আজ তাহা সফল হইল। এখন আমার মরিবার আর বাধা নাই। আর একটী ইচ্ছা আছে—মরিবার পূর্ব্বে একবার স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিব। কিন্তু সে আশা দুরাশা”—

এই সকল কথা বলিতে বলিতে পদ্মার অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি আর যাহা বলিতেন, তাহা বলিতে পারিলেন না।

পদ্মার হৃদয়ভেদী কথা সকল শুনিতে শুনিতে শ্যামার নয়নপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—

“যাহা হইবার হইয়াছে; অদৃষ্টে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে। বড়

বউ। সে জন্য আর অনুতাপ করিও না। মরিতেই বা যাবে কেন? মরিলেই কি পাপমুক্ত হইবে? আত্মহত্যা ত আরও পাপের কার্য্য। বিধাতা তোমার যেমন মতি দিয়াছিলেন, তেমনি কার্য্য করিয়াছ।—তাহাতে যে পাপ হইবার, হইয়াছে। যাহা হইয়াছে, তাহা ত আর ঘুচিবে না। তবে কেন জীবন ত্যাগ করিবে? যাহাতে জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাল যায়, আর পাপস্পর্শ না হয়, এরূপ কর। আমার ইচ্ছা যে তুমি এক্ষণে যেমন সপ্তগ্রামে আছ, তেমনি থাক, আর আগ্রায় বা স্থানান্তরে যাইও না। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক, এক এক বার দেখা সাক্ষাৎ পাইয়া ত মন জুড়াইতে পারা যাইবে।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"ঠাকুরঝি! অগত্যা তাহাই করিব বই আর কি? ইহা অপেক্ষা ভাল আমার অদৃষ্টে আর কি হইতে পারে?"

ইত্যবসরে পেষমন্ নিবেদন করিল,—

"রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

পদ্মা এই কথা শুনিয়া শ্যামার প্রতি নেত্রপাত করিলেন। শ্যামা কহিলেন,—

"রাত্রি অনেক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তোমাকে যে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না।"

পদ্মা। "তোমার পরামর্শই গ্রহণ করিলাম। সপ্তগ্রাম আর ছাড়িব না। এখন হইতে প্রত্যহই দেখা করিব। দেখিতে দেখিতে জীবন কাটাইব।"

পদ্মা নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্যামা অগত্যা সম্মত হইলেন।

পেষমন্ ভিন্ন পদ্মার সঙ্গে আর কোন পরিচারিকা আইসে

নাই। এজন্য শ্যামা তাঁহার একজন দাসীকে সঙ্গে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

পদ্মা মনে করিলে, দাস, দাসী, বাহক, যানাদি সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু সে সকল বাহ্যাড়ম্বরে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তিনি এক্ষণে আপনাকে সামান্যা গৃহস্থ-পত্নী মনে করিয়া তদুপযোগী থাকিতে অভ্যাস করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় দশটা—পূর্ণকৌমুদীময়ী। প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। সর্ব্বত্র গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। এইরূপ সময়ে পদ্মাবতী স্বামী ভবন হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল ততক্ষণ শ্যামা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তিনি অদৃশ্যা হইলে শ্যামা কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তর্কবিতর্কে।

"Je *la* plains, je *la* blame et je suis son appui."*

Voltaire.

সপ্তগ্রামের পণ্যবীথিকার অনতিদূরে, একটী প্রশস্ত প্রান্তর দৃষ্ট হয়। প্রান্তর কেবল মাত্র শ্যামল তৃণাবৃত। মধ্যে মধ্যে এক একটী বৃহৎ তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ। এই প্রান্তরের এক সীমায় দুইটী যুবা পরিভ্রমণ করিতেছেন। যুবকদ্বয়ের একটী

* I pity her, I blame her and am her support.

আমাদের পরিচিত—নবকুমার; অপর নবকুমারের পরমাত্মীয়—উমাপতি চক্রবর্ত্তী। নবকুমার বিপদ্ সম্পদ্ সকল সময়েই উমাপতির পরামর্শানুসারী কার্য্য করিয়া থাকেন। উমাপতির সহিত তাঁহার প্রণয় দুশ্ছেদ্য। উভয়েরই স্বভাব একরূপ; উভয়েই একবিধ গুণের পক্ষপাতী। উভয়েই সরল। উভয়েই বিবিধ গুণ-সম্পন্ন ও বিদ্বান্। সুতরাং তাঁহাদের প্রণয় যে দৃঢ় হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? উমাপতির নিবাস সপ্তগ্রাম। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার যে পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহাতে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। এই জন্য তাঁহার পিতার অভাবেও শিক্ষার ব্যাঘাত হয় নাই। উমাপতির বয়স অনুমান পঞ্চবিংশ বর্ষ হইবে। এই অল্প বয়সে তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। নবকুমারের সহিত তাঁহার পাঠদশায় মিত্রতা।

উমাপতি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সুন্দর বদনশোভা, আয়ত লোচন, চম্পকবর্ণ এবং সুললিত ও পরিণত দেহ মনোহর সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক।

নবকুমারের সাগর-যাত্রীর নৌকা হইতে দালিয়াড়ির চরে অবস্থিতি—তথায় কাপালিক-সংমিলন—কপালকুণ্ডলা-কর্ত্তৃক জীবনোদ্ধার—কপালকুণ্ডলার সহিত বিবাহ ও স্বদেশে আগমন সময়ে, চটিতে অপরিচিতা লুৎফউন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ—লুৎফউন্নিসার সপ্তগ্রামে আগমন—ও তাঁহার নবকুমারের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ প্রকাশ—কাপালিকের আগমন ও তাহার প্ররোচনায় এবং পদ্মাবতীর কৌশলে কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিষয়ে নবকুমারের সন্দেহ—সে সন্দেহ ভঞ্জন হইবামাত্র সহসা জাহ্নবী-গর্ভে পতিত হইয়া কপালকুণ্ডলার অকাল মৃত্যু প্রভৃতি সমস্ত কথাই

দোষী কে ? তুমি একটী কথাও মৃণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে না ! মৃণ্ময়ীর দোষ সত্য কি না, তুমি জানিলে না। যখন জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তোমার সন্দেহ তিরোহিত হইল, তখন বিধাতা মৃণ্ময়ীকে আজন্ম ক্লেশ, দারুণ অপবাদ, প্রভৃতি হইতে নিস্তার করিবার নিমিত্ত, সাদরে স্বক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন ! মৃণ্ময়ী বিধি-বিপাকে গঙ্গা-জলে নিপতিতা হইলেন। কাপালিক-প্রদত্ত সুরার তেজ তখন তোমাকে কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিয়াছিল। তোমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি 'হা মৃণ্ময়ি !' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে। কিন্তু অকালে জাগরূক হওয়ায় যে ফলোদয় সম্ভাবিত, তোমার তাহাই হইল। তুমি আর মৃণ্ময়ীকে পাইলে না। স্রোতস্বি-নীর গভীর গর্ত্তে নিপতিতা অবলাকে উদ্ধার করা কি কখন সম্ভব ? কাপালিক আসিয়া তোমার হাত ধরিয়া জল হইতে উত্তোলন করিল। তুমি তখন 'মৃণ্ময়ি ! মৃণ্ময়ি ! মৃণ্ময়ি !' শব্দে রোদন করিতে লাগিলে। সে রোদনের ফল কি ? বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, মৃণ্ময়ীর শোচনীয় মৃত্যুসম্বন্ধে পদ্মাবতীর অপরাধ কত অল্প ! পদ্মাবতী পুনরায় স্বামি-লাভ করিবার পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—সে পথের প্রধান কণ্টক মৃণ্ময়ী। কোনরূপে মৃণ্ময়ীকে স্বামি-প্রেম-বঞ্চিতা করিতে পারিলে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই সময়ে সে দেখিল, মৃণ্ময়ী আরও এক ব্যক্তির লক্ষ্য। সে ব্যক্তি কাপালিক। পদ্মা তাহার সহিত যোগ দিল। পদ্মা ঘোরতর দুশ্চরিত্রা বটে, তথাপি তাহার মন, অবলার মন ! এককালে ! মৃণ্ময়ীর জীবন-হানি করা তাহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। মৃণ্ময়ীকে স্বামি-প্রেম-বিযুক্তা করাই তাহার উদ্দেশ্য, ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কেমন, তোমার কি ইহা বোধ হয় না ?"

নবকুমার সমস্ত কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। কথাগুলিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। ভ্রান্তি-মূলক সংস্কার অন্তর্হিত হইল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"উমাপতি! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই বটে এ বিষয়ে পদ্মার দোষ অতি অল্প। এমন কি নাই বলিলেই হয়। আমি তাহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এ বিষয়ে আমিই পাপী—পদ্মা নহে। পদ্মা আপনার উদ্দেশ্য-সাধনে চেষ্টা করিয়াছিল;—সংসারে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কে না চেষ্টা করে? আমার পাপ অতি গুরুতর; কি করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? আমার যে নরকেও স্থান হইবে না।"

উমাপতি দেখিলেন নবকুমারের অত্যন্ত শোক উপস্থিত; এজন্য তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে না দিয়া কহিলেন,—

"নবকুমার! পদ্মাবতী প্রকৃত অপরাধিনী নহে, তাহা তুমি বুঝিয়াছ। বিধাতা এক্ষণে তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতেছেন। তাহার অন্তরে বিষধর ভুজঙ্গম সকল দংশন করিতেছে; তাহার যন্ত্রণার সীমা নাই। তাহার ইহজন্মে যে কিছু শান্তি, তুমি তাহার একমাত্র উপায়। পতি-পদ-লালসাই তাহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা; অতএব তাহার অবস্থা একটু বিবেচনা করা উচিত। যদি কোন উপায়ে তাহার বিপুল ক্লেশ-ভারের কিয়ৎ-পরিমাণে লাঘব করিতে পার, তাহা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?"

নবকুমার উত্তর করিলেন,—

"ভাই উমাপতি! আমি তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তৎপ্রতিকারের কোন উপায়ই দেখিতেছি না। আমি তাহার সমস্ত পাপ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। তুমিও না হয় তাহার সে সকল কার্য্য

বিযুক্ত হইলে, কিন্তু লোকে তাঁহাকে ক্ষমা করিবে কেন? সে যবনী, ম্লেচ্ছা, আচারভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা, তাহাকে অন্যে ক্ষমা করিবে কেন? তুমি কাহার মুখে হাত দিবে? পদ্মাবতীর জন্য আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব এবং জাতীয় সমাজ ত্যাগ করা কি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?"

উমাপতি কহিলেন,—

"তাহা বটে। কিন্তু শ্যামার পরামর্শ মন্দ নয়। তুমি পদ্মাবতীকে পত্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করিলে এবং তোমাকে সময়ে সময়ে দেখিতে পাইলেই পদ্মাবতী চরিতার্থ হইবে। কেমন, এই কি তাহার চরম আশা বলিয়া বোধ হয় না? যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে শ্যামার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলে সকল দিক্ বজায় থাকিবে। পদ্মাবতী এখন যেমন স্বতন্ত্র বাটীতে রহিয়াছেন তেমনি থাকুন।"

নবকুমার অনেকক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া কহিলেন,—

"বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয় তাহা করিলেই চলিবে। আপাততঃ বেলা অধিক হইল। চল গৃহাভিমুখে যাওয়া যাউক।"

এই বলিয়া উভয়ে ঐ সম্বন্ধে বিবিধ কথাবার্ত্তার আন্দোলন করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধসঙ্কল্পো।

> "Live while ye may, yet happy pair; enjoy
> Short pleasures, for long woes are to succeed."
>
> *Milton.*

সম্মুখে যে সুন্দর সৌধটী দেখা যাইতেছে, পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন, ঐটী পদ্মাবতীর আলয়। উহারই একতম প্রকোষ্ঠে এক্ষণে একটী যুবক এক খানি পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; একটী সুন্দরী যুবতী যুবকের পদদ্বয়ে স্বীয় বদন-কমল রক্ষা করিয়া নয়ন-জলে তাহা সিক্ত করিতেছেন। যুবক ও যুবতী নবকুমার ও পদ্মাবতী, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

নবকুমার পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। পদ্মার রোদন তখনও থামে নাই। পদ্মা কর-পল্লবে বদন আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃণালবিনিন্দিত-বাহুবল্লী বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রু-বিন্দু সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল।

নবকুমার বলিলেন,—

"পদ্মা! বৃথা রোদনে প্রয়োজন কি? সময় অতীত হইলে বিবেচনা অনর্থক। এক্ষণে উপস্থিত মত সদুপায় চিন্তা কর। যাহাতে পরিণাম সুখে অতিবাহিত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা কর।"

পদ্মা রোদন সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—

"নাথ! উপায়, অনুপায় সমস্তই তোমার হাত। দাসীর জীবন তোমারই পদ-তলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় রাখ, না হয় মার। তাহাতে আমায় আর দুঃখ নাই। আশা ছিল, এপাপ জীবনে একদিন পতি-পদ চুম্বন করিয়া সুখী হইব, অদ্য তাহা সফল হইয়াছে। আর জীবনের মায়া নাই। আর মৃত্যুতে কাতরা নই। এখন মৃত্যু হইলে অপেক্ষাকৃত সুখে মরিতে পারিব। যদি বল তবে কাঁদিতেছ কেন? তাহার উত্তর এই;—নাথ! অদ্য তোমার চরণ-তলে স্থান পাইয়া আমি যে পরিমাণ সুখ লাভ করিলাম সমস্ত জীবনমধ্যে এক দিনও সেরূপ সুখ সম্ভোগে সমর্থ হই নাই। আপাততঃ যাহা সর্ব্বসুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, আমি সেই সুখের অনুসরণে ক্রমেই অধিকতর পাপ-পঙ্কে পরিলিপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, পতি-পদে স্থান প্রাপ্তা সতীর সুখের তুলনায় সে সুখ কি ঘৃণিত! কি অকিঞ্চিৎকর! জীবিতেশ! আমি সেই ঘৃণিত সুখের লালসায় জীবনের প্রধান সময় অতিবাহিত করিয়াছি। তাহাতে ইহলোক, পরলোক উভয়ত্রেই সুখের আশা তিরোহিত হইয়াছে। নাথ! আমি তাই ভাবিয়া কাঁদিতেছি। আমি এত দিন এ পাপ জীবন কোন্ কালে ত্যাগ করিতাম। যে আশায় এত দিন তাহা করি নাই, তাহা অদ্য সফল হইল। আমার আর অপর আশা নাই। আমি অদ্য তোমার নিকট যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট, তদধিক অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পদ্মা আর বলিতে পারিলেন না। আহ্লাদে, শোকে, ক্ষোভে, সন্তাপে ও অনুতাপে তাঁহার মনে অতুলনীয় এক অভিনব ভাব-ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক কালে এত বিভিন্ন ভাব তাঁহার মনে প্রাদুর্ভূত করিতে লাগিল, যে তাহা

দের প্রকোপ সহ্য করা নিতান্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরও অসাধ্য। সামান্য রমণী কি প্রকারে তাহা সহ্য করিবে? পদ্মাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, নেত্র নিমীলিত হইয়া আসিল এবং বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। তিনি স্থির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার চৈতন্য তিরোহিত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, পদ্মাবতীর চৈতন্যহীন জড়-দেহ নবকুমারের পদ-প্রান্তে নিপতিত হইল। নবকুমার পদ্মাবতীকে উত্তোলন করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন, দেখিলেন পদ্মাবতী চেতনাশূন্যা। নবকুমার সহসা এবম্বিধ বিপৎসমাগম দর্শনে ব্যস্ত হইয়া দাসীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ জল ও তালবৃন্তাদি আনয়ন করিয়া মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমারও স্বয়ং যথাসাধ্য পদ্মার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও পদ্মার চৈতন্যলক্ষণ দৃষ্ট হইল না। নবকুমারের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, ক্রমে গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবকুমারের বদন প্রফুল্ল হইল। ক্রমে পদ্মার চৈতন্য হইতে লাগিল। তাঁহার শিরা সকলে রক্তের গতি দেখা গেল। গণ্ড আরক্ত হইল। ক্রমে চক্ষু উন্মীলন করিলেন। নবকুমার পদ্মাবতীকে পুনরায় চেতন দেখিয়া আনন্দে পূর্ব্বাপর বিস্মৃত হইলেন। পদ্মাবতীর উপর তাঁহার যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা এই ঘটনায় তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বরি! তোমার সহস্র অপরাধ থাকিলেও আমি ক্ষমা করিলাম। প্রিয়ে! তুমি রমণী-রত্ন। তোমাকে আমি বিস্তর ক্লেশ

দিয়াছি। সংসার যায়, যাউক, লোকসমাজে অপমানিত হই, হইব; অদৃষ্টে যাহা থাকে, হউক; অদ্য প্রকাশ্যে বলিতেছি—পদ্মাবতি! তুমি আমার পত্নী। তোমাকে আর কষ্ট দিব না।"

পদ্মাবতী তীব্রবেগে উঠিয়া দাসীগণকে অপসৃত হইতে আজ্ঞা করিলেন এবং স্বীয় সুগোল নবনীতনিভ ভুজযুগল দ্বারা নবকুমারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বক্ষ মধ্যে মস্তক বিন্যস্ত করত কহিলেন,—

"নাথ! এ অভাগিনীর কপালে এত সুখ আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! আমি কি স্বর্গে, না সংসারে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? মায়ার মোহিনী ক্ষমতা কি আমার চক্ষুকে আবরণ করিয়াছে?"

অপরাধ করিয়া অপরাধী যদি সরলতা সহকারে স্বীকার না করে এবং তজ্জন্য লজ্জিত হইয়া বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার না করে, তাহা হইলে সংসারে তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকে না। এক জনের দোষ দেখিলে ক্ষতিবৃদ্ধি হউক বা না হউক সকলেই তাহার উপর কুপিত ও বিরক্ত হয় সত্য, কিন্তু দোষী ব্যক্তি যদি ব্যক্তিসাধারণকৃত ঘৃণা ও অপমানাদি সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, যদি পুনরায় স্বীয় সততার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে, এবং যদি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে কুপিত ও বিরক্ত ব্যক্তিরাও দয়া করে। লোকে আর তাহাকে ঘৃণা করে না। তাহার অপরাধ ক্রমে বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যায়। তাহার গুণে কলঙ্ক ঢাকা পড়ে।

পদ্মাবতীর ঘটনাই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। পদ্মাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করাও নবকুমার দারুণ লজ্জার বিষয় মনে করিতেন। তিনি তাহাকে ঘৃণা করিতেন, কখন তাহার সহিত সম্পর্ক ছিল,

ইহা মনে করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। কিন্তু পদ্মার একান্ত পতি-পদ- চিন্তা, পূর্ব্বকৃত পাপসমূহের নিমিত্ত বিলক্ষণ অনুতাপ, সতী- ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত সমস্ত ভোগসুখ ত্যাগ প্রভৃতি কুমারের চিত্ত ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার প্রতি তাঁ জন্মিল। পদ্মাবতী যে নবকুমারকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। প্রেমের বিনিময়ে প্রেম আবশ্যক। পদ্মাবতী যদি নবকুমারকে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে নবকুমারও অবশ্যই তাহার বিনিময় করিতেন। কই তাহা ত তিনি [illegible] করেন নাই! না—অবশ্যই নবকুমার তাহার বিনিময় করিয়া[illegible]; কিন্তু সেটি প্রকারান্তরে; তাঁহার অন্তরে অন্তরে পদ্মার প্রতি যে ঘৃণা, দ্বেষ, অভিমান প্রভৃতি হইয়াছিল, তাহা প্রণয়ের রূপান্তর মাত্র। প্রণয়ই উহার বীজ। যাহার সহিত মনুষ্যের কোন সংস্রব নাই, তাহার দোষ গুণে কে আস্থা করে? সুতরাং নবকুমারের প্রণয় অন্যে জানিতে পারে নাই।

প্রণয়ী স্বয়ংও সকল সময়ে প্রণয়াস্পদের প্রতি তাঁহার প্রণয়ের পরিমাণ বুঝিতে পারেন না। দিন দিন তিল তিল করিয়া প্রণয় বর্দ্ধিত হয়। প্রণয়ী প্রথমে এইমাত্র বুঝিতে পারেন যে, আমি উঁহাকে ভাল বাসি। কিন্তু সে ভাল বাসার পরিমাণ কি, তাহা তিনি তখন জানিতে পারেন না। যদি সহসা প্রণয়াস্পদের সহিত বিরহ হয়, যদি সহসা তাহার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখনি হৃদয় শোকাকুল হইয়া তাহার প্রতি প্রণয়ের পরিমাণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এই নিয়ম অনুসারে নবকুমার পদ্মাবতীকে কি পরিমাণে ভাল বাসিতেন, পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারেন নাই। অদ্য পদ্মাবতীর পীড়ায় তাহা প্রকাশ করিয়া দিল।

যে নবকুমার কিছু দিন পূর্ব্বে পদ্মাবতীকে যতদূর সম্ভব ঘৃণা

করিতেন, ক্রমে পরিবর্ত্ত-বিলাসী কাল তাঁহারই হৃদয় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তিত করিল। তিনি ক্রমে ঘৃণা—করুণায় এবং অশ্রদ্ধা—শ্রদ্ধায় য়িলেন, ক্রমে তাঁহার অজ্ঞাতসারে হৃদয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট

আবার—এখন সেই নবকুমার সেই পদ্মাবতীর জন্য কাঁদিতেছেন, তাহার জন্য আত্মীয়, সমাজ, জাতি, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব সমস্ত ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন; তাহাকে সাদরে সানন্দে আলিঙ্গন করিতেছেন। কাল তুমি ধন্য!

কপালকুণ্ডলা (মৃণ্ময়ী) এসময় কোথায়? অতলজলে নিমগ্ন হইয়াছ—দেখিতে পাইতেছ না! একদিন কাপালিকের ভয়ানক খড়্গ-মুখ হইতে যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে, সেই ব্যক্তি তোমাকে মন দিয়া, আবার কাড়িয়া লইয়া অপরকে অবাধে দান করিতেছে। সত্যই কি নবকুমার পদ্মাবতীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে বিস্মৃত হইলেন? না, তাহা নহে। পূর্ণ-চন্দ্র-বিরাজিত নভোমণ্ডলে সহসা এক খানি মেঘ উদয় হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্ব সংসার তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সংসার কি তাই বলিয়া চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে? তাহা থাকে না। যত ক্ষণ মেঘ থাকে, সংসারে তত ক্ষণই অন্ধকার থাকে। মেঘও সরিয়া যায়, আবার সংসারে দিব্য আলোকও প্রকাশ পায়; আবার চন্দ্র ও তারাগণ কিরণ বর্ষণ করে। যতক্ষণ মেঘ থাকে ততক্ষণই কি চন্দ্র, তারার কার্য্য বন্ধ থাকে? তাহাও থাকে না। তাহারা অদৃশ্য থাকে মাত্র। নবকুমারের হৃদয়াকাশের অবস্থাও সেইরূপ। তথায় মৃণ্ময়ীর প্রণয় চন্দ্রিকা পূর্ণ দীপ্তি বিকীর্ণ করিতেছিলে, সহসা পদ্মাবতীর প্রণয় মেঘ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাহাকে আবরণ করিল। যতক্ষণ ইহা থাকিবে ততক্ষণ তাহা আবরিত থাকিবে মাত্র, তাহার কার্য্য বন্ধ হইবে না।

তাহা মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে স্বীয় কার্য্য সাধন করিবে।

নবকুমার ও পদ্মাবতী বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া [illegible] ভাসিতেছেন, এমন সময়ে একটী অভাবনীয় ঘটনা, [illegible] আনন্দের বাধ জন্মাইল। নবকুমার প্রকোষ্ঠান্তর হইতে উমাপতি তাঁহাকে ডাকিতেছেন, শুনিতে পাইলেন। কথা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র পদ্মাবতী ব্যস্ততা সহকারে নবকুমারের গলদেশ হইতে হস্ত গ্রহণ করিলেন। এমন সময় পেষমন্ আসিয়া বলিল,—

"বিশেষ প্রয়োজনের নিমিত্ত এক জন [illegible]কে ডাকিতেছেন।"

নবকুমার অগত্যা ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পদ্মাবতী অন্য উপায়াভাবে, অনিচ্ছায় বিদায় দিলেন এবং কহিলেন,—

"নাথ! দাসীকে ভুলি[illegible]না ইহাই শ্রীচরণে প্রার্থনা।"

নবকুমার পদ্মাবতীকে [illegible]য়া এবং অবিলম্বে আহ্বানের কারণ জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পদ্মাবতীর সুখ-সূর্য্য উদয় হইতে না হইতেই, অকাল জলদ-জালে আচ্ছন্ন করিল। তিনি অতি কষ্টে মালা রচিত করিয়া তাহা গলদেশে ধারণ করিবেন, এমন সময় ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি বিপুল পরিশ্রমে যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা কর্ম্মক্ষম হইবার সময়েই, অভিনব বাধা সমুৎপন্ন হইয়া তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নব বিপদে।

——————— "deep troubles toss,
Loud sorrows howl, envenom'd passions bite,
Ravenous calamities our vitals seize,
And threatening fate wide opens to devour."

Young.

নবকুমার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তথায় উমাপতি নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলেন তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। নবকুমার ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিলেন। তথায় উমাপতিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে বিমর্ষ ভাবাপন্ন দেখিয়া নবকুমার সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভ্রাতঃ! কি হইয়াছে? আমাকে কেন ডাকিতে গিয়াছিলে? তুমি বিমর্ষ কেন?"

উমাপতি কহিলেন,—

"তোমাকে ডাকিয়াছি—কারণ আছে। বলিতেছি চল।"

উভয়ে গৃহ-প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলে উমাপতি কহিলেন,—

"ক্ষণপূর্ব্বে নবদ্বীপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তোমার শ্বশুর মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত পত্র এই রহিয়াছে, দেখিলেই জানিতে পারিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের নিমিত্ত তোমাকে ডাকিয়াছিলাম। এই বলিয়া উমাপতি নবকুমারের হস্তে এক খানি পত্র দিলেন। নবকুমার তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,—

শ্রীচরণেষু—

প্রণামান্তে নিবেদনমেতৎ,

সম্প্রতি আমি শঙ্কটাপন্ন পীড়িত হইয়াছি। এ ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার আশা দুরাশা। একবার অন্তিম সময়ে আপনাকে ও আপনার ভগ্নীকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব যদি বিশেষ অসুবিধা না হয় তাহা হইলে পত্র পাঠ মাত্র আপনারা উভয়ে আসিয়া একবার দেখা দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। আর কি বলিব। অতি কষ্টে লিপি সমাধা করিলাম। ইতি তারিখ ২৭ শে চৈত্র।"

পত্র পড়িয়া নবকুমারের চক্ষে জল থাকিল না। যখন পত্র অধীত হয়, তখন শ্যামা অন্তরাল হইতে সমস্ত শুনিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে কাঁদিতেছেন না। তাঁহার অন্তরের এখন যে অবস্থা, সে অবস্থায় রোদন আসে না। যখন অসহ্য মানসিক ক্লেশ ঈষৎ শিথিল হয়, তখনই রোদনের সময়। শ্যামার হৃদয়ে এখন যে যন্ত্রণা হইতেছে তাহা কাঁদাইবার নহে। ইতিপূর্ব্বে প্রথমে উমাপতির মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি একবার কাঁদিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার চক্ষু এক্ষণে প্রস্ফুটিত জবা কুসুমের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

উমাপতি কহিলেন,—

"ভাই কাতর হইও না। স্থির হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ কর।"

নবকুমার কহিলেন,—"যাওয়া স্থির করিতে হইতেছে।"

উমা। "আমি বলি অদ্য আহারাদির পর তোমরা নবদ্বীপ যাত্রা কর।"

নব। "হাঁ, সেই ভাল। এক্ষণে নৌকা স্থির করা আবশ্যক।"

উমা। "আমি নৌকা স্থির করিয়া আসিতেছি। তোমরা অবিলম্বে আহারাদি শেষ করিয়া লও।"

উমাপতি প্রস্থান করিলেন। নবকুমার ও শ্যামা সত্বর প্রস্তুত হইলেন।

অনতিবিলম্বে উমাপতি নৌকা স্থির করিয়া আসিলেন। নবকুমার ও শ্যামা যাত্রা করিলেন। উমাপতি নৌকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। উমাপতি কহিলেন,—

নবকুমার! শীঘ্র সংবাদ পাই যেন।"

"তাহা পাইবে।" এই বলিয়া নবকুমার উমাপতির নিকটস্থ হইয়া তাঁহার কাণে কাণে কহিলেন,—

"যদি পার তবে একবার পদ্মাবতীকে এ সংবাদটী দিও।"

উমাপতি স্বীকার করিলেন। নবকুমার, শ্যামা, এক জন চাকর, নবদ্বীপ হইতে আগত ব্যক্তি এবং এক জন দাসী নৌকায় উঠিলেন। নৌকা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিল।

আমরা এই সময়ে পাঠক মহাশয়কে শ্যামাসুন্দরীর শ্বশুরালয় সম্বন্ধীয় দুই একটা কথা বলিয়া রাখি। শ্যামার যখন নয়বৎসর বয়ঃক্রম তখন নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মথুরানাথ তৎকালে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক মাত্র ছিলেন। মথুরানাথের পিতা অত্যন্ত কুলাভিমানী। তিনি শ্যামার সহিত বিবাহের পর মথুরানাথের ক্রমান্বয়ে আবার দুইটী বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্যামা সম্পন্নলোকের দুহিতা, তাঁহার অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হইবে না, একথা মথুরানাথের পিতা জানিতেন। সুতরাং তিনি শ্যামাকে স্বগৃহে আনেন নাই। মধ্যে মধ্যে মথুরানাথ সপ্তগ্রামে শ্বশুরগৃহে আসিতেন। মথুরানাথের অপর দুই পত্নী মথুরানাথের গৃহেই থাকিতেন। এই দুই রমণীর স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবাপন্ন ছিল। তাহাতে আবার সপত্নী সম্পর্ক। সুতরাং তাঁহারা যে সর্ব্বদা কলহ বিদ্বেষে কাল যাপন করিতেন

তাহা বলা বাহুল্য। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল মথুরানাথের মধ্যমা স্ত্রী পরলোক গতা হইয়া, সপত্নী যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিয়াছেন। মথুরানাথের তৃতীয়া স্ত্রীর নাম কুমুদিনী। কুমুদিনী দেখিতে অতি সুন্দরী। এক্ষণে তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ হইবে। তাঁহার অনেক গুলি গুণ ছিল। কিন্তু যে সকল গুণে শ্যামার অন্তর শোভিত ছিল, তাহাদের সহিত তুলনায় কুমুদিনীর গুণ সকল নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে। মথুরানাথ শ্যামার সৌন্দর্য্য কখন বিস্মৃত হন নাই। তিনি তাদৃশ ধনী ছিলেন না; এবং পিতার অমতেও কখন কোন কর্ম্ম করেন নাই। এজন্য তিনি সর্ব্বদা শ্যামাকে দেখিতে পাইতেন না। যে বৎসর তাঁহার মধ্যমা স্ত্রীর বিয়োগ হয়, সেই বৎসরেই তাঁহার পিতা গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরই মথুরানাথের এমন কতকগুলি বিপৎপাত হয় যে তিনি এ পর্য্যন্ত শ্যামার দর্শন লাভে বঞ্চিত ছিলেন। সম্প্রতি রুগ্ন-শয্যায় পতিত হইয়া তিনি শ্যামাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

এতদ্ভিন্ন মথুরানাথের সংসারে তাঁহার বিধবা মাতা ছিলেন। তিনি একবার মাত্র প্রথমা পুত্রবধূ শ্যামাকে দেখিয়াছিলেন; তখন শ্যামা বালিকা। নবকুমার সময়ে সময়ে দুই একবার নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন। মথুরানাথের মাতা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

মথুরানাথ স্বয়ং অতি সুপুরুষ ছিলেন: তিনি বিদ্যার সুমিষ্ট আস্বাদ বিশেষরূপ জানিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সুরসিক ছিলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

মৃণ্ময়ী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজন বনে।

"হেরিনু সুন্দরী
শাশারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী,
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা; ঝর ঝর ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তাফল খসি!"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

যে সময়ের ঘটনা সকল এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইতেছে সে সময়ে সপ্তগ্রামের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে গোপালপুর নামে একটী গ্রাম ছিল। গ্রামটীতে অত্যন্ত বন। তথায় লোকের বাস অতি অল্প। পথ ঘাট ভাল নয়। গোপালপুরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে একটী নিবিড় বন ছিল। সে বনে দিবসেও মনুষ্য প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইত। এই বনের পার্শ্ব দিয়া গ্রামে গমনাগমনের একটী পথ ছিল। সেই—দস্যু, হিংস্র জন্তু প্রভৃতি

নানাবিধ ভয়সংকুল পথে পান্থগণ সহজে পদার্পণ করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অথবা অনেকে একত্র দলবদ্ধ থাকিলে সে পথ দিয়া যাতায়াত করিত।

বেলা নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন, পক্ষীগণ নানা দেশ হইতে উদরপূর্ণ করিয়া আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কুলায়ে আশ্রয় লইতেছে। হঠাৎ গ্রামমধ্যে কতকগুলি কুক্কুর এককালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। তাহাদের রব প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে অরণ্য পর্য্যন্ত আসিল। একজন নিশ্চিন্ত ও সদানন্দ কৃষক স্বীয় গাভী সকল বাটী লইয়া যাইতে যাইতে, মনের সুখে রাধা শ্যামের প্রেম-ব্যঞ্জক গীতি গাইতেছে। তাহার সেই উচ্চরবে বন আমোদিত হইতেছে। বনের অনতিদূরে একটী পথহারা দলভ্রষ্টা গাভী শঙ্কিত নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি দিতেছে। যাহার গাভী হারাইয়াছে সে অরণ্যের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া "শুকি! শুকি!" বলিয়া চীৎকার করিল। পালক-কণ্ঠনিঃসৃত পরিচিত স্বর শুকির কর্ণে প্রবেশ করিল; সে হম্বা রবে সেই দিকে ছুটিল। একটী ঝোপের পার্শ্বে একটী শৃগাল বসিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিক্ দেখিতেছে এবং সময়ে সময়ে মক্ষিকা ও মশার দংশন নিবারণ জন্য পুচ্ছ নাড়িতেছে, পদ দ্বারা গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে অথবা দংষ্ট্রা দ্বারা স্বীয় শরীরের স্থান বিশেষ দংশন করিতেছে। সহসা একটী নকুল ডাকিতে ডাকিতে পথের এক সীমা হইতে অপর সীমায় গমন করিল। ফলতঃ এই সময়ে এই বনের প্রকৃতি দর্শন করিলে মনে প্রীতি ও ভয় এই দুইটী নিতান্ত বিরোধী ভাব এককালে সঞ্চারিত হয়।

এইরূপ সময়ে এই পথে একটী যুবক গমন করিতেছেন দেখা

গেল। এমন সময়ে এই বিপদ সঙ্কুল পথে একাকী যুবক কে যাইতেছেন? যে পথ মনুষ্য সমাগম বিরহে প্রায়শঃ শষ্পাদিবৃত হইয়াছে, সে পথে সন্ধ্যা সময়ে একাকী মনুষ্য! যুবক দ্রুত-পাদ-বিক্ষেপে গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছেন। কিছুতেই তাঁহার লক্ষ্য নাই। সহসা তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কর্ণে একটী শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল,—সেই শব্দ পুনরায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। অনতি বিলম্বে, ভীতি সম্বলিত রোদন ধ্বনি তাঁহার কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিল। শব্দ রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত বলিয়া বোধ হইল। যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই ভয়াবহ, বিপদাবৃত ঘোর বনে, কোন অবলা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া রোদন করিতেছে—কে তাহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? যুবক শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলেন, ততই সেই অগোচরা রমণীর হৃদয় ভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুবক বেগে চলিতে লাগিলেন। লতিকার তাঁহার চরণ বদ্ধ হইতে লাগিল, তিনি তাহা সজোরে ছিন্ন করিতে লাগিলেন; কণ্টকে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ক্ষণ বিলম্বে যুবক উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় যে ভয়ানক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি দেখিলেন—এক ভীষণ-দর্শন মনুষ্য ভয়চকিতা ও রোরুদ্যমানা এক সুন্দরী যুবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া, বল প্রয়োগ করিতেছে। তরুণী কাঁদিতে কাঁদিতে [illegible] চের পদতলে পতিত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ রোদনে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পামর তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যুবতীকে যেরূপ ভাবে আকর্ষণ করিতেছে [illegible] সেরূপ

অথচ প্রস্তাবে যুবতীর সম্মতি পাইবার নিমিত্ত বিবিধ লোভজনক কথা বলিতেছে, তাহা শুনিলে স্নিগ্ধ শোণিতও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। রমণীর বিবিধ কাকুতি-মিনতি কিছুই পামরের হৃদয়ে স্থান পাইল না। নরাধম দেখিল তরুণীর চীৎকারের শব্দ বন্ধ করিতে না পারিলে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। এই বিবেচনায় দুর্বৃত্ত সুন্দরীর মুখ বাঁধিতে চেষ্টা করিল। যুবক আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হস্তে এক যষ্টি ছিল। এই প্রহরণ মাত্র সম্বলে তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং দুরাত্মা সতর্ক হইতে না হইতেই তাহার শির লক্ষ্য করিয়া যষ্টি দ্বারা ভীষণ প্রহার করিলেন। আঘাতে যষ্টি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। পামর অত্যন্ত আঘাত পাইল। সে বাত্যাহত হইয়া বসিয়া পড়িল। যুবক তাহাকে চিন্তা করিতে সময় না দিয়া তাহার দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে শায়িত করিলেন ও তাহার বক্ষে জানু দিয়া উপবেশন করিলেন। পামর স্বীয় রক্ত বর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে দৃষ্টির প্রত্যেক কণিকায় প্রবল বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা কামনা প্রকাশিত হইতেছে। যুবক তাহাতে কাতর হইলেন না। তাঁহা, সঙ্কুচিতা, সুন্দরীকে বিপন্মুক্ত করা হইল, ইহাতেই তাঁহার অপার আনন্দ হইল।

সুন্দরী তরুণী এখনও অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছেন। যুবক তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যুবতী অমনি মস্তক অবনত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যুবক দেখিলেন রমণী অসামান্যা সুন্দরী, যৌবনোন্মুখী বালিকা। যুবতীর অসামান্য সৌন্দর্য্য যুবক হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—

"তোমার আর ভয় কি? এখনও কাঁদিতেছ কেন? যদি

আপত্তি না থাকে আমাকে তোমার পরিচয় দেও; আমি তোমাকে নিরাপদে গৃহে রাখিয়া আসিতেছি।"

এই সময় সুসময় বোধে দুরাত্মা যুবকের ভীষণ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। যুবক বজ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

"দুর্ব্বৃত্ত স্থির থাক্, নচেৎ এখনি তোর জঘন্য জীবন যমালয়ে পাঠাইয়া, জগতের পাপ ভার লাঘব করিতে সঙ্কোচ করিব না।"

এই বলিয়া যুবক প্রথমে তাহার পদদ্বয় দৃঢ় বদ্ধ করিলেন; পরে তাহার হস্তদ্বয় বাঁধিয়া নিকটস্থ একটী বৃক্ষ তাহার শরীর দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং পামরের হস্ত পদ এক স্থানে করিয়া অতি কঠিনরূপে বন্ধন করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"আমি তোর অপকৃষ্ট জীবন বধ করিয়া আমার আত্মাকে কলুষিত করিতে চাই না। অন্য উপায়ে তোর ঘৃণিত প্রাণের শেষ হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোকে আমি যে অবস্থায় রাখিয়া চলিলাম, বিধাতা যদি তোর প্রতি নিতান্ত অনুকূল হন তবেই তুই নিস্তার পাইবি। নচেৎ এই তোর জীবনের শেষ মনে কর্।"

তরুণী এই সময় যুবকের মনোহর, সম্পূর্ণ ও সুগঠিত কান্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। উপকারকের ছায়া হৃদয় পটে সুন্দররূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্তই হউক, সেরূপ রূপ কখন নয়নগোচর করেন নাই বলিয়াই হউক, অথবা উপকারকের প্রতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভক্তি জন্মে বলিয়াই হউক; সেই যুবতী নয়নানন্দ মূর্ত্তি হইতে দৃষ্টি অপসৃত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এই সময় যুবক পাপিষ্ঠকে বন্ধন করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত মনে যুবতীর নিকট আগমন করিলেন। অমনি রমণী লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। আবার

তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আবার তিনি শিহরিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন,—

"ভয়ের কারণ সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে। আর ভয় কি?"

যুবতী উত্তর করিলেন না। যুবক পুনরপি যুবতীর পরিচয় ও এতৎ ঘটনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন। যুবতী অতি সংক্ষেপে ধীরে ধীরে মধুর, কম্পিত ও ভয় বিকম্পিত স্বরে এতদ্ঘটনার বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেন।

যুবক শিহরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"এক্ষণে কোথায় রাখিয়া আসিলে তুমি নির্ব্বিঘ্ন হইবে?"

যুবতী বলিলেন,—"গোপালপুরে আমাদের বাটী।"

যুবক।—"গোপালপুরে! সেখানে তো আমি সর্ব্বদা আসিয়া থাকি। তোমার পিতার নাম শুনিতে পাই কি?"

যুবতী। "কালিদাস ভট্টাচার্য্য।"

যুবক শিহরিয়া উঠিলেন এবং সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"বিধাতাকে ধন্যবাদ, ভাগ্যে আমি সময় মত উপস্থিত হইয়াছিলাম, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি বিশেষ জ্ঞাত আছি। তুমি তাঁহার কন্যা! তোমাকে ত কখন দেখি নাই।"

আকাশ-মার্গ ভেদ করিয়া দ্বিজরাজ এক্ষণে স্বীয় হৈম রথ চালনা করিতেছেন। তারাগণ যেন পতি বিরহে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া, 'তুমি কোথা যাও'—'তুমি কোথা যাও' বলিয়া রথের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। পৃথিবী হাস্যময়ী। সর্ব্বত্র আলোকময়। বিহঙ্গমগণ সময়ে সময়ে ঝঙ্কার দিতেছে। বোধ হয় রজনীর এতাদৃশ শুভ্রতা দর্শনে তাহাদের দিবাভ্রম জন্মিয়াছে, অথবা অরুণ সহ ঊষা সমাগতা ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে।

যুবক কহিলেন,—

"আর বিলম্বে আবশ্যক নাই। ক্রমে অধিক রাত্রি হইতেছে। চল তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পৌঁছিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

যুবতী এ প্রস্তাবে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

যুবক অগ্রসর হইলেন। যুবতী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা নিবিড় বনে লুকাইয়া গেলেন।

এ যুবা কে পাঠক মহাশয়েরা তাহা বুঝিয়াছেন কি? এ যুবা আমাদের পরিচিত—উমাপতি।

গোপালপুরে উমাপতির মাতুলালয়, এজন্য তিনি সর্ব্বদা তথায় যাইতেন। কোন বিশেষ কার্য্য তাঁহার অদ্য এই অসময়ে এপথ দিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিবার কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আলয়ে।

"আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥"

চণ্ডীদাস।

গোপালপুর নিস্তব্ধ। মানবগণ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লভিবার চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। গ্রামের মধ্যস্থলে একটী গৃহ দৃষ্ট হয়। সেই গৃহের লোক সকল কেবল ঘুমায় নাই। যুবতী দেখিলেন তাহা সম্পূর্ণ

লোকের গৃহ বলিয়া অনুমিত হওয়া অসম্ভব। একতল, কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। গৃহে দুইটী মাত্র প্রকোষ্ঠ। সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গন নিতান্ত বিস্তৃত নহে, তাহার অপর পার্শ্বে একখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। ভবনের এক প্রকোষ্ঠে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে; সেই দীপালোকে বসিয়া দুই জন লোক কথা কহিতেছে ও কাঁদিতেছে। ইহার এক জন পুরুষ ও অপরা নারী। পুরুষের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বর্ষ হইবে। দ্বিতীয়া তাঁহারই স্ত্রী। তাঁহার বয়স চল্লিশ বর্ষের ন্যূন নহে। বৃদ্ধ কহিলেন,—

"আমি আর কি করিব বল? আমার যথাসাধ্য আমি তো সন্ধানে ত্রুটী করিলাম না। এখন বিধাতার ইচ্ছা। একে রাত্রি কাল, তাহাতে দারুণ অন্ধকার, আমি এখন যাই কোথায়? আমি গিয়াই বা কি করিব, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিই বা কেমন করে? হরিহরের কত লোক সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাদের অপেক্ষা আমি কি অধিক সন্ধান করিতে পারিব? তা বলিয়া ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। ভগবান্! আমার কপালে এত দুঃখ লিখেছিলেন। যাই আবার যাই।"

বৃদ্ধা কহিলেন,—"না। তুমি গিয়া আর কি করিবে? দেখ, আর একটু অপেক্ষা কর। আমি এখন ভাবিতেছি যে আর কিছু নয়। যা অদৃষ্টে হবার তাতো হলোই। এখন কালি সকালে লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?"

বৃদ্ধ কহিলেন,—

"ভগবান্! সকলই তোমার ইচ্ছা! দশাক্রান্ত হইলাম, পৈতৃক স্থান ভ্রষ্ট হইলাম, একটী কন্যা হীন হইলাম। সব হয়ে, সব সয়ে, একটী কন্যা নিয়ে, এই স্থানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করিতেছি এত ভগবান্ তোমার প্রাণে সহিল না? এ চিরদুঃখীকে কষ্ট দিতে

তোমার এত আনন্দ। সেও তাতে ক্ষতি নাই। আমাকে দেও' আমি অনেক সহিয়াছি অনেক সহিতে পারি—কিন্তু বাছা আমার কখন ক্লেশের বার্ত্তা জানে না, তাকে এত ক্লেশ দেওয়া দয়াময় তোমার কি উচিত? তোমার কর্ম্ম তুমিই জান! আহা! সে কত কাঁদিতেছে।”—

এই সময় তাঁহাদের পৃষ্ঠের পশ্চাতে মনুষ্যের পদশব্দ হইল। উভয়ে সচকিত নয়নে তখন সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটী অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি প্রবেশ করিতে দেখিলেন। উভয়ে দ্রুত পদ বিক্ষেপে সে দিকে ধাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

“কেও মুক্তকেশী?”

এ প্রশ্নের উত্তর বলো হইল না। মুক্তকেশী মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া মাতার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া ইহার উত্তর সমাধান করিলেন। হারা কন্যা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ায়, এবং মুক্তকেশী পুনরায় পিতৃ মাতৃ ক্রোড়ে মিলিত হওয়ায়, যে অপার আনন্দ জন্মিল, তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহারা সকলে কতক্ষণ সেই স্থানে থাকিয়া পরস্পর ক্রমে শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মুক্তকেশী কহিলেন,—

“বাবা! ইনিই আজ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।”

এই বলিয়া উমাপতিকে দেখাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ কালিদাস ভট্টাচার্য্য উমাপতিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—এবং সানন্দে কহিলেন,—

“কেও উমাপতি না?” উমাপতি ‘হাঁ’ বলিয়া উত্তর দিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন ‘উমাপতি! এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম তোমাকে লক্ষ্যই করি নাই। তুমি কিছু মনে করিও না বাপু।”

এই বলিয়া ব্রাহ্মণীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"তুমি ইঁহাকে জাননা। ইনি আমাদের পর নহেন। ইনি হরিহরের ভাগিনেয়।"

উমাপতি কহিলেন,—"আমি এক্ষণে বিদায় হই। রাত্রি অধিক হইয়াছে। মাতুল মহাশয়ের নিকট বিশেষ আবশ্যক আছে।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"উমাপতি রাত্রি অনেক হইয়াছে, আজ এখানে থাকিলে ক্ষতি কি! আমাদের অদ্য যে আনন্দ জন্মিয়াছে তাহার তুমিই কারণ। অতএব তোমার সহিত অধিক ক্ষণ থাকিয়া এই বিষয়ের কথোপকথন করিলে, এই আনন্দ আরও বাড়িবে।"

উমাপতি একটু চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। তিনি একটী বিশেষ প্রয়োজনে পড়িয়া মাতুল সমীপে আসিতেছিলেন—পথে এই বিপদ। বিশেষ আবশ্যক না হইলে তিনি কখন একাকী, অসময়ে, সেই জনহীন পথে আসিতেন না। সুতরাং তাঁহার এখানে রাত্রি যাপন করিয়া কার্য্য হানি করা অবিধেয়। ইহা উমাপতি বুঝিলেন, আবার ভাবিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশী দর্শনে অথবা তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া যতটুকু সময় অতি-বাহিত হয় সে টুকু পরম সুখময়। সে সুখের আশা ত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে, উমাপতি মুক্তকেশীর বদন প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন মুক্তকেশী একদৃষ্টে তাঁহাকেই দেখিতেছেন। উমাপতির বোধ হইল যেন সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ ও মায়া মাখা রহিয়াছে। উমাপতি সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, এখন অতি সামান্য বোধ হইতে লাগিল। সে স্থানের পরিবর্ত্তে যদি কেহ তাঁহাকে অসীম স্বর্ণ রাজ্যের অক্ষয় সিংহাসন দিতে প্রস্তুত

হয়, তাহাও উমাপতি গ্রহণ করেন বিনা সন্দেহ। স্থির নিশ্চয় করিয়া উমাপতি কহিলেন,—

"তাহাই হউক। অদ্য এখানেই থাকিলাম।"

উমাপতি আবার মুক্তকেশীর নিষ্কলঙ্ক মুখ চন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন তাহা আনন্দে হাসিতেছে। তাঁহার মনশ্চক্ষু কল্পনাবলে মুক্তকেশীর বদনের নানাবিধ ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রান্ত উমাপতি কল্পনা দৃষ্ট অবাস্তব ও অপ্রকৃত ঘটনা সত্য বলিয়া মনে করিয়া সুখী হইলেন।

বৃদ্ধ সানন্দে উমাপতির হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। মুক্তকেশী ও তাঁহার মাতা অনুসরণ করিলেন। বৃদ্ধ সকলকে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন করিলেন। মুক্তা ও তাঁহার জননী একত্রে উপবেশন করিলেন। মুক্তা মাতৃস্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। তিনি এখনও সময়ে সময়ে চমকিতা ও কম্পমানা হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা বস্ত্রাঞ্চলে দুহিতার নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার কটি বেষ্টন করিয়া বসিলেন।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"আর ভয় কি মা? বল দেখি কি হইয়াছিল।"

উমাপতি কহিলেন,—"সে সমস্ত আমি সংক্ষেপে শুনিয়াছি; বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমারও কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

মুক্তকেশী উমাপতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমনি অবনত-মুখী হইয়া রোদন ও ভয় বিকলিত স্বরে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। সে অনেক কথা। আমরা সংক্ষেপে তাহা পাঠক মহাশয়কে জ্ঞাত করাইব।

বৈকালে প্রত্যহ যেরূপ মুক্তকেশী গাত্রধৌত করিবার নিমিত্ত

তাঁহাদের আলয় সন্নিহিত সরোবরে গিয়া থাকেন, অদ্যও সেইরূপ গিয়াছিলেন। অন্য দিন তাঁহার মাতা সঙ্গে থাকেন। অদ্য বিশেষ কার্য্যহেতু তিনি যাইতে পারেন নাই। প্রতিবাসী কেহ না কেহ তথায় প্রায়ই উপস্থিত থাকে। অদ্য তাহাও ছিল না। মুক্তকেশী একা ব্যস্ততা সহকারে গাত্রধৌত করিতেছিলেন। অবিলম্বে কার্য্য সমাপ্ত করত, সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিলেন—এমন সময় সহসা সন্নিহিত ক্ষুদ্র বন হইতে এক ব্যক্তি অতর্কিত ভাবে আসিয়া একেবারে মুক্তকেশীর হস্ত ধারণ করিল। বালিকা তাহাকে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। তাহার কৃষ্ণকায়, পরুষাকার, রক্ত চক্ষু, তাম্রবর্ণকেশ এবং বীভৎস আকৃতি দর্শনে মুক্তা জ্ঞানহীনা প্রায় হইলেন। পলায়ন করা অসাধ্য। তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে হস্ত মুক্ত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করা কখনই তাঁহার ন্যায় কোমলাঙ্গী বালিকার সাধ্য নহে। তিনি রোদন করিবেন কি চীৎকার করিবেন, কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে তজ্জন্য ব্যস্ত হইতেও হইল না। অবিলম্বে দুর্বৃত্ত তাঁহার মুখ বাঁধিয়া বাক্য কথনের শক্তি হরণ করিল। মুক্তকেশী অজ্ঞান হইলেন। পরে দুরাচার তাঁহাকে পূর্ব্ব কথিত অরণ্যে বহন করিয়া লইয়া গেল। তথায় গিয়া মুক্তার বন্ধন মোচন করিল। তিনি তখনও অজ্ঞান। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তাঁহাকে তদবস্থায় রাখিয়া সে ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইয়াছিল। অধুনা তাঁহার জ্ঞানোদয় দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মুক্তকেশী কাঁদিতে লাগিলেন। সে আরও হাসিতে লাগিল। মুক্তকেশী বলিলেন,—

"আমার মা বাপ আমারে এতক্ষণ না দেখিয়া কত কাঁদিতেছেন, আমার জন্য তাঁরা কত খুঁজিতেছেন। আমি তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দেও। আমাকে পথ দেখিয়ে দেও আমি

বাড়ী যাই; আমার বাপ মার আর কেহ নাই।”—সে এসকল কোন কথা কাণে করিল না। বরং এ কথায় উপহাস করিতে লাগিল। আবার মুক্তকেশীর হাত ধরিল। মুক্তা তার পায় পড়িতে লাগিলেন। সে কিছুই লক্ষ্য বা কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া মুক্তকেশীকে কত লোভ দেখাইতে লাগিল এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া বল প্রয়োগের উদ্যম করিল। মুক্তকেশী অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুষ্ট দেখিল রোদনের পথ বন্ধ না করিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিঘ্ন জন্মিতে পারে। এই বিবেচনায় সে পুনরায় রোদন নিবারণ করিবার নিমিত্ত মুক্তকেশীর মুখ বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিধাতা মুক্তকেশীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন তথায় উমাপতিকে উপস্থিত করিলেন। অবশিষ্ট ঘটনা পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—

“জগদম্বে, তুমি সকলি করিতে পার! উমাপতি! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কমলার অনুগ্রহে তোমার কিছুরই অভাব নাই। প্রার্থনা করি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহ কর। অদ্য তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ ইহা জন্মান্তরেও শুধিবার নহে। আমি তোমার মাতুলের আশ্রিত। সুতরাং আমি তোমার পর নহি। তার পর কি হইল তুমি তাহা জ্ঞাত আছ,—বল।”

উমাপতি মুক্তকেশী বর্ণিত ঘটনার অবশিষ্টাংশ যাহা জানিতেন তাহা সমস্ত বলিলেন।

এই সকল কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে সকলে বিবিধ আনন্দ জনক বাক্যালাপ করিলেন এবং আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুখ স্বপ্ন।

"Among the [illegible] pretended arts of divination, there is none which so universally amuses as that by dreams."

Spectator.

উমাপতি দক্ষিণস্থ একটী প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শয্যার অনতিদূরে একটী ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল। নিদ্রা দেবী এখনও তাঁহার হৃদয়ে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন নাই। উমাপতি নয়ন নিমীলিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহা নিদ্রার আধিপত্যে নহে। তিনি নানা বিষয়িণী চিন্তায় নিবিষ্টমন ছিলেন। একটীর পর একটী সুখময়ী চিন্তা তাঁহার অন্তরালয়ে প্রবেশ করিতেছে এবং অতি অল্পক্ষণ তথায় অবস্থান করত, আর একটীর জন্য পথ মুক্ত রাখিয়া স্বয়ং প্রস্থান করিতেছে। সৎকার্য্য সম্পাদন করিলে মনে স্বভাবতঃ বিমল আনন্দ জন্মে। আনন্দই সুখের মূল। উমাপতি অদ্য যে সৎকার্য্য করিয়াছেন তৎপ্রভাবে তাঁহার হৃদয় এক্ষণে আনন্দে ভাসিতেছে। আনন্দ জন্য মনের স্থিরতা থাকে না। নিরানন্দে একটী চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়; কিন্তু আনন্দে সেরূপ হয় না। আনন্দে তৎসংসৃষ্ট নানাবিধ সুখময়ী চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

উমাপতি শয্যায় শয়ান হইয়া এইরূপ অসংলগ্ন যুগপৎ সমাগত চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতেছেন। নানাবিষয়িণী চিন্তার সহিত একটী মুগ্ধকরী চিন্তা তাঁহার অন্তরালকে প্রগাঢ়রূপে সমাসীন হইল। সে চিন্তাকে অন্তর হইতে অন্তরিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

তিনি সেই চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ, আনন্দ, আশা অসীম হইয়া উঠিল। একটী রমণীর চিন্তায়,—তাহারই রূপ ধ্যানে—তাহারই মনোহর স্বভাব সন্দর্শনে, উমাপতির জ্ঞান, বিদ্যা, বিবেচনা, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি প্রহরী পরিবেষ্টিত চিত্ত পরাভূত হইয়াছিল। সে রমণী মুক্তকেশী। উমাপতি মুক্তকেশীর রূপ গুণাদির বিষয় যত আন্দোলন, যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন প্রবলতর বেগে ক্রমশঃ সেই দিকে পরিধাবিত হইতে লাগিল। তাদৃশ ভূলোক-দুর্লভ রমণী চরিত্রে যে নিদারুণ অনপনেয় কলঙ্ক অঙ্ক সংলিপ্ত হইতেছিল, তিনিই তাহা মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিল না। সে জন্য তাঁহার নিরহঙ্কৃত মনে গর্ব্বের উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন মুক্তকেশীর মন কি উন্নত! তিনি দয়াময়ী দেবী! যে নরাধম তাঁহার প্রতি তাদৃশ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার উপরও মুক্তকেশীর দয়া! মুক্তকেশী সংসারের সার। তাঁহার মন মূল্যবান্ রত্ন খনি। তাঁহার দেহ সৌন্দর্য্যের নিকেতন। তিনি কামিনী-কুল-কমলিনী। এত শোভা, একাধারে এত গুণ, এত পবিত্রতা—উমাপতি আর কখন দেখেন নাই। মুক্তকেশীর সমস্তই তিনি আশ্চর্য্য ভাবিতে লাগিলেন। যে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তকেশী রত্নকে দর্শন করে নাই তাহার জন্মই বৃথা। সে সংসারের কি দেখিয়াছে? কিছুই না। সংসারে কি আর রূপবতী রমণী নাই? থাকিতে পারে। সংসারে কি আর গুণবতী কামিনী নাই? থাকিতে পারে। কিন্তু মুক্তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা রমণী আছে কি না এ বিষয়ে উমাপতির সন্দেহ জন্মিল।

উমাপতি এই চিন্তায় এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে তিনি দেখিতে লাগিলেন—মুক্তকেশী ব্রীড়াবনত বদনে তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তিনি যেন শুনিতে লাগিলেন—মুক্তকেশী তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মধুর হাস্য সহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। ইত্যাদি বিবিধ বিষয় ধ্যান করিতে করিতে উমাপতি নিদ্রার কোমল আশ্রয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। নিদ্রাগমে তিনি মুক্তকেশীর চিন্তা হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। নিদ্রিতাবস্থায় উমাপতি মুক্তকেশী সংক্রান্ত সুখময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—যেন তিনি কোন পরম রমণীয় গিরিকন্দরে উপবিষ্ট আছেন। তথায় সুস্বরে মলয় মারুত প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে নির্ঝরিণী সকল প্রপাত পরম্পরায় নিপতিত হইয়া ঘোর গম্ভীর শব্দ সমুৎপন্ন করিতে করিতে নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে এবং বায়ুকে বারিকণিকা সম্পৃক্ত করিয়া শীতলতা প্রদান করিতেছে। যথায় তিনি উপবেশন করিয়াছিলেন সে স্থান শ্যামল, সমশীর্ষ, নবদূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন। সম্মুখে একটী গিরিনিঃসৃতা সঙ্কীর্ণা প্রবাহিনী পন্নগা সদৃশ বক্র গতিতে গমন করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণদিকে গগণস্পর্শী নগরাজ অভ্রভেদী মস্তক উন্নত করিয়া বিশ্ব পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহার অপর পার্শ্বে বিবিধ বৃক্ষ লতাদি সমাবৃত অরণ্য। অরণ্যের স্থানে স্থানে লতা বল্লরী দ্বারা বদ্ধ বৃক্ষ নিচয় পরস্পর সংযত হইয়া অপূর্ব্ব মণ্ডপ সকল সৃজন করিয়াছে। তথায় নানা বর্ণ বিভূষিত কলনাদী বিহঙ্গমগণ সতত সুস্বর বর্ষণ করিতেছে। পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র অরণ্য। বহুযত্নে উদ্যানে রোপিত হইয়া যে সকল বৃক্ষ পুষ্প প্রসব করে না, তাহারাও তথায় অকাতরে বিবিধ জাতীয়, বিবিধ রাগরঞ্জিত, গন্ধময়, পুষ্প প্রদান করিতেছে। লক্ষ লক্ষ শিলীমুখ এই সকল পুষ্পজাত মধু পানাশয়ে গুঞ্জন

সহকারে তথায় বিচরণ করিতেছে। সে স্থানটী অতি রমণীয়। উমাপতির বোধ হইল সেটী স্বভাবের রমণীয়তার ভাণ্ডার। তিনি একান্ত চিত্ত হইয়া স্বভাবের সেই পরম রমণীয় শোভা সন্দর্শনে, বিপুল আনন্দ পয়োধিনীরে অভিষিক্ত হইতেছেন এবং বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া স্রষ্টার নৈপুণ্য ও কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। এই সময় তাঁহার অলক্ষিত ভাবে পশ্চাতের বন হইতে বনাধিষ্ঠাত্রী মোহিনী দেবী কুসুম সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন। তিনি মৃদু মন্দ পাদ বিক্ষেপে উমাপতি সন্নিধানে আসিয়া একক্কালে দুই হস্তে উমাপতির দুই চক্ষু আবরণ করিলেন। উমাপতি রোমাঞ্চিত হইয়া বলিলেন—"কে তুমি ?"

দেবী তাঁহার চক্ষু হইতে হস্তগ্রহণ করিয়া বলিলেন—

"ছি,—তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না !"

উমাপতি সানন্দে দেখিলেন দেবী অন্য কেহ নহেন—মুক্ত-কেশী। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—

"মুক্তকেশি ! তুমি যে এখানে ?"

মুক্ত। "উমাপতি ! তুমি যে এখানে ?"

উমা। "আমি এখানকার শোভা দেখিতে আসিয়াছি।"

মুক্ত। "তুমি এখানে আসিয়াছ, আমি তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।"

উমা। "আমি এখানে আসিয়াছি, তোমাকে কে বলিল ?"

মুক্ত। "সে বলিবার সেই বলিয়াছে।" এই বলিয়া তাঁর হৃদয় লক্ষ্য করত অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন।

উমা। "মুক্তকেশি ! তোমার এ বেশ কেন ?"

মুক্ত। "কোন্ বেশ ?"

উমা। "এই মনোহর ফুল বেশ।"

মুক্ত। "কেন—এ বেশ তুমি ভাল বাস না?"

উমা। "ভাল বাসিনে? আমি এ বেশ বড় ভাল বাসি।"

মুক্ত। "সত্য!"

উমা। "আমি তোমার নিকট মিথ্যা কহিব ইহা কি সম্ভব?" "তবে তুমি থাক। তোমারও এই বেশ হইবে—আমি তোমাকে সাজাইব।" এই বলিয়া মুক্তকেশী আবার সেই পুষ্পবনে অন্তর্হিতা হইলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর চমৎকার ভাব ও অসাধারণ সরলতা পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মুক্তকেশী বস্ত্রাঞ্চল বিবিধ মনোহর পুষ্পভারে পরিপূর্ণ করিয়া তথায় প্রত্যাগতা হইলেন; এবং সর্ব্বোপরি পুষ্প সকল রক্ষা করত কয়েকটী দ্বারা একটী উষ্ণীষ প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা উমাপতির মস্তকে দিয়া দেখিলেন যে অতি সুন্দর হইয়াছে। মুক্তকেশী আহ্লাদে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিতা হইয়া পুষ্প দ্বারা অবশিষ্ট সমস্ত ভূষণ প্রস্তুত করিলেন এবং একে একে সেই গুলি উমাপতিকে পরাইতে লাগিলেন। উমাপতি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেবীর অনুগ্রহে স্বর্গ সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মুক্তকেশী উমাপতিকে সমস্ত পুষ্পাভরণ পরিধান করাইয়া কহিলেন,—"দাঁড়াও দেখি—কেমন হইয়াছে দেখি।"

উমাপতি দাঁড়াইলেন। মুক্তকেশী দেখিলেন তাঁহার আর ফুল নাই। কহিলেন,—"আর চারিটী রাঙ্গা ফুল আনলে বেশ হইত। সাদা মালা ছড়াছির মধ্যে এক গোছি রাঙ্গা মালা দিলে খাসা দেখাত।"

ক্ষণপরে আবার কহিলেন—"ও দুঃখ রাখিব না। সাধ মিটাইব।"

এই বলিয়া নিজকণ্ঠ হইতে একগাছি রাঙ্গা মালা উন্মোচন

করিয়া তাহা উমাপতির গলদেশে অর্পণ করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন।

মুক্তকেশী কহিলেন,—

"ছি! কি করিলাম? তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই কণ্ঠে মালা দিলাম। তুমি হয়ত আমাকে চঞ্চলা মনে করিতেছ।"

উমাপতি বাক্যে উত্তর না দিয়া একটী প্রেম-পবিত্র আলিঙ্গন দ্বারা ইহার উত্তর সমাধান করিবেন মনস্থ করিলেন। তিনি যেমন তদর্থে উঠিবেন অমনি তাঁহার সুখস্বপ্নেরও অবসান হইল।

উমাপতি যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়াছিলেন তাহার দক্ষিণ দিকের বাতায়ন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। প্রাতঃকালের যে অংশে দিবারাত্রি উভয়ই সমভাগে মিশ্রিত থাকে, এক্ষণে সেই সময়। সূর্য্য আকাশে আবির্ভূত হন নাই, কিন্তু তিনি এক্ষণে যে স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন তথা হইতে তাঁহার তেজের প্রতিবিম্ব আসিয়া পূর্ব্বাকাশের নিম্নদেশকে রঞ্জিত করিতেছে। দুই একটী বায়স কুলায় ত্যাগ করিয়া প্রাচীর মস্তকে বসিয়াছে এবং এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে এক এক বার ডাকিতেছে। রন্ধন গৃহের পার্শ্বস্থ ভস্ম স্তূপে একটী কুকুর নিদ্রিত ছিল, সে এক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কট্‌ফট্‌ শব্দে স্বীয় কাণ ঝাড়িতে লাগিল; দুই একটী মক্ষিকা তাহাকে বড় ত্যক্ত করিতেছিল, সে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত বদন ব্যাদান করিতে লাগিল। একটী পেচক রন্ধন শালার মস্তকে উপবিষ্ট থাকিয়া ভীত মনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিল। কি মনে হইল—সে আসন ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত আম্রবৃক্ষের শিরে গিয়া ঝুপ্‌ করিয়া উপবিষ্ট হইল। বৃক্ষের যে শাখায় সে উপবেশন করিল সেটী তাহার ভরে দুলিতে লাগিল।

মুক্ত বাতায়নপথে ঝির ঝির করিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া উমাপতির দেহ শীতল করিতেছিল; তথাপি উমাপতি ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় এইরূপ সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বিস্ময় সহকারে নয়ন উন্মীলন করিলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময় আরও পরিবর্দ্ধিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশা সুখে।

"হৃদয়ং ত্বেবজানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্।"

উত্তররাম চরিতম্।

উমাপতি নিদ্রা ভঙ্গ সহকারে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সুন্দরী মুক্তকেশী মুক্ত বাতায়নের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উমাপতিকে দেখিতেছেন। তিনি যেই চক্ষু মেলিলেন অমনি মুক্তকেশীর চারু-বদন দেখিতে পাইলেন। তিনি সে দর্শনকে প্রকৃত বিবেচনা করিতে সাহস করিলেন না। ভাবিলেন যে এখনও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। অবিলম্বে সন্দেহ তিরোহিত হইল। দর্শন অপ্রকৃত নয় স্থির করিলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন,—

"মুক্তকেশি!"—

এই বাক্যটী উমাপতির বদন বিনির্গত হইবামাত্র মুক্তকেশী লজ্জা সহকারে অন্তর্হিতা হইলেন। মুক্তকেশী রজনীতে শয়ন

করিয়া নিদ্রাগমের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আসিল না। নিদ্রার পরিবর্ত্তে—উমাপতির সহিত একত্র অবস্থান, তাঁহার সহিত সতত সদালাপ কামনা, তাঁহার মনকে বিচলিত করিল। যে শুভক্ষণে উমাপতি বিজন অরণ্যে উপস্থিত হইয়া বিপন্না মুক্তকেশীর লুপ্তপ্রায় সতীত্ব রত্ন উদ্ধার করিয়া তাঁহার হস্তে পুনরায় অর্পণ করিয়াছেন, সেই ক্ষণ হইতে মুক্তকেশীর সরল মনে চিন্তার অঙ্কুর পতিত হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উমাপতিগত চিত্ত হইয়াছেন। সরলা বালিকা সেই অবধি উমাপতিকৃত উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ তাঁহাকে নিজ হৃদয় দান করিয়াছেন। মুক্তকেশী ইতিপূর্ব্বে অনেক যুবক—অনেক সুন্দর সুকান্তি যুবক দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে তো কাহারও ছায়া নাই। তাহাদের দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি তো কখন ব্যাকুলা হন নাই। উমাপতির সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয় বলিয়া কি তিনি তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না? তাহা নহে। তদপেক্ষায় সুন্দর বদন তাঁহার দৃষ্টিপথে কতবার পতিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু উমাপতির বদন মধ্যে যে একটি অত্যাশ্চর্য্য সরলতা, আহ্লাদ, উৎসাহ, সহৃদয়তা, সুধীরতা ও প্রেমব্যঞ্জক রমণীয় ভাব বিরাজিত আছে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দুর্লভ। কিশোরী তাহা আর কোথায় দেখেন নাই। এই কারণেই তিনি অপ্রার্থিত জনে জীবনের সার ধন হৃদয় দান করিয়াছেন। জগতে সকলের হৃদয়ে প্রায় সমভাবে একটী নৈসর্গিক নিয়ম বর্ত্তমান আছে। তুমি যদি কাহারও উপকার কর, সে ব্যক্তি সেই স্বতঃ সঞ্জাত নিয়ম প্রভাবে তোমাকে একটু না একটু ভাল বাসিবে, তোমার নিকট অন্ততঃ কিয়ৎ-পরিমাণেও কৃতজ্ঞ থাকিবে। একারণেও তাঁহার মন তৎপ্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন মুক্তকেশীর সরল মনে

উমাপতির বদনেন্দু আবির্ভূত হওয়ার অন্য কোন কারণ কি না, তাহা, যে বিধাতা মানসিক বৃত্তি সকলের স্রষ্টা তিনিই বলিতে পারেন। ফলতঃ কতক্ষণে উমাপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে তাঁহার মধুমাখা কথা শ্রবণে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবেন, কতক্ষণে তাহার দর্শন লাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিবেন এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সে রাত্রে মুক্তকেশীর নিদ্রা আইসে নাই। অনেক রাত্রে ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রা তাঁহাকে অচেতন করিয়াছিল। যখন সে নিদ্রা শেষ হইল তখন তিনি দেখিলেন অধিক রাত্রি নাই। এক্ষণে নিদ্রা অনাবশ্যক ও অসম্ভব। শয়ন করিয়া না থাকিয়া মুক্তকেশী গৃহবহির্ভূতা হইলেন এবং অলিন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সীমাদ্বয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাহার পরই উমাপতির প্রকোষ্ঠের মুক্ত গবাক্ষ। মুক্তকেশী মনে ভাবেন নাই যে ভ্রমণের সীমা অতিক্রম করিয়া পদত্রয় অগ্রসর হইলেই নির্বিরোধে উমাপতির মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। সুতরাং তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। অন্যমনস্ক হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি একবার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। গমন কালে তিনি কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি মুক্তবাতায়ন পথে দৃষ্টি করিলেন। সে পথে যাহা দেখিলেন তাহাতে আর তাঁহার সে স্থান হইতে নড়িতে ইচ্ছা হইল না। তিনি নড়িলেনও না। ধীরে ধীরে বাতায়ন সান্নিহিত হইয়া তাহার লৌহদণ্ড ধারণ করিয়া একদিতে উমাপতির কমনীয় কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে উমাপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং যে মধুমাখা স্বর শুনিতে মুক্তকেশী এত ব্যাকুলা ছিলেন, সেই মধুমাখা স্বর তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিল। অমনি মুক্তকেশী অদৃশ্য হইলেন। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক সে সুখ ত্যাগ করিয়া কখনই

সে স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইতেন না, কিন্তু তাঁহার সহচরী নি আসিয়া সজোরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। তিনি অগত্যা তাহ নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

উমাপতি মুক্তকেশীর অদর্শনের পর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সত্যই মুক্তকেশী এখানে আসিয়াছিলেন। এমন সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া মুক্তকেশী কেন এখানে আসিয়াছিলেন? তিনি স্থির হইয়া এখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহার অধরপ্রান্তে আনন্দ ভাসিতেছিল। মুক্তকেশী তাঁহাকে দেখিতেছিলেন। কেন দেখিতেছিলেন? তিনি যেমন সর্ব্বদা মুক্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন মুক্তাও কি সেইরূপ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন? তাহাই হইবে! পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"স্বপ্ন যদি সত্য হইত তাহা হইলে আমি অদ্য কি সুখী!"

এই বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়ে।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

উমাপতি ক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতুলালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার একবার মুক্তকেশীকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে

লিন করিলেন—তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইলেই কি হইত? দেখিতে পাইলেও কি তিনি মুক্তার সহিত সর্ব্বক সরল ভাবে কথা কহিতে পারিতেন? না, তাহা পারিতেন না। কেন পারিতেন না? তাঁহার সহিত নির্দ্দোষ আলাপ করিবেন তাতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, দুই দিন পূর্ব্বে এরূপ হইত না। পূর্ব্বে যে উমাপতি যে মুক্তকেশী এখনো তো তাহাই রহিয়াছেন, তবে এরূপ হয় কেন? না তাঁহারা তাহাই নাই। হৃদয় লইয়া মনুষ্য। বাহ্যিক মনুষ্য নহে। তাঁহাদের হৃদয় বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে আর পূর্ব্বেকার তাঁহারা নহেন।

যাহা হউক উমাপতি মুক্তকেশীকে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন। তিনি দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র দেখিলেন মুক্তকেশী আসিতেছেন। উমাপতি সানন্দে কহিলেন,—

"মুক্তকেশি! কোথায় গিয়াছিলে?"

মুক্তা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল উত্তর দেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তিনি একবার উমাপতির কমনীয় কান্তি দেখিতে ইচ্ছা করিলেন—সে বাসনা সফল করিবার নিমিত্ত নয়ন উন্নত করিলেন, কিন্তু লজ্জা তাঁহার ঘাড় ধরিয়া চক্ষু নত করিয়া দিল। উমাপতির বদনের কিয়দংশের ছায়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে নিপতিত হইয়াছিল মাত্র, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি ভঙ্গ হইল। উমাপতি পুনরপি কহিলেন,—

"মুক্তকেশি! আমি এখন যাইতেছি।"

মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন আসিবেন?"

উমাপতি কহিলেন,—"বোধ করি বৈকালে একবার আসিব।"

"আসিবেন?"

"আসিব।—তবে যাই।"

মুক্তকেশী কোন উত্তর দিলেন না। উমাপতি আবার বলিলেন,—"মুক্তকেশি! তবে এখন আসি।"

এই বলিয়া এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুক্তকেশী ধীরে ধীরে সেই দিকে ফিরিলেন। উমাপতি একবার পশ্চাতে তাকাইলেন। অমনি মুক্তকেশীর চক্ষু অবনত হইল।

দেখিতে দেখিতে উমাপতি মুক্তার দৃষ্টি সীমা বহির্গত হইলেন। মুক্তা অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিয়া পরে ক্ষুণ্ন মনে আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনোরথে।

—— —— "এত বড় আইবুড় ঝি;
বিবাহ না দিলে পরে লোকে কবে কি॥"
গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। মুক্তকেশী একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে এক খানি পিঁড়ির উপর উপবিষ্ট হইয়া আপন মনে এক-গুচ্ছ কেশরজ্জু বিনাইতেছেন। দুই একটী বিনন ঠিক হইতেছে পরে আবার ফাঁশ ভুলিয়া যাইতেছেন। বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। তিনি আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—

"দূর হউক, আজ আর ইহা হইবে না। বৈকাল তো হইল।

উমাপতি আসিবেন বলিয়াছিলেন, এখনও আসিলেন না কেন? হয়ত আসিবেন না। কেনই বা আসিবেন?

সরলা মুক্তকেশী এইরূপে সময়ে সময়ে কেশরজ্জু বিনাইতেছেন, সময়ে সময়ে তাহা ত্যাগ করিয়া আপন মনে পাগলিনীর ন্যায় বকিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অপর ঘরে বসিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাহাই কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—"আহা! খাসা ছেলে! ছেলে তো নয় যেন কার্ত্তিক। কথাগুলিই বা কেমন মিষ্ট। আমার ইচ্ছা করে উমাপতির সঙ্গে মুক্তকেশীর বিবাহ দিই।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"নির্দ্দোষ, রূপবান, বিদ্বান, বেশ সঙ্গতি আছে; ফলতঃ যা কিছু দেখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য সে সমস্তই উমাপতিতে বিদ্যমান।"

"তুমি সে আশা ছেড়ে দেও। তেমন কপাল নয়। এত দিন দেখ্‌লে তো, কিছু জানিতে পারিলে? আর তা ভেবে বসে বসে কাজ হারালে কি হবে? এ পাত্রটী হাতছাড়া করিও না। মুক্তকেশী বিবাহের বয়স ছাড়াইয়াছে।"

মুক্তকেশী অপর প্রকোষ্ঠে বসিয়া আপন মনে আপন কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার জনক জননীর সমস্ত কথা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু তাঁহার সে দিকে মন ছিল না। "মুক্তকেশী" এই কথাটী কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহারই কথা কহিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছে জানিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। তিনি উৎকর্ণা হইয়া সে সকল শুনিতে লাগিলেন।

"সে আশা তো ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহার জন্য নয়। কথা

কি জান, আমি সমাজভ্রষ্ট হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিয়া এ বিদেশে বাস করিতেছি। এখানে আমার জ্ঞাতি, কুটুম্ব কেহ নাই। যে আমার কন্যা গ্রহণ করিবে, সে অবশ্যই আমার সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধান করিবে—ত ই গোল। এক আত্মীয় হরিহর। তাঁহার ভরসাতেই ও তাঁহার আশ্রয়েই এখানে বাস। তিনি সজ্জন। বিশেষতঃ তিনি বিশেষ জ্ঞাত আছেন যে, আমি নির্দোষ; শত্রুচক্রে পতিত হইয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। যে সকল নানা কারণে অদ্যাপি মুক্তার বিবাহ দেওয়া হয় নাই তাহা হরিহর জ্ঞাত আছেন এবং তাঁহার সম্মতি অনুসারেই এরূপ হইতেছে। মুক্তা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছে তাহা কি আমি জানিতেছি না? অন্য লোকের হইলে কত কথা হইত। কেবল হরিহরের ভয়ে আমার বিষয়ে কেহ কোন কথা কহে না। তাহা হইলে কি হয়? বয়স্থা কন্যা পাত্রস্থা না করিলে মহাপাপ হয়। কৌলিন্যের অনুরোধে দেশে মুক্তার অপেক্ষাও অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা অনেক আছে। সেই কারণে আমি অদ্যাপি লোকের নিকট নিন্দাভাজন হইতেছি না। যাহা হউক মুক্তার বিবাহ শীঘ্র দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।”

ব্রাহ্মণী।—“তুমি যে কারণ বলিলে সে কারণে হরিহরও তো উমাপতির সহিত তোমার কন্যার বিবাহে অমত করিতে পারেন?”

ব্রাহ্মণ।—“না সে বিষয়ে আমার সাহস আছে। হরিহর অস্বীকৃত হইবেন না আমি বেশ জানি। দুর্ভাগ্য বশতঃ এত দিন আমার মনে হয় নাই যে হরিহরের উপযুক্ত অবিবাহিত ভাগিনেয় আছে।”

ব্রাহ্মণী।—“অবিবাহিত জানিলে কি প্রকারে?”

ব্রাহ্মণ।—“তা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তাহার পরে বিবাহ হইলেও কখনই আমার অজ্ঞাতসারে হইত না।”

ব্রাহ্মণী।—"যাহা হউক যাহাতে এই শুভ সংঘটন হয় তাহার যত্ন কর।"

সে দিন ব্রাহ্মণ দম্পতী কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাখিলেন। মুক্তকেশী সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। তাঁহার চারু চন্দ্রাননে এক কালে হর্ষ ও লজ্জার বিভা প্রকটিত হইল। লজ্জা কেন? তাহা তিনিই জানেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে উমাপতির সহিত বিবাহ দেওয়া তাঁহার জনক জননীর অভিপ্রায়। তাঁহারা এই পরামর্শ করিলেন। আবার ভাবিলেন তাহা নহে। তাঁহারা আর কি বলিতেছিলেন আমি তাহা শুনিতে পাই নাই অথবা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। না; তাঁহাদের সমস্ত কথা আমি পরিষ্কাররূপে শুনিয়াছি। তাহাতে তো সন্দেহ নাই। আবার বালিকা ঈষৎ হাঁসিলেন। তাঁহার আনন্দ তরঙ্গে পূর্ব্বজাত সন্দেহ-বালুকা কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার মন হইতে সমস্ত চিন্তা বিদায় গ্রহণ করিল। কেবল আনন্দ, সুখময় আশা ও ভাবিবাহ কল্পনা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিল। বালিকার দৃষ্টিতে তখন সংসার সুখের আলয় বলিয়া প্রতীত হইল। সংসার স্নেহ-বিহীনা বালা সকল কার্য্যে ও সকল দিকে আনন্দ ও উজ্জ্বলতার রশ্মি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

মুক্তকেশী রজ্জু বিনাইতে মনঃসংযোগ করিলেন তাহা হইল না। তাঁহার চিত্ত এখন যে অপূর্ব্ব চিন্তায় নিযুক্ত আছে তাহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এবম্বিধ কার্য্যে সংলগ্ন করা কি তাঁহার ন্যায় অস্থির প্রকৃতি বালিকার কর্ম্ম! তিনি সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে গৃহ প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সৌকুমার্য্যে।

"কবরী ভয়ে চামর গিরিকন্দরে, মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গতি ভয়ে গজ বনবাস॥"

বিদ্যাপতি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিকস্থলে মুক্তকেশীকে সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তিনি কিরূপ সুন্দরী জানিতে সকলের মনে স্বতঃ একটী কৌতূহল জন্মে। সেই কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রকৃত পরিচয় প্রদান নিতান্ত কঠিন কার্য্য। দেশভেদে, জাতিভেদে, মনুষ্যভেদে, সৌন্দর্য্যের রুচি বিবিধ। জগতস্থ বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতি সমূহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য প্রচলিত। কোন জাতি হয় ত তুষার-ধবলাঙ্গী, তাম্র-কেশী, বিড়ালাক্ষীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। কোন জাতি হয় ত ক্ষুদ্র-পদ-শালিনী, নখর-কুলিশ-প্রহারিণী, সর্ষপ-সম-লোচনা যোষার গৌরব করেন। অপর কোন জাতি হয় ত কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলচর্ম্মা, স্থূলাধরসম্পন্না অঙ্গনার লাবণ্য অর্চ্চনা করেন। কোন জাতি বা স্বর্ণবর্ণা, স্থির-নয়না, কৃষ্ণ-কেশী রমণীর রূপে মুগ্ধ হন। কোন জাতি বা চঞ্চল-লোচনা, দ্রুত-সঞ্চার-পাদ-বিক্ষেপিণী, শুক-পক্ষী-তুল্য-নাসা-ধারিণী, কামিনীর দেহে সমধিক সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে কুত্রাপি একতা দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জগৎ দারুণ বৈষম্য পূর্ণ। সৌন্দর্য্য রুচির ভিন্নতা সহ সৌন্দর্য্য সাধক অলঙ্কারেরও ভিন্ন ভিন্ন রুচি দৃষ্ট হয়। কোন দেশে

পুষ্প বেষ্টিত ঝুঁটী নিতান্ত সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। কোথায় পক্ষী পাক চমৎকার ভূষণ বলিয়া গণ্য। কোথায় বা উল্কি দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। সৌন্দর্য্যের রুচি ভিন্ন বলিয়াই অলঙ্কার পদ্ধতিও ভিন্ন হইয়াছে। যাহা হউক ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত দেশ আছে, এত জাতি আছে, ইহারা সংসারিক বিবিধ বিষয়ে একমত কিন্তু এই সম্বন্ধে অধিক ঐক্য দৃষ্ট হয় না। দেশ ভেদের ও জাতি ভেদের কথা দূরে থাকুক—দুই জন মনুষ্যের এ বিষয়ে প্রায়ই একমত দেখা যায় না। যে কারণে গ্রন্থকার মুক্তকেশীকে সুন্দরী মনে করিয়াছেন, হয় ত সেই কারণেই কোন পাঠক মহাশয় তাঁহাকে সামান্যা ও কুৎসিতা মনে করিবেন। সুতরাং মুক্তকেশীর দেহ সাধারণ সমীপে উপস্থিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে সম্বন্ধে আর কিছু না বলি তাহা হইলেও হয় ত কোন পাঠক বলিবেন "মুক্তকেশী বিশেষ সুন্দরী নহেন; সেই জন্য গ্রন্থকার তাহা চাপিয়া রাখিলেন।" কি বিপদ! সহৃদয় পাঠক মহাশয় গ্রন্থকারের বিপদ দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন, না হাসিতেছেন? যদি হাসিয়া থাকেন তবে আর হাসিবেন না। সংসারে কেবল অদ্য এই সামান্য গ্রন্থকার এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছেন এমন নহে। পরের সন্তোষ সমুৎপাদন জন্য যাঁহারা যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তখন এরূপ বিপদে পড়িয়াছেন। ঈশ্বরানুগ্রহশালী, মহামহোপাধ্যায়, অসামান্য কবি সকলও এরূপ বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। "অন্যেপরে কা কথা"—কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস গৌরীরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়া এবং বিবিধ প্রকারে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। সে বর্ণনা সকলের সন্তোষপ্রদ হইবে, কি না হইবে, তৎপক্ষে সন্দিহান হইয়া উপসংহার কালে—

"সর্ব্বোপমা দ্রব্যসমুচ্চয়েন যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সানির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থ সৌন্দর্য্য দিদৃক্ষয়েব ॥"

এই কথা বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিয়াছেন। বিচারক্ষম বিবেচক পাঠকগণ স্থির চিত্তে দেখিবেন, তখন উক্ত কবির মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। এই জন্যই ইংলণ্ডীয় কবিচক্রবর্ত্তী সেক্সপীর লিখিয়াছেন,—

"Beauty is bought by judgment of the eye
Not uttred by base sale of chapmen's tongues."

যাহা হউক আমরা এই বিপদময় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়া কি বলিব? কোন্ সর্ব্বজন দৃষ্ট সামগ্রীর সহিত এ সুন্দরীর তুলনা করিব? একজন বর্ত্তমান যশস্বী কবি কোন সুন্দরীকে পাঠকগণের গৃহিণীর ন্যায় এবং পাঠিকাগণের দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ অতি সহজ ও সুন্দর উপায়; আমরাও তাহা করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে এক দোষ জন্মিতেছে যে, পাঠক পাঠিকা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কারণ পাঠকগণের বিবেচনায় তাঁহাদের গৃহিণীগণের এবং পাঠিকাগণের বিবেচনায় তাঁহাদের স্ব স্ব তুল্য সুন্দরী জগতে আর নাই। অধুনা বৎসরকয়েক মধ্যে দুইজন উদৃৎ সুন্দরী প্রদর্শিত হইলে তাঁহাদের সেই চির-সঞ্চিত সংস্কারের খণ্ডন করা হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের ক্ষোভ উদ্দীপন করা হয় এবং হয় ত অভিমানিনী পাঠিকাগণের বিশেষ বিরাগভাজন হইতে হয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। অন্য উপায় অনুসন্ধান করি।

কৃষ্ণনগরের রাজসভা উজ্জ্বলকারী ভারতচন্দ্র "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া বর্ণনার চরম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

আমাদের দুর্ভাগ্য; আমরা কখন লক্ষ্মী বা সরস্বতী, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পাঠক মহাশয়েরা কেহ কি দেখিয়াছেন? অসুর-নাশিনী, মহিষ-মর্দ্দিনী, দশ-ভুজার প্রতিমা পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী দর্শন করিয়াছি। যদি তাহাই কথিত লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে—তাঁহাদের উদ্দেশে নমস্কার করি কিন্তু তাঁহাদের সহিত সুন্দরীর তুলনা করিতে পারি না। অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

অন্য উপায়াভাবে আমরা এক্ষণে সোজা কথায় মুক্তকেশীকে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব।

মুক্তকেশীর বয়স অনুমান ষোড়শ বৎসর হইবে। যে বয়সে রমণী-গণ বালিকা সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করত জগতের আনন্দ বিধান করেন, মুক্তার এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। তাঁহাকে এখনও সম্পূর্ণাবয়ব, সুঘটিতা, সম্বর্দ্ধিত-দেহ-সম্পন্না বালিকা বলিলেও বলা যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য মুগ্ধকরী। প্রীতি ও আনন্দ পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নয়ন, মন, প্রাণ, দেহ সমস্তই তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করে, তথাপি এই সম্মোহিনী সৌন্দর্য্য মধ্যে এমত নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র স্বর্গীয় কমনীয়তা বিরাজ করিতেছে, যে তাহা দর্শন করিবামাত্র যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি যেন কোথায় লয় পাইয়া যায়! তাঁহাকে স্নেহ করিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার সন্তোষ সাধনার্থ জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার হিতার্থে কোন কার্য্যই দুরূহ বিবেচিত হয় না।

মুক্তার অবয়ব লজ্জায় মাখা, লজ্জা তাঁহার শরীরের সর্ব্বত্র দীপ্তিমতী রহিয়াছে। প্রীতি এবং পবিত্রতা সতত যেন তাঁহার বদনকমলে রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আপনি তাঁহাকে দর্শন করুন, তাঁহাকে আদর ও যত্নের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিবেচনা করিতে আকুল করিবেন না। সর্ব্বদা তাঁহারই নিকট থাকিতে ইচ্ছা

করিবেন। সতত তাঁহারই কার্য্যে জীবনপাত করিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কখন আপনার মনে কোন গর্হিত অভিলাষের উদ্রেক হইবে না।

এমন সৌন্দর্য্য আছে যাহা দর্শকের চিত্তকে একেবারে আক্রমণ করে ও যন্ত্রণা দেয়; দর্শনমাত্র মন উন্মত্ত হইয়া উঠে ও অদর্শনে ব্যাকুল হয়। এ সৌন্দর্য্য সেরূপ নহে। এতদ্দর্শনে দর্শক অপার আনন্দ অনুভব করেন। এই সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ে চিত্রিত হইয়া রহে। তিনি যেখানে থাকেন, যখন তাঁহার মনে ইহা সমুদিত হয়, তখনই তাঁহার আনন্দ জন্মে। ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্য্যরাশি অজ্ঞাত-সারে দর্শকের চিত্তে প্রবেশ করে তথাপি তাঁহার কষ্ট হয় না। তিনি সুখে থাকেন। মুক্তকেশীকে দর্শন করিবামাত্র সকলেরই হৃদয়ে একটী আনন্দ জন্মিত। সে আনন্দ কেন জন্মিত, অথবা তাঁহার শরীরের কোন স্থানের বিশেষ সৌন্দর্য্য দেখিয়া জন্মিত, তাহা বলা দুঃসাধ্য। তাঁহার শরীরের সর্ব্বাংশই সুকুমার। প্রতিভা ও সরলতা যুগল ভগ্নীদ্বয়ের ক্রীড়া ভূমি স্বরূপ সুচারু ললাট, ঘনকৃষ্ণ-বর্ণ বিভাসিত অংশ-নিপতিত সগুচ্ছ চিকুর দাম, কুপিত হংসীসম সুচারু চমৎকার গ্রীবা, তাঁহার অতীব শোভা সম্পাদন করিতেছে। অমল, ধবল লোচনে নিবিড় কৃষ্ণ তারা শোভা পাইতেছে; যেন বিমল জলে নীল শতদল ভাসিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় বৃহত ও সমুজ্জ্বল। তাহাতে মুক্তকেশীর পবিত্র ভাব প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার সরল দৃষ্টিতে আনন্দ উৎপন্ন হইত। পাঠক! ইচ্ছা হয় উমাপতির হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এ কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। মুক্তকেশীর ভ্রূযুগ আকর্ণ বিস্তৃত, সুবক্র এবং কেশাপেক্ষাও সমধিক কৃষ্ণ। নাসিকা সরল ও বদনোপযোগী। ওষ্ঠাধর সদা পরস্পর সংমিলিত, হাস্যময়, আনন্দোদ্দীপক। যেন নির্দ্দোষ মৃণাল বিম্ব। কর্ণ মধুবাহী

হাস্য আসিয়া উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিত, তখন তন্মধ্য দিয়া কুন্দবিনিন্দিত, সমাগ্র ও নির্ম্মল দুইশ্রেণী দন্ত দেখা দিত। তাঁহার বাহুযুগল অতীব সুকুমার। যেন নবনীত বিনির্ম্মিত। মনুষ্য শরীরে অস্থি থাকে, কিন্তু মুক্তকেশীর বাহু দেখিলে এমনি বোধ হইত যে, তাহা অস্থিবিহীন। যখন মুক্তকেশী গৃহ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ হস্ত চালনা করিতেন তখন তাহা ছিন্ন হইবে বলিয়া শঙ্কা জন্মিত, অথবা যদি তাঁহার হস্তে কোনরূপ একটু চাপ পড়িত তাহা হইলে তাহা কাটিয়া বসিবে, অথবা এককালে দলা হইয়া যাইবে বোধ হইত। মুক্তকেশীর শরীরের আয়তন কিছু দীর্ঘ ছিল। কিন্তু সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তদুপযোগী সম্বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহার দৈর্ঘ্য শোভারই কারণ হইয়াছিল। তাঁহার শরীর এরূপ পরিণত, এরূপ প্রফুল্ল, বসন্ত-জাত নব লতিকার ন্যায় এরূপ সতেজ, যে মুক্তকেশী তৎপ্রভাবে এই বয়সেই পূর্ণযুবতী।

মুক্তার কণ্ঠস্বর অতীব সুমিষ্ট। তাহা একবার শুনিলে নিরন্তর তাহাই শুনিতে ইচ্ছা জন্মিত; তাহাতেই কর্ণকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিত। যখন নিদারুণ শোক-শেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া ভয়ানক যাতনা দেয়, যখন হিংস্র প্রতিবেশীর হিংসা নিবন্ধন মানব-মন নিতান্ত বিচলিত থাকে, যখন দুরাকাঙ্ক্ষা কখন রাজসিংহাসন, কখন কুবের-ভাণ্ডার দেখাইয়া মনুষ্যকে নিতান্ত অস্থির করে, যখন নানাবিধ পার্থিব যাতনা সমবেত হইয়া মনুষ্যকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপাচরণে পরামর্শ দেয়, তখন এমন কোন কিছু আছে কি, যাহা শ্রবণে হৃদয়ের যাবতীয় যাতনা অপনীত হইয়া যায়, এক মুহূর্ত্তে সংসার সুখের আলয় বলিয়া প্রতীত হয়, সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না, সেই স্বর পুনরায় শ্রবণের নিমিত্ত মন উৎসুক হয়, এমন স্বর আছে কি? যদি মনুষ্য স্বরে সেরূপ

ক্ষমতা থাকা সম্ভব হয়, তবে মুক্তকেশীর স্বর সেই অমানুষী ক্ষমতা সম্পন্ন।

বিদুষী না হইয়াও মুক্তকেশীর মন অনেকাংশে সমুন্নত ছিল। তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভা ছিল, তৎপ্রভাবে তিনি সহজেই অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে শয্যোত্থিত হইয়া এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে,—তারা, জন্তু, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ লতাদির পরিবর্ত্তন ও প্রকৃতি দর্শনে তাঁহার আনন্দ জন্মিত। তাঁহার হৃদয় অভিমানে পূর্ণ ছিল; কখন কেহ তাঁহার উপর একটু কুপিত দৃষ্টি অর্পণ করিলে অমনি তাঁহার লোচন বিস্ফারিত হইয়া জলধারাকুল হইত। এই জন্য মুক্তকেশী জীবদ্দশায় কখন কোন গর্হিত কর্ম্ম করেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[illegible]।

> "Two of the fairest stars in all the heaven,
> Having some business, do entreat her eyes
> To twinkle in their spheres till they return."
>
> *Shakespeare. (Romeo & Juliet)*

উমাপতির মাতুল হরিহর রায় দেখিতে শ্যামবর্ণ ও দোহারা ছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক হইবে। তাঁহার মাথার চুলগুলি গোল করিয়া কাটা; বয়স ধর্ম্মে অধিকাংশই সাদা, তন্মধ্য হইতে একটী সুদীর্ঘ শিখা বিনির্গত ছিল।

তিনি বড় সাদা প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের

গুণে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। গ্রামে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভুত্ব খাটিত। কেহই তাঁহার অমতে, অথবা তাঁহার অসন্তোষজনক কোন কার্য্য করিত না। হরিহর অসঙ্গতিপন্ন ছিলেন না।

তিনি নিঃসন্তান। তাঁহার সন্তান হয় নাই এমন নহে। তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান ছিল। বড় সন্তানটীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের কিছু কাল পরে কোন কার্য্যান্তরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদেশ গমন করেন। সেই অবধি আর তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই! তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত অনুসন্ধানের ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় নাই। দারুণ শোকের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার বড় পুত্র বধূ সংসারে ছিলেন। হরিহর অগত্যা মনের বেগ সম্বরণ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রটী লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার সে সুখ ও সহ্য করিতে পারিল না। নির্ম্মম হইয়া তাঁহার অঙ্কস্থিত পুত্রকে অকালে হরণ করিল। ইহার পরে হরিহর সংসার-ত্যাগী বিরাগী প্রায় হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত বলিয়া এবং উমাপতির বিবিধ অনুরোধে তিনি আবার সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। এক্ষণে উমাপতিই তাঁহার সর্ব্বস্ব। উমাপতিকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন; তাঁহারই মুখ তাকাইয়া হরিহর সংসারে থাকিতেন, উমাপতিও তাঁহার মাতুলকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। মাসের মধ্যে প্রায় পনর দিন মাতুলালয়ে, এবং পনর দিন বাটীতে থাকিতেন। তিনি উভয় পরিবার এক স্থানে করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা অবিধেয় বিবেচনায় সম্পন্ন হয় নাই। সর্ব্বদা গোপালপুরে যাতায়াতে উমাপতি তথায় উত্তমরূপ পরিচিত ও সাধারণের স্নেহভাজন ছিলেন।

পাঁচ দিন অতীত হইল উমাপতি মাতুলালয় আসিয়াছেন।

অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে মাতুল ও ভাগিনেয় একত্রে আহার করিতে বসিয়াছেন। আহার করিতে করিতে নানাবিধ কথা হইতেছে। উমাপতি সে দিন মুক্তকেশীকে বিপন্মুক্তা করিয়া সৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাহার প্রশংসা হইল। ভট্টাচার্য্য অতি নিরীহ ও ভদ্র লোক একথা হইল। এতদিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় উমাপতির মাতুল কহিলেন,—

"তাহার বিশেষ কারণ আছে। তাহা তুমি জানিতে পারিবে।"

উমাপতি নীরব রহিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তায় আহারাদি শেষ হইয়া গেল।

বৈকালে উমাপতি ভ্রমণে নির্গত হইয়া ভট্টাচার্য্য-ভবনে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে নাই। ব্রাহ্মণপত্নী তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসিতে দিলেন। তিনি বসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন স্থির হইল না। কেন? তিনি যে উদ্দেশে, যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলেন, সেই তাঁহার হৃদয়েশ্বরী মুক্তকেশী কোথায়? তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন: তিনি যে প্রকোষ্ঠে সে দিন নিদ্রিত ছিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গ সহকারে যে বাতায়নে মুক্তকেশীর চন্দ্রানন তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছিল একণে সেই দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; দৃষ্ট বস্তু সমুদায়ের ছায়া হৃদয়ে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বদন শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল বেশ ধারণ করিল। তিনি অর্দ্ধ-মুক্ত গবাক্ষ দিয়া দুইটী বিশাল সহাস্য নয়ন দেখিতে পাইলেন। সে নয়ন দর্শনে উমাপতি বুঝিলেন যে, তাহা মুক্তকেশীরই সম্পত্তি। তিনি তন্ময় হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। যত দেখেন ততই দর্শনেচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। এই সময় উমাপতিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ব্রাহ্মণী একটু প্রয়োজন সম্পাদনে গমন করিলেন।

উমাপতি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বাতায়ন প্রতি স্থির থাকিল। নিম্নে একটী কুকুর শয়ন করিয়াছিল। সে এই সময় একবার ডাকিয়া উঠিল। উমাপতি তাহা দেখিতে একবার মুখ ফিরাইলেন। দ্রষ্টব্য দর্শন করিয়া আবার গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। দেখিলেন বাতায়ন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্য দিয়া প্রফুল্ল, হাস্যময়ী, সুন্দরী মুক্তকেশীর সম্পূর্ণ-বদন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। উমাপতি দেখিলেন বদন উচ্ছ্বাসোন্মুখী প্রবাহিনীর ন্যায় হাস্যময়ী। উমাপতি এক চিত্তে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বদন অবনত হইল। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইল না।

এই সময়ে ব্রাহ্মণী উমাপতির নিমিত্ত জল খাবার লইয়া প্রবেশ করিলেন। বাতায়ন রুদ্ধ হইল। তিনি উমাপতিকে জলখাবার দিয়া মুক্তকেশীকে সম্বোধন করিয়া জল ও তাম্বুল আনিতে আদেশ করিলেন। অনতি বিলম্বে ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা মুক্তকেশী মাতৃ-আজ্ঞা সম্পাদনে আগমন করিলেন। তিনি জল ও পান আনিয়া মাতার নিকটে দিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন, "আমি কি করিব? উমাপতিকে দেও।"

অবনতমুখী মুক্তকেশী উমাপতিকে দিবার নিমিত্ত সে সকল লইলেন। দারুণ লজ্জা জনিত সংকোচে জল সহ পান পাত্র তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পতিত হইয়া গেল। স্মিতবিকশিতাননা মুক্তকেশী সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মাতা কহিলেন,—

"আ পাগলি! এত লজ্জা কি?"

এই বলিয়া স্বয়ং উঠিয়া পুনরায় জল ও পান আনিতে গমন করিলেন। উমাপতি মুক্তকেশীর সলজ্জ মধুর ভাবটী ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণী আসিলে উমাপতি জল খাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত প্রায় দেখিয়া বাটী আসিলেন। আসিবার সময় তিনি পুনর্ব্বার মুক্তার পবিত্র মুখ দর্শন করিতে পাইলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-সম্বন্ধে।

"O, two such silver currents, when they join
Do glorify the banks that bound them in."

Shakespeare (King John.)

পরামর্শের সপ্তাহ দ্বয় পরে কালিদাস ভট্টাচার্য্য হরিহরের নিকট উমাপতি ও মুক্তকেশীর বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব করেন। উমাপতির মাতুল মহাশয় সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন; তাঁহারা সেই দিন হইতে প্রত্যেকে অপরকে বৈবাহিক বলিয়া সম্বোধন করেন। বিবাহ সংঘটনে কোন পক্ষেই কোন বাধা নাই। হরিহর সেই দিন সন্ধ্যাযোগে তাঁহার ভগ্নী উমাপতির জননীর নিকট লোক দ্বারা সমস্ত সংবাদ পাঠাইয়া সম্মতি চাহিয়াছিলেন। উমাপতির জননী অতি সরলস্বভাবা পুরন্ধ্রী। তিনি জানিতেন যে তাঁহার স্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁহার সহোদরই উমাপতির অভিভাবক; প্রকৃতপক্ষেও হরিহর সর্ব্বাংশেই উমাপতির অভিভাবক ছিলেন। এমন স্থলে উমাপতির মাতা তাঁহার সোদর প্রস্তাবিত সম্বন্ধে অসম্মতি দিবেন কেন? তিনি আনন্দে অনুমোদন করিলেন।

বিবাহ সম্বন্ধে ভাবীপুত্রবধূর স্বভাব ও সৌন্দর্য্যই তাঁহার প্রধান কামনা। হরিহর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, 'যে কন্যার সহিত উমাপতির বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে, বিবাহ হইলে দেখিতে পাইবে সেটী দেবী কি মানবী নির্ণয় করা কঠিন।' পাত্রীর কিছু বয়স হইয়াছে তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্টা ভিন্ন অসন্তুষ্টা হন নাই। কারণ তাঁহার পুত্রের যেরূপ বয়স হইয়াছে তাহাতে তদনুরূপ পুত্রবধূ হওয়াই আবশ্যক। আর তাঁহারও বার্দ্ধক্য উপস্থিত। এ সময়ে উপযুক্ত পুত্রবধূ হইলে তিনি অনেকাংশে সংসার চিন্তা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন। এই সকল বিবেচনায় তিনি সে সম্বন্ধে অনুমাত্রও আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

বিবাহ স্থির হইয়া রহিল। কোন পক্ষেই কোন গোল থাকিল না। উমাপতি সকল জানিতে পারিলেন। যে মুক্তকেশীকে তিনি আরাধ্যা দেবীর ন্যায় জ্ঞান করেন, যে মুক্তকেশীর মধুরতাপূর্ণ বাক্যসুধা পানার্থ তিনি পিপাসিত হইয়া আছেন, যে মুক্তকেশীর অনুপম সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় পটে প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে, যে মুক্তকেশীর গুণমন্ত্রে তিনি মুগ্ধ হইয়া আছেন, সেই মুক্তকেশী— সেই বহু লজ্জা, চারুহাসিনী, পবিত্রা, মুক্তকেশী অনায়াসেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া পৃথ্বীতে স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন, ইহা কি তাঁহার অতুল আনন্দের কারণ নহে? উমাপতির সুখের সীমা রহিল না। কবে সে শুভ দিন সমাগত হইবে যে দিন তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরী মুক্তাকে নির্ব্বিঘ্নে আপনার বলিয়া জীবন জুড়াইতে পারিবেন, উমাপতি সেই সর্ব্বসুখপ্রদ শুভদিন সমাগমের নিমিত্ত জলদ-বিলম্বিত জলধারাকাঙ্ক্ষী সতৃষ্ণ চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ লোকেরা চিন্তা বাত্রকেই ক্লেশের কারণ বলিয়া

নির্দ্দেশ করেন। সেটী নিতান্ত বুঝিবার ভুল। চিন্তা যে সময়ে মনের হিতকারিণী সখীর ন্যায় চিত্তবিনোদনের প্রধান সাধন হয়, এই সময় একবার উমাপতির হৃদয়স্থিত চিন্তা পর্য্যালোচনা করিলে সবিশেষ জানিতে পারা যাইবে। উমাপতি নবদ্বীপে নবকুমারের নিকট সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্যামাসুন্দরীকে সমস্ত কথা জানাইতে বলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শত্রু-হস্তে।

"Revenge is now the cud
That I do chew—I'll challenge him."

Beaumont and Fletcher.

একদিন উমাপতি সন্ধ্যার অত্যল্প কাল পরে ব্যস্ত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে মাতুলালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। সময়ে সময়ে চপলা বিদ্যুদ্দেবী পতির সহিত রঙ্গরস করিতে করিতে বিজলীর ছটা বাহির করিতেছেন। দারুণ অন্ধকারে সম্মুখের মনুষ্যও লক্ষ্য করা যাইতেছে না। পথে জন প্রাণী নাই। যাহারা বাটী ভিন্ন অন্যত্র ছিল, তাহারাও অকালে জলদোদয় লক্ষ্য করিয়া বাটী প্রত্যাগত হইয়াছে। একে দারুণ অন্ধকার তাহাতে আবার নৈদাঘ ঝটিকা। কাহার সাধ্য পথে চলে? সময়ে সময়ে বিদ্যুতালোক না থাকিলে উমাপতি কোন ক্রমেই পন্থা নির্দ্ধারণে সমর্থ হইতেন না। সেদিন

গর্জ্জন এত ভয়ানক যে প্রতিশব্দেই বোধ হইতেছে, যেন এই বার শিরে অশনি-সম্পাত হইল। ফলত ভীষণতার যত কিছু সামগ্রী আছে সকলই যেন সমবেত হইয়া এই সময়ে প্রকৃতিকে রণরঙ্গিণী বেশে সাজাইয়াছে। প্রকৃতি বিদ্যুতালোকে হাসিতেছেন কিন্তু সে হাসিতে ভয়াকুল জনগণের প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে।

যখন উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া আসেন, তখনও মেঘের এমন অবস্থা হয় নাই। দেখিতে দেখিতে মেঘের এই ভয়ানক বেশ হইল। উমাপতি দৌড়িতেছেন; আর একটী পাক অতিক্রম করিতে পারিলেই তিনি গৃহে পৌঁছিতে পারেন। ঐই স্থানে একটী ক্ষুদ্র বন ছিল। বনের পরেই একটী প্রকাণ্ড আম্র কানন। তাহার পরেই তাঁহার মাতুলের আবাস।

উমাপতি অতিশয় দ্রুতপদনিক্ষেপে চলিতেছেন। অন্ধকারে তাঁহার গতিরোধ হইতে লাগিল। বিদ্যুৎ সাহায্যে এক কালে অনেক খানি পথ দেখিয়া লইতেছেন ও আবার প্রাণপণে ছুটিতেছেন। এই টুকু পার হইতে পারিলে তিনি আশ্রয় পান ও নিশ্চিন্ত হন। এই সময় একটি ভয়ানক ঘটনা তাঁহার গতিরোধ করিল। তিনি আপন মনে দৌড়িতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখ হইতে কে কহিল, "আর যাইতে হইবে না, দাঁড়াও।" বক্তার স্বর অতি প্রচণ্ড ও কর্কশ। উমাপতি সহসা সে স্বর শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন এবং সভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "কে তুমি?" বক্তা পুনরপি পূর্ব্ববৎ ভীষণ স্বরে কহিল, "সে পরিচয় পরে হইবে, এক্ষণে কথা শুন।"

এই সময় একবার বিদ্যুৎ হইল। উমাপতি দেখিলেন অরণ্য মধ্যে যে দুরাচারের হস্ত হইতে সুকেশীকে রক্ষা করেন এবং যাহাকে একেবারে না মারিয়া একটী বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখেন—এ

সেই দুরাচার। উমাপতি চমকিলেন। তিনি দেখিলেন হতভাগা একক নহে। তাহার সঙ্গে তাহারই ন্যায় আরও পাঁচ জন সহচর আছে। তিনি বিবেচনা করিলেন তাঁহার উপর পামরের নিতান্ত ক্রোধ জন্মিয়াছে; সুতরাং সে প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। একণে পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। এই বিবেচনায় যেমন তিনি পলায়নে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। উমাপতি তাহাকে সজোরে দূর করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই সকলে আসিয়া উমাপতিকে বেষ্টন করিল। তিনি আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে সময় পাইলেন না। দুরাচারেরা তাঁহার মুখ বন্ধ করিল। তিনি বন্দী হইলেন। উমাপতি নিষ্কৃতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারা ছাড়িল না। ক্রমে তাহারা তাঁহার হস্ত পদাদি বদ্ধ করিল। উমাপতি সুতরাং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন তাহারা তাঁহার দেহ স্কন্ধে লইয়া প্রস্থান করিল।

সংসারের এই গতি। এখানে কখন কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? এই মুহূর্ত্তে যে দৃশ্য পরম প্রীতিপ্রদ ও সুন্দর দেখাইতেছে, পরক্ষণেই তাহা এমনি হইতে পারে যে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ঘৃণা জন্মে। মনুষ্য এখনই আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া আশা-হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে উন্নতি-স্রোতে বহিয়া চলিতেছে, পরক্ষণেই হয়ত কোন অদৃশ্য বিপদাবর্ত্তে পতিত হইয়া সংকটাপন্ন হইতেছে! সংসারের এই চিরন্তন নিয়ম। সংসারে কিছুই নিত্য নহে। কল্য প্রভাতে রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল রহিয়াছেন, সহসা প্রত্যুষে উঠিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজ্য-বিনিময়ে তাঁহার নিশ্চিত চতুর্দ্দশ বর্ষ বন-নির্ব্বাসন স্থির হইয়াছে! রাম রাজা না হইয়া

বনবাসী হইলেন। পূর্ণগর্ভা জানকী স্বামীর নয়নানন্দদায়িনী হইয়া পরমানন্দে সময়পাত করিতেছেন, সহসা তাঁহার অদৃষ্টের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। রাম তাঁহাকে বনবাস দিলেন। দেবশত্রু-বিজয়ী ত্রিলোকত্রাস দশানন আপনাকে অমর জ্ঞান করত স্বপ্রতিষ্ঠিত প্রভাবে যথেচ্ছাচরণ করিতেছেন, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি সবংশে রামের হস্তে বিনষ্ট হইলেন। বাসবজয়ী মেঘনাদ প্রাণোপমা পত্নী প্রমীলার নিকট হইতে রাম বিজয়ার্থ কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি জানিতেন জগতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সংস্কার বৃথা হইল। আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল না। বারণাবতস্থ অমোঘ কৌশল সম্পন্ন জতুগৃহে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা মহানন্দে মগ্ন। রাজ্য লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের এ সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। সেই পাণ্ডবদিগের হস্তেই তাঁহাদের জীবলীলার শেষ হইল। এইরূপ অনিশ্চিত অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনা সংসারে কখনই বিরল নহে। পৌরাণিক ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া দেখ, এতদ্রূপ ঘটনার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট হইবে। লাহোরপতি অনঙ্গপাল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে সাহায্য ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনিপতি দেবদ্বেষী মামুদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার জয় স্থির নিশ্চিত হইল। অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন না। জয়ের পরিবর্ত্তে অনঙ্গপাল পরাজিত হইলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সমবেত করিয়া দৃশদ্বতী নদীতীরে পটমণ্ডপ সংস্থাপন করত সগর্ব্বে বিপরীত পারস্থিত শত্রু ঘোরপতি মহম্মদকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু এ গর্ব্বের পরিণাম কি হইল? ঘোরপতি জয়লাভ করিলেন, দিল্লীশ্বর পরাজিত হইলেন। যৎকালে দুর্দ্দান্ত নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বিপক্ষ

ইংরেজ পক্ষনায়ক সুচতুর ক্লাইবের সহিত স্বীয় সমর-নায়ক মোহন লালের অসামান্য যুদ্ধ চাতুর্য্য দর্শনে পটমণ্ডপ হইতে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন এবং স্বীয় জয়ের সন্দেহ নাই দেখিয়া আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছিলেন না—এমন সময় নীচাশয়, নিস্তেজ মীরজাফরের প্ররোচনায় সেনাপতিকে রণে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন, অমনি বিপক্ষেরা সজোরে প্রত্যাবৃত্তগণকে আক্রমণ করিল। বঙ্গের সৌভাগ্যসূর্য্য সেই দিনাবধি সম্পর্কশূন্য সুদূরস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী ইংরেজ জাতির আশ্রিত হইলেন। আর সিরাজউ-দ্দৌলা এত আশা ভরসা করিয়াছিলেন তাহা কি হইল? শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। ইতিহাসে এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। কেহ কেহ বলেন যে ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বুঝিয়া চলিতে পারে তাঁহার বিপদ হয় না; আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সময়ে সময়ে এমনি দুর্জ্ঞেয় পথ অবলম্বন করিয়া বিপদ অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে যে, তাহার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করা মনুষ্য সাধ্যের অতীত।

পার্থিব পদার্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের উদর কন্দরে কি ব্যবস্থা নিহিত আছে তাহা কে জানে? তাহা জানিবার উপায় নাই এবং তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত অসম্ভব। এই সকল ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইবার পন্থা থাকিলে, সংসারে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইত। সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যাবতীয় সুব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

মৃণ্ময়ী।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পিত্রালয়ে।

"And yet a father! think, I am your child!
Turn not your eyes away—look on the kneeling;
Now curse me if you can, now spurn me off."

Congreve (The mourning Bride.)

পদ্মাবতী যখন শুনিলেন যে সহসা নবকুমার ও শ্যামা বিপদাপন্ন হইয়া নবদ্বীপ গমন করিয়াছেন তখন তিনি অত্যন্ত কাতর হইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে নবকুমারের অবর্ত্তমানে একণে সপ্তগ্রামে অবস্থান বৃথা। নবকুমারের পুনরায় সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন মধ্যে তিনি আগ্রা হইতে একটী কার্য্য সমাপন করিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। এজন্য তিনি সপ্তগ্রামের ভবনের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন।

আমরা আমাদের পুস্তকের এ অংশে পদ্মাবতীকে তাঁহার

বাবনিক নাম লুৎফউন্নিসা বলিয়া ডাকিত; লুৎফউন্নিসা পুনরায় যবন সংসর্গে চলিলেন। তখনকার লুৎফউন্নিসা ও এখনকার লুৎফউন্নিসা এতদুভয়ে প্রভেদ বিস্তর। লুৎফউন্নিসা যে সকল বিদ্যা প্রভাবে এককালে ভুবনমোহন জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে আধিপত্য করিয়াছেন, এক্ষণে সে সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় চপলতা নাই, সেরূপ অনুরাগও নাই। সে সকল ঘৃণিত মনোবৃত্তিকে তিনি স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে এক্ষণে দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন। তাঁহার মনের সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে নীতি জ্ঞানাভাবে তাঁহার হৃদয় প্রস্তরাপেক্ষাও নীরস ও শুষ্ক ছিল, এক্ষণে তাহা নীতি সুধায় অভিষিক্ত হইয়াছে। যে সকল ঘৃণিত জঘন্য মনোবৃত্তি তাঁহাকে রমণীকুলের কলঙ্ক স্বরূপ করিয়াছিল, সে সকলের পরিবর্ত্তে বিবিধ সদ্গুণ এক্ষণে তাঁহাকে পূজনীয়া দেবী স্বরূপ করিয়াছে। তিনি এতদিন অজ্ঞতা ও মোহের কারাগারে বন্দিনী ছিলেন, এক্ষণে জ্ঞান ও বিবেকের রাজ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। লুৎফউন্নিসা এতদিন ধর্ম্ম বিগর্হিত সামান্য সুখে প্রমত্তা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ধর্ম্ম-সঙ্গত পবিত্র সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন। তিনি এতদিন আপনাতে আপনি মোহিত হইতেন, এক্ষণে আপনাকে আপনি বিজাতীয় ঘৃণা করেন। তিনি এত দিন সমগ্র ভারতবর্ষকে পদতলস্থ ও বাদসাহকে কিঙ্কর করিতে অভিলাষিণী ছিলেন, এক্ষণে দরিদ্র ব্রাহ্মণের চরণাশ্রিত হইয়া পর্ণকুটীর বাসেও প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সকল কারণে বলিতেছি এখন আর সে লুৎফউন্নিসা নাই। তিনি পবিত্র সুখের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার আস্বাদ পাইয়াছেন এবং তাহা আয়ত্তীকৃত [illegible] নবকুমার তাঁহাকে পত্নী ভাবে সম্ভাষণ করিয়াছেন, [illegible]

তাঁহার জন্য কাঁদিয়াছেন, নবকুমার তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন। জগতে আর তাঁহার কি প্রার্থিত আছে? নবকুমারের বিশুদ্ধ প্রণয় মাত্র তাঁহার প্রার্থনা। তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং লুৎফউন্নিসার আশা সফল হইয়াছে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি আর কিছু চাহেন না। তবে লুৎফউন্নিসা আবার আগ্রা যাইতেছেন কেন? আর সেথায় তাঁহার কি আবশ্যক? ভোগ সুখে তিনি তো জলাঞ্জলি দিয়াছেন! তবে কেন? সংসারে স্নেহ মমতা কে ত্যাগ করিতে পারে? যে তাহা পারে তাহার অন্তঃকরণে কখনই প্রণয় জন্মিতে পারে না। লুৎফউন্নিসার হৃদয় এক্ষণে প্রণয় পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁহার হৃদয় স্নেহ মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিতে পূর্ণ। সেই কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাকে এক্ষণে আগ্রার দিকে আকর্ষণ করিল।

লুৎফউন্নিসা আগ্রা গমন করিয়া প্রথমে তাঁহার পিতৃভবনে গমন করিলেন। সে স্থানে পদার্পণ করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। লুৎফউন্নিসার বাল্যকালে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সেই সময় তাঁহার চরিত্র নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠে। এজন্য তাঁহার পিতা বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন। লুৎফউন্নিসাও তখন তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই। অব্যাঘাতে ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে ভাবিয়া, তিনি তাহাতে আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মন চিরদিন সমান থাকে না। মন্দ ভাল হইতে, অথবা ভাল মন্দ হইতে অধিক কাল লাগে না। লুৎফউন্নিসা এখন মন্দ হইতে ভাল হইয়াছেন। পুনরায় পিতা মাতার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। লুৎফউন্নিসার পিতা তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লুৎফউন্নিসা কখন কোথায় থাকেন তাহা, তিনি খোঁজ করিতেন। সম্প্রতি

বৎসরেক লুৎকউন্নিসা কোথায় আছেন তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। পাঠক মহাশয়রা অবগত আছেন তিনি এতদিন সপ্তগ্রামে ছিলেন।

লুৎকউন্নিসা কাঁদিতে কাঁদিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন তথায় তাঁহার পিতা রামগোবিন্দ ঘোষাল মহাশয় বসিয়া স্ত্রীর সহিতে কি কথা কহিতেছেন। বহুদিনের পর প্রিয়তমা দুহিতাকে পুনর্দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্নেহ লুক্কায়িত হইবার সামগ্রী নহে। স্নেহভাজন যদি দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার উপর রাগ হয়, তাহার দোষ সংশোধন জন্য উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অন্তর হইতে স্নেহ লোপ পায় না। চিরদিনের স্নেহ কি এক দিনে লোপ হয়? বিশেষতঃ অপত্য স্নেহের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। দোষী সন্তানকে জনক জননী বিবিধ শাস্তি দেন বটে কিন্তু মনে মনে সততই তাহার কল্যাণ কামনা করেন। এই স্নেহধর্ম্মে ঘোষাল ও তাঁহার স্ত্রী পরিত্যক্তা দুহিতাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কন্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ভাবিয়া সে আনন্দ বিশেষ প্রকাশ করিলেন না। লুৎকউন্নিসাও তাঁহাদের অন্য কথা কহিতে না দিয়া, একেবারে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার চরণে পতিত হইলেন এবং তাঁহার পাদোপরি বদন রক্ষা করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা মাতা চমৎকৃত হইলেন। লুৎকউন্নিসা প্রায় ৮।৯ বৎসর পিত্রালয় হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি একবারও পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ অথবা তাঁহাদের সহিত সংমিলন কামনা করেন নাই। অদ্য এতদিনের পর সেই কন্যার এতাদৃশ ভাবান্তর কেন হইল, তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ঘোষাল হাত ধরিয়া লুৎকউন্নিসাকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন।

লুৎফউন্নিসা না উঠিয়া সেই অবস্থাতেই কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?"

লুৎফউন্নিসা উঠিলা বসিলেন এবং ভূপৃষ্ঠে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া এই কালের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় অবিকল বিবরিত করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। সেই লুৎফউন্নিসার যে এরূপ মতি হইয়াছে, ইহাতে তাঁহারা সৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। ঘোষাল কহিলেন,—

"লুৎফউন্নিসা! এক্ষণে স্নানাহার কর। আমি তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম। অদ্য তুমি আমাকে যে পরিমাণে আনন্দ দিলে তাহা অনির্বচনীয়। ঈশ্বর তোমাকে চিরায়ুষ্মতী করুন।"

লুৎফউন্নিসা তাহার পর মাতার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রামগোবিন্দ অনেকক্ষণ পরে বাহিরে গমন করিলেন।

দুই দিবস ও বিষয়ক বিশেষ কোন কথা হইল না। দুই দিবস পরে ঘোষাল স্বীয় স্ত্রী ও দুহিতাকে আহ্বান করিলেন এবং কহিলেন,—

"পদ্মা! তোমার যে এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে এবং তোমাকে যে তোমার স্বামী গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা আমাদের অতুল আনন্দের বিষয়। নবকুমারের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। তোমার কখন সামান্য কষ্ট ভোগ করাও অভ্যাস নাই। তুমি অত্যন্ত কষ্ট পাইবে।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন "পিতঃ! জীবন অশেষ রাজভোগ সম্ভোগে অতিবাহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাদের অভাবে আর ক্লেশ নাই। সেই সকল অজ্ঞানকৃত কার্য্য স্মরণে দারুণ যন্ত্রণা

পাই মাত্র। পাপের ভার আর সহ্য হয় না। এ জীবন জুবানলে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।”

কন্যার মনের অবস্থা অনুমান করিয়া ঘোষাল সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন,—“তবে এক্ষণে কি স্থির করিতেছ?”

পদ্মা। “স্বামী পদ সেবায় জীবন ত্যাগ করিব।”

ঘোষা। “তুমি যবনী, তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন কেন?”

পদ্মা। “আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আপনার আশীর্ব্বাদে স্বামী দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করি।”

ঘোষা। “নবকুমার আবার বিবাহ করিয়াছিলেন শুনিয়াছি, সে স্ত্রী কোথায়?”

পদ্মা। “তিনি জলমগ্না হইয়াছেন।”

ঘোষা। “ইচ্ছায়?”

পদ্মা। “না; দৈবাৎ।”

ঘোষা। “নবকুমারের সংসারে আর কে আছেন?”

পদ্মা। “কিছুদিন পূর্ব্বে আমার শাশুড়ীর পরলোক হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না বোধ হয়। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মাতার মৃত্যুর পর কাশীবাসিনী হইয়াছেন। এক্ষণে আমার স্বামী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী মাত্র সংসারে আছেন।”

ঘোষাল চিন্তিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। পদ্মা তাঁহার একমাত্র সন্তান। পদ্মা ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া বিদায় চাহিতেছে, ইহা জানিয়া তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি অনেক ক্ষণ অন্যমনস্কের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন;—

“লুৎফউন্নিসা! ভাল, আপাততঃ তো কিছুদিন আমাদের নিকট থাক, তারপর যে হয় বিবেচনা হইবে।”

এই বলিয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। লুৎফউন্নিসা ও তাঁহার জননী, বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জগদালোকে।

"জে নামএ নূরণ জাহাঁ বাদসাঃ বেগম জর
না হুকুমএ জাহাঁগীর শাঃ ইন্নাকৎ সাদ্ জওহার"*

পরদিন প্রত্যূষে লুৎফউন্নিসা বাদশাহের সহিত সাক্ষাতাভিপ্রায়ে বিনির্গতা হইলেন। অদ্য তিনি আবার যাবনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। তিনি বেশভূষা করিলেন না। যে উদ্দেশে বেশভূষার প্রয়োজন, সে উদ্দেশ্য তাঁহার মন হইতে এককালে তিরোহিত হইয়াছে।

লুৎফউন্নিসা বাদশাহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিল না। বহুদিন পরে তাঁহাকে পুনরাগত দেখিয়া দৌবারিকাদি সভয়ে সেলাম করিতে করিতে পথ মুক্ত করিয়া দিল।

* হিজরী ১০৩৪ অব্দে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞাক্রমে, নুরজাহানের নাম সংযুক্ত যে মুদ্রা প্রচারিত হয়, তাহা হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। নুরজাহানের আধিপত্য কত দূর প্রবল ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে। বঙ্গভাষায় উহার অর্থ এইরূপ;—"বাদশাহ জাহাঁগীরের আজ্ঞায়, বেগম নুরজাহানের নাম সংযোগে, মুদ্রার শতগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হইল।"

তাঁহারা তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল; যে লুৎফউন্নিসা পূর্ব্বে সংসার জাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন সকলে ভূষিতা থাকিতেন এবং যিনি অত্যুৎকৃষ্ট উজ্জ্বল মূল্যবান্ বস্ত্র সকল পরিধান করিতেন, তাঁহার শরীরে এক্ষণে ভূষণ মাত্র নাই এবং তাঁহার পরিধেয় সামান্য বসন মাত্র। তাহাদের বিস্ময়ের আরও কারণ—পূর্ব্বে যে লুৎফউন্নিসা বাদসাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুরের সহিত সতত প্রীতি সহকারে বাক্যালাপ করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিতেন না, তিনি অধুনা ভৃত্যদিগের সহিত তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এবং তাহাদের প্রদত্ত সম্মানের প্রতিসম্মান জ্ঞাপন করিতেছেন।

লুৎফউন্নিসা শুনিয়াছিলেন যে বর্দ্ধমানের সুবাদার সের আফ্গানের পত্নী মেহেরউন্নিসা এক্ষণে নুরজাহান (জগজ্জ্যোতিঃ) নামে বাদসাহের প্রধানা মহিষী হইয়াছেন। * এক্ষণে লুৎফউন্নিসা জানিতে পারিলেন যে, মেহেরউন্নিসা কেবল নুরজাহান ও প্রধানা মহিষী এই নামে সন্তুষ্টা হন নাই। তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত যে সকল নিয়ম হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কোন বাদশাহ মহিষী সে সকলের অধিকারিণী হয়েন নাই। তাঁহার প্রশংসায় জগদ্ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি অদ্বিতীয়া রূপবতী ছিলেন। লুৎফউন্নিসা এক্ষণে শুনিলেন, শুদ্ধ রূপে নয় গুণেও নুরজাহান অদ্বিতীয়া হইয়াছেন। তাঁহার প্রযত্নে সম্রাট প্রাসাদে বিবিধ সুচারু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত, এখন আর তাহা নাই। সকল স্থান ও সকল কার্য্য পরিষ্কার। শুদ্ধ অবরোধে নুরজাহানের আধিপত্য ছিল এমত নহে। প্রাসাদের যে প্রকোষ্ঠে

* ভারতেতিহাসে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব বিবরণ পাঠ করিলে এই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ জানিতে পারা যায়।

তিনি বাস করিতেন তথা হইতে মোগলাধিকারের শেষ সীমা পর্য্যন্ত, সমস্ত স্থানে তাঁহার অসীম ক্ষমতাশালী হস্ত প্রকাশ পাইতেছে। জাহাঙ্গীর নামে বাদশাহ মাত্র; রাজ্য শাসন ভার একপ্রকার নুরজাহানের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে বলিলেই হয়। এক্ষণে নুরজাহানের আজ্ঞা ও সম্মতি ব্যতীত কোন বিধি ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে না। ফলতঃ তাঁহার ক্ষমতা অসীম। সকলেই তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করে ও মুক্তকণ্ঠে গুণ কীর্ত্তন করে। লুৎফউন্নিসা মেহেরউন্নিসাকে বাল্যাবস্থা হইতে জানিতেন, তাঁহার ভুবনমোহন রূপও তিনি দেখিয়াছিলেন। সে অসাধারণ রূপ যে যুবরাজ সেলিমের (অধুনা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের) মনাকর্ষণ করিয়াছে তাহাও তিনি জানিতেন। মেহেরউন্নিসা সর্ব্বথা বাদশাহ পত্নী হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্রী তাহাও তিনি বুঝিতেন। এক্ষণে তাঁহার এবম্বিধ অসামান্য গুণাদি শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা তাঁহাকে উচ্চ স্থানে সমাসীন করিবার উপযোগী রূপ প্রদান করিয়াছেন, গোপনে তাঁহার হৃদয়ে তদুপযোগী মহৎগুণ সমূহে সুসজ্জিত করিয়াছেন। লুৎফউন্নিসা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি নুরজাহানের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এতদ্ভিন্ন লুৎফউন্নিসা আরও জ্ঞাত হইলেন যে, নুরজাহান স্বামীর উপর অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে জাহাঙ্গীর প্রত্যহ বেলা এক প্রহরের কমে কখনই শয্যা ত্যাগ করিতেন না, নুরজাহানের অসামান্য শাসন প্রভাবে তিনি এক্ষণে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করেন। যে জাহাঙ্গীর দিবস রজনী বিলাস লালসায় ও ভোগ সুখে রত থাকিতেন, তিনি এক্ষণে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় মাত্র আমোদে অতিবাহিত করেন, অবশিষ্ট কাল রাজ্যচিন্তায় ব্যয় করিতে হয়। যে জাহাঙ্গীর দিবারাত্রি সুরাপান-

পাত্রে বদন সংলগ্ন থাকিলে সুখী থাকিতেন, পত্নীর প্রখর শাসনে তিনি এককালে পান ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। লুৎফউন্নিসা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, জাহাঙ্গীরের এই সমস্ত দোষ যে কস্মিন-কালে কাহারও ক্ষমতায় বা, কোন উপায়ে অপনীত হইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। যে রমণীর ক্ষমতায় সেই জাহাঙ্গীর-চরিত্র এবম্বিধ উন্নত হইয়াছে, সে রমণী মানবী আকারে দেবী।

এতদ্ব্যতীত নুরজাহান নিতান্ত প্রিয়বাদিনী। তাঁহার অত্যন্ত অমায়িক ভাব। উচ্চ-পদ-জনিত মনে মনে স্বভাবতঃ যে একটী দুর্দ্দমনীয় রিপুর আবির্ভাব হয়, নুরজাহান এককালে সে দোষ বর্জ্জিতা। সকলের সহিত তাঁহার সমান ভাব। সকলের সুখের প্রতি তিনি সমান দৃষ্টি দিয়া থাকেন। মোগল সাম্রাজ্যে কেহ দীন, দরিদ্র, অসুখী বা মুর্খ থাকে ইহা নুরজাহান ভাল বাসেন না। তাঁহার এই সকল স্বর্গীয় গুণে প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করে, সকলেই একমনে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও কুশল কামনা করে এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাকে দেখুক বা নাই দেখুক, সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসে।

লুৎফউন্নিসা এই সকল শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন বিধাতা মেহেরউন্নিসাকে যে সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিতা করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে তদুপযোগী পদ পাইয়াছেন। তাঁহার নুরজাহান নাম সার্থক হইয়াছে।

নিকটস্থ একজন দাসী তাঁহাকে একে একে এই সমস্ত সংবাদ দিয়াছিল। লুৎফউন্নিসা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"এক্ষণে বাদশাহ কোথায়?" দাসী উত্তরিল "এখন আর সে নিয়ম নাই। এখন সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সভা হয়। বাদশাহ এক্ষণে বহুনদে।"

লুৎফউন্নিসা দেখিলেন সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে বাদশাহ দর্শন প্রাপ্তি অসম্ভব। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, —

"নূরজাহান কোথায়?" দাসী অঙ্গুলি ভঙ্গি সহকারে জনতা-স্থানের প্রান্তভাগ দেখাইয়া দিল।

লুৎফউন্নিসা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় দাসী দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অবিলম্বে ভারতসাম্রাজ্যেশ্বরী অদ্বিতীয়া রূপ-যৌবন-গুণাদি-সম্পন্না নূরজাহান স্বয়ং আসিয়া বাল-সহচরী লুৎফউন্নিসার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিযোগিনী পার্শ্বে।

"চন্দ্রেণ চারুচরিতেন বিকাশিতং সৎ।
সঙ্কোচিতং ভবতি কিং কুমুদং তমোভিরিতি॥"

বিদগ্ধমুখমণ্ডনং।

লুৎফউন্নিসা উপবিষ্ট হইলে নূরজাহান উপবেশন করিলেন। লুৎফউন্নিসা এক সময়ে বাদশাহের প্রধানা মহিষী হইবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার সেই স্থান এক্ষণে নূরজাহান অধিকার করিয়াছেন। এক কালে লুৎফউন্নিসা এমন সংকল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উন্নতিমুখে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বী রাখিবেন না। এক-কালে লুৎফউন্নিসা রাজ্যের গতি ফিরাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। —তিনি যুবরাজ সেলিমের পরিবর্ত্তে তদীয় রাজপুতপত্নীর গর্ভজাত

সন্তান সারিয়রকে মোগল-সাম্রাজ্য-সিংহাসনে সমাসীন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এককালে অপরাপর বেগমেরা ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত তাঁহাদিগকে লুৎফউন্নিসার অধীন হইয়া কালযাপন করিতে হইবে। আর এক্ষণে? এক্ষণে লুৎফউন্নিসা সে সুখকে তৃণজ্ঞান করেন। আর সে সুখ একায়ত্ত করা দূরে থাকুক তাহার সংস্পর্শেও তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। স্বেচ্ছায় তাঁহার কল্পিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্থানে মেহেরউন্নিসাকে বসিতে দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা তিনি মনেই বিলীন করিয়াছেন। রাজকীয় কার্য্য হইতে তিনি আনন্দে অপসৃতা হইয়াছেন।

অদ্য লুৎফউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। অনেক দিনের পর আবার অদ্য সাক্ষাৎ। এই সময়ের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! সের আফগানের পত্নী মেহেরউন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহিষী নুরজাহান হইয়াছেন। আর যাঁহার নিমিত্ত সকলে সেই আসন স্থির করিয়াছিল তিনি কি হইয়াছেন? তিনি সে সকল ত্যাগ করিয়া জীবনের অন্যবিধ গতি অন্বেষণ করিতেছেন।

লুৎফউন্নিসার এক্ষণে আনন্দ দেখা যাইতেছে। সংসারের প্রকৃতি অনুসারে সকল ঘটনা দর্শন করিতে হইলে লুৎফউন্নিসার আনন্দ দেখিয়া বিস্ময় জন্মিতে পারে; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা হইবে না। তাঁহার মনের আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি সকল এক্ষণে কোথায় লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিককাল অসৎপথে বিচরণ করায় সৎপ্রবৃত্তি সকল সমূলে নির্ম্মূল হওয়াই সম্ভব। তাঁহারও প্রায় তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু সহসা জ্ঞান বারি সতত্প্রায় সৎপ্রবৃত্তি সমূহের মূল সিক্ত করায় তাহারা পুনরঙ্কুরিত

হইয়াছে। ধাতুকে অগ্নিদগ্ধ করিলে তাহা গলিত হইয়া তাহার অসার ও অকর্ম্মণ্য অংশ সমুদায়কে ভস্ম করিয়া উড়াইয়া দেয় এবং মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় অংশকে অবশিষ্ট রাখে। তদ্রূপ নূরুন্নিসার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রবেশ করিয়া তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াছে এবং তাঁহার অপকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলকে নিস্তেজ করিয়া সাধু ও শ্রেয়ঃ বৃত্তি সকলকে সমুত্তেজিত করিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি যদি পূর্ব্বের ন্যায় থাকিত তাহা হইলে তাঁহার বাল-সখী মেহের-উন্নিসা ভারতবর্ষের সিংহাসনাধিকারিণী হইয়াছেন, ইহা তিনি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু আর তাঁহার সিংহাসন প্রতি লক্ষ্য নাই, আর তাঁহার জাহাঙ্গীরের হৃদয়-হরণ করিবার চেষ্টা নাই, আর তাঁহার উচ্চ পদের প্রতি দৃষ্টি নাই। তাঁহার যাহা লক্ষ্য, যাহা চেষ্টা, যাহা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তাহা তিনি পাইয়াছেন। এখন তিনি মেহেরউন্নিসার অভ্যুদয়ে আনন্দিত হইয়াছেন। যে বিধাতার অনুগ্রহে সে সকল মোহজাল হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সেই সর্ব্ব নিয়ন্তাকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। মেহেরউন্নিসাকে তিনি পূর্ব্বে বরং অবিশুদ্ধ ভাবে দর্শন করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি পবিত্র। তাহাতে স্নেহ, মায়া, মঙ্গলেচ্ছা ব্যক্ত হইতেছে। তিনি মেহেরউন্নিসাকে প্রিয় ভগ্নী মনে করিতেছেন। মেহেরউন্নিসাকে তিনি তাঁহার সুখ ও উন্নতির কারণ বিবেচনা করিতেছেন। যদি মেহেরউন্নিসার রূপ ও যৌবন যুবরাজের নয়নপথে পতিত না হইত, এবং যদি তদ্দর্শনে যুবরাজ মেহেরউন্নিসার প্রতি আশক্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার তদানীন্তন আশার পথ সকল অতি সহজ হইত, সুতরাং তিনি ক্রমশঃ অধিকতর মোহে জড়ীভূতা হইতেন এবং কদাচ সে সকল প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার

বিপরীত ঘটায়, তাঁহার সম্রাট অন্তঃপুর রূপ সুখ কারাগার পরিত্যাগ করা সহজ হইয়াছে। অতএব মেহেরউন্নিসা তাঁহার পর-মোপকারিণী; লুৎফউন্নিসা ইহা বুঝিতেছেন। তিনি সেজন্য মেহের-উন্নিসার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। বস্তুতঃ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে আর কুটিলতার লেশ নাই। তাঁহার হৃদয় সরলতায় ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়াছে। লুৎফউন্নিসার আনন্দিতা হইবার আরও একটী কারণ আছে। তিনি নুরজাহানের অসামান্য গুণাদি শ্রবণে বিমোহিত হইয়াছেন। তিনি বিবেচনা করিতেছেন, নুরজাহা-নের ন্যায় গুণবতী রমণী বাদশাহের প্রধানা বেগম হইবার উপযুক্ত পাত্র। নুরজাহান ঐ স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় মণি কাঞ্চনে সংযুক্ত হইয়াছে। লুৎফউন্নিসা ভাবিলেন যে, মেহেরউন্নিসার পরিবর্ত্তে তিনি যদি ঐ স্থান লাভ করিতেন তাহা হইলে কি ভাল হইত ? না। নুরজাহানের দ্বারা যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে তাহা তিনি কখন করিতে পারিতেন না। সুতরাং মেহেরউন্নিসা প্রধানা মহিষী হইয়া ভালই হইয়াছে।

নুরজাহান লুৎফউন্নিসার কায়িক, মানসিক এবং আধুনিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসিয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলেন। লুৎফউন্নিসা ও বালসহচরী মেহেরউন্নিসাকে কত কথা জিজ্ঞাসিলেন। উভয়ে বহুক্ষণ এইরূপ নানাবিধ কথার সুখলাভ করিতে লাগিলেন, এমন সময় সংবাদ আসিল বাদশাহ সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। লুৎফউন্নিসা প্রিয় বয়স্যার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাদশাহ সহ সাক্ষাতার্থ গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট-সকাশে।

"ন হি প্রফুল্লং সহকারমেত্য
বৃক্ষান্তরং কাঙ্ক্ষতি ষট্‌পদালী॥"

রঘুবংশম্।

লুৎফউন্নিসা বাদশাহ জাহাঙ্গীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মানসহকারে অভিবাদন করিলেন। বাদশাহ বহুদিন পরে লুৎফউন্নিসাকে পুনর্দ্দর্শন করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন; এবং সানন্দে লুৎফউন্নিসার স্বসম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তদুত্তরে লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—

"বাদশাহের অনুগ্রহে এক প্রকার সমস্ত মঙ্গল বটে। হতভাগিনী বাদশাহ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে পুনরায় বিবাহিতা হইয়াছে সুতরাং সে এক্ষণে পরস্ত্রী।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন,—"একি রহস্য লুৎফউন্নিসা?"

লুৎ। "রহস্য নহে। সত্য। লুৎফউন্নিসা এক্ষণে বাদশাহের সহিত রহস্যের উপযুক্ত নহে।"

বাদ। "সত্য! কাহার সহিত বিবাহ হইল?"

লুৎ। "বিবাহ নহে। যে বিবাহ পূর্ব্বে হইয়াছিল হতভাগিনীর দোষে তাহা উল্টাইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে অনেক যত্নে সেই স্বামীই দাসীকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন।"

বাদশাহ প্রথমে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তবে লুৎফউন্নিসা এত দিনের পর আমাকে একেবারে বিস্মৃত হইবে?"

লুৎফউন্নিসা নীরব।

বাদ। "তোমার স্বামীর আর পত্নী আছেন?"

লুৎ। "ছিলেন, মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।"

বাদ। "তোমার স্বামীর নাম কি?"

লুৎ। "নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বাদ। "সপ্তগ্রামে তাঁহার নিবাস তো?"

লুৎ। "হাঁ।"

বাদ। "তোমার স্বামী দেখিতে কেমন?"

লুৎ। "স্বামী কুরূপই হউন আর সুরূপই হউন অধিনীর চক্ষে তিনি এখন অনুপম রূপ লাবণ্য সম্পন্ন পুরুষরত্ন।"

বাদ। "তোমার স্বামী ধনবান্?"

লুৎ। "জাঁহাপনা! আমার স্বামী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ দরিদ্র জাতি। তিনি ধনবান নহেন। অতি সামান্য অন্ন বস্ত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী বিত্ত আছে।"

বাদ। "লুৎফউন্নিসা! এত দিনের পর কি একেবারে আমার মায়া ত্যাগ করিলে?"

লুৎফউন্নিসা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"বিস্মৃত হওয়া বাধ্যাতীত।"

বাদ। "তবে কি লুৎফউন্নিসা? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি, যে এতদিনের পরিচয়, এতদিনের প্রণয়, সকল তুমি ভুলিতেছ? সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতেছ?"

লুৎ। "জাঁহাপনা! দুঃখিত হইবেন না। এপ্রকার যাওয়ায় যদি আমার অপরাধ হয়, আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সুখের পথে আমাকে যাইতে দেন।"

বাদ। "তাহা হইবে না লুৎফউন্নিসা! প্রাণ থাকিতে তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।"

লুৎফউন্নিসা সজল নয়নে কহিলেন,—

"বাদশাহ! মনকে দৃঢ় করুন। আমাকে লুৎফউন্নিসা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। সে সকল কথা বিস্মৃত হউন। মনে করুন কোন পরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতেছেন। আপনি আমায় রক্ষা করুন। পাপের জ্বলন্ত পাবকে আমার হৃদয় অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে; এক্ষণে আমি বাদশাহের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন, আমায় জীবন দেন। মুক্তি-ভ্রষ্ট হইয়া যদি পুনরায় পাপ-সাগরে পতিত হই, আপনার সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে নিস্তারের উপায় নাই। আপনার দুই কথায় আমি যাহা ছিলাম তাহাই হইতে পারি। চিরকাল পাপে মগ্ন থাকায়, পাপ আমার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে। আমি সহস্র উন্নত হইলেও কখন এরূপ উন্নত হইতে পারি নাই যে, সহজে এ সুখের লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হইব। আপনি যদি আমাকে প্রলোভন দেখান আমার কি সাধ্য অতিক্রম করিতে পারি? অতএব জাঁহাপনা! আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ আপনার হস্তেই রহিয়াছে। আপনি আমাকে চিরকাল ভাল বাসেন, তাহা আমি বেশ জানি। সেই ভাল বাসার সম্বলেই বলিতেছি এক্ষণে প্রভুর ন্যায় বাধা করুন। চির পরিচিতা, আশ্রিতা, অবলাকে রক্ষা করুন, তাহার সুখের পথে তাহাকে যাইতে দেন।"

বাদশাহ নীরব। এ কথায় তিনি কি উত্তর দিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বদনে কিঞ্চিৎ ক্লেশের চিহ্ন ব্যক্ত হইল। লুৎফউন্নিসা বাদশাহকে নীরব দেখিয়া পুনরায় কহিলেন,—

"জাঁহাপনা! দাসীর কথায় আপনি ক্লেশ পাইতেছেন তাহা

আমি বুঝিতেছি। আপনাকে ক্লেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনি ক্লেশের সামগ্রী নহেন। তবে লুৎফউন্নিসা এত কথা বলিতেছে কেন? সে বাদশাহের নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে। এক বৎসর পূর্ব্বে হইলে লুৎফউন্নিসা বাদশাহের প্রেম ভিক্ষা করিত, কিন্তু এক্ষণে তাহার সে কামনা নাই। এক্ষণে সে বাদশাহের নিকট সজল নয়নে প্রার্থনা করিতেছে, যে বাদশাহ যেন তাহার প্রতি পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া তাহাকে বিদায় দেন!"

জাহাঙ্গীর কহিলেন,—"লুৎফউন্নিসা! আমি সকল সহ্য করিতে পারি; আমি অতি কঠিন প্রাণ। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে তাহা আমি অবশ্যই সহ্য করিব, কারণ তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া অবনতি মুখে পতিত হইবে না, তুমি ক্রমশঃ উন্নতি শিরে আরোহণ করিবে। কিন্তু তুমি যে আমাকে ত্যাগ করিয়া কষ্ট ভোগ করিবে তাহা আমি কোন্ প্রাণে সহ্য করিব? লুৎফউন্নিসা! মনে করিয়া দেখ,—অপূর্ব্ব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া তোমার নিদ্রা হয় নাই; তোমার পদতলে ধূলিরেণু স্পর্শ করিয়াছে—আমি স্বয়ং রুমাল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি, তাহাও তোমার মনঃপূত হয় নাই; মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কার সকল বিভিন্ন দেশ হইতে তোমার নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতেও তুমি সন্তুষ্টা হও নাই; বিভিন্ন দেশ হইতে বিবিধ অত্যুৎকৃষ্ট আহার্য্য সমানীত হইয়াও তোমার রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে পারে নাই; নিদাঘে তুষারবৎ হিমগৃহে অবস্থান করিয়াও তুমি শান্তি লাভ করিতে পার নাই এবং দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ছিল, তুমি তাহাকেও উপযুক্ত নফর বিবেচনা কর নাই;— লুৎফউন্নিসা তুমি সেই লুৎফউন্নিসা! অধুনা তুমি কদন্ন সেবন, জঘন্য স্থানে বাস, সামান্য বস্ত্র পরিধান প্রভৃতি বিবিধ ভয়ানক

ক্লেশ সহ্য করিবে। সে সকল মনে করিতে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। লুৎফউন্নিসা! অন্যে যাহা হয় ভাবিত কিন্তু আমি ত তোমার এসকল কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।”

এই কথাটি বলিতে বলিতে জাহাঙ্গীরের ইন্দীবর নয়নে অশ্রু-বিন্দুর আবির্ভাব হইল। তিনি লুৎফউন্নিসাকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন। এককালে এমন সময় ছিল, যখন তিনি লুৎফউন্নিসাকে এক তিল না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। সেই লুৎফ-উন্নিসা কষ্ট ভোগ করিবে এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ভেদ করিল।

লুৎফউন্নিসা অনেকক্ষণ বাক্যহীনা পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পরে কহিলেন,—

“বাদশাহ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। অধীনার প্রতি আপনার অনুগ্রহ অসীম। আপনি আমার জন্য কাতর হইবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন অধীনা যখন দিল্লীশ্বরের বেগম ছিল, তখন বিধাতা তাহার ভাগ্যানুযায়ী সুখের ইচ্ছা সকল সৃজন করিয়াছিলেন। এক্ষণে অধীনা দরিদ্র ব্রাহ্মণপত্নী, অবস্থানুযায়ী কায়িক ক্লেশ সহিতে সে এক্ষণে কুণ্ঠিতা নহে।”

বাদশাহ সবিস্ময়ে কহিলেন,—“লুৎফউন্নিসা! তুমি কি সেই তুমি? কাল তোমাকে প্রশংসনীয় রূপে পরিবর্তিত করিয়াছে। তোমার কথা বার্ত্তা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। যাবতীয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে রমণী যে সর্ব্ব প্রধান, লুৎফউন্নিসা অদ্য তোমার কথা শুনিয়া তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। আমি তোমাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। তুমি রমণী কুলের কমলিনী। ইন্দ্রিয় ভোগ লালসার সহিত মনের লৌহ চুম্বক সম্বন্ধ। একবার মন তাহাতে লীন হইলে আর বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তোমার মন তাহার সহিত এমনি বিমিশ্রিত হইয়াছিল যে, তোমার অহঙ্কার কথা

সকল স্বপ্ন বোধ হইতেছে। অবলা নারী এতাদৃশী জিতেন্দ্রিয়া তাহা কে সহসা বিশ্বাস করিতে পারে? লুৎফউন্নিসা! গত কথা সকল মনে হইতেছে,—নারী জাতি সুলভ চাপল্যে ও চাতুর্য্যে তোমার হৃদয় পূর্ণ ছিল। কিন্তু তোমার অদ্যকার পবিত্র সরলতায় আমি বিমোহিত হইতেছি। আমি তোমাকে প্রেম করিতাম কিন্তু অদ্য হইতে আমি তোমাকে স্বর্গীয় দেবী বিবেচনায় ভক্তি ও আরাধনা করিব। তোমাকে তোমার সংকল্পিত পথ হইতে অতঃপর নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছ তাহা সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য ও মঙ্গলময়। আমি সন্তুষ্ট ও সরল চিত্তে বলিতেছি, পূর্ব্ব কালীন যে সকল দুশ্চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইলে মনে ব্যথা জন্মিতে পারে তাহা তুমি ত্যাগ কর, আমিও ত্যাগ করিতেছি। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমার চিত্ত উত্তরোত্তর উন্নত করুন। তোমাকে এরূপে ত্যাগ করিতে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে। তাহা আমি অকাতরে সহিব। তোমার অন্তরে যে বিমল সুখ জন্মিবে তাহাতেই আমি আনন্দিত থাকিব।"

লুৎফউন্নিসা বাদশাহের কথা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"বাদশাহ! আপনি অদ্য আমাকে সুখের সাগরে ভাসাইলেন। জাঁহাপনা! অধীনা দুর্দ্দমনীয় মনোবৃত্তি প্রভাবে আপনার নিকট হইতে এরূপ বিচ্ছিন্না হইতেছে। লুৎফউন্নিসার হৃদয় যে এ ঘটনায় কোনরূপ যাতনা পাইতেছে না, তাহা মনে করিবেন না। অপেক্ষাকৃত সুখের আশায় আমি এ যাতনা উপেক্ষা করিতেছি।"

জাহাঙ্গীর কহিলেন,—"লুৎফউন্নিসা! এককালে আমি তোমার কিঙ্কর ছিলাম, এখনও আমি তাহাই থাকিলাম। তোমাকে যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম সেই অবধি আমি তোমারই ছিলাম

এখনও তাহাই রহিলাম। লুৎফউন্নিসা! তুমি অদ্য হইতে আমার সহিত ভিন্ন সম্বন্ধ পরিগ্রহ করিতে চলিলে; তোমাকে তাহা হইতে নিরস্ত করা অন্যায় ও অসম্ভব। তোমার সুখের পথে ব্যাঘাত জন্মাইব না। তোমাকে অবশ্যই বিদায় দিতে হইবে—সে জন্য আমার চিত্তের অবশ্যই সন্তাপ জন্মিবে। হৃদয় এত পাষাণ নহে যে চিরকালের নিমিত্ত তোমার সহিত সম্বন্ধ বিপর্য্যয় করিতে অশ্রুবারি ত্যাগ করিবে না। তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। যত দিন জীবন থাকিবে, লুৎফউন্নিসা! তত দিন তাহার সহিত আমার মানস-পটে তুমি চিত্রিত থাকিবে।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—

"জাহাঁপনা! দাসীই কি কখন আপনাকে ভুলিতে পারিবে? দাসী দীর্ঘকাল আপনার প্রসাদ ভোগ করিয়াছে এবং আপনার নিকট কত অপরাধে অপরাধিনী আছে। বাদশাহ! অদ্য তাহার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বাদশাহ কহিলেন—"আমি তোমাকে ক্ষমা করিব কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে? সে যাহা হউক লুৎফউন্নিসা সময়ে সময়ে তোমার সংবাদ পাইব কি?"

লুৎ। "দাসী সর্ব্বদা জাহাঁপনাকে পত্র লিখিবে। জহাপনা তাহাকে দাসী বিবেচনায় সংবাদ দিয়া অনুগ্রহ করিলে সে বড় আনন্দিতা হইবে।"

বাদ। "তাহা বলিবার আবশ্যক কি?"

লুৎফউন্নিসা পুনরায় বিদায় চাহিয়া কহিলেন,—"অনেক বেলা হইয়াছে, আপনার কষ্ট হইতেছে; দাসীকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদশাহ নীরব। লুৎফউন্নিসা বাদশাহের মুখ প্রতি চাহি-

লেন; দেখিলেন তাঁহার বিশাল নেত্রদ্বয় ছল্ ছল্ করিতেছে। লুৎফউন্নিসার কষ্ট বোধ হইল।

জাহাঙ্গীর কহিলেন,—"লুৎফউন্নিসা! তোমাকে কি বলিব; বাহ্যে তোমাকে না দেখিলেও অন্তরে তোমাকে সর্ব্বদা দেখিব। মন সর্ব্বদা তোমার সহিত থাকিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার সহিত পূর্ব্বে অন্যবিধ পরিচয় ছিল তাহা যেন কদাচ উভয়ের মনে না হয়। আমাকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিবে। তোমার পরিচিত, হিতৈষী, উপকারক মিত্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে চাহি না। আমি তোমার পূর্ব্বে যেরূপ সুখেচ্ছু মিত্র ছিলাম, এখনও তাহাই থাকিলাম, ভরসা করি ভবিষ্যতেও তাহাই থাকিব। যদি কখন তোমার কোন উপকার সাধিতে পারি, তাহা আমি সন্তুষ্ট চিত্তে করিব। লুৎফউন্নিসা! অদ্য আমার জীবনের কি ভয়ানক দিন! অদ্য আমি তোমায় প্রেমরূপ মহারত্নের স্বত্বশূন্য হইলাম। এখনও আমার একটী সুখের সামগ্রী থাকিল। তোমার হৃদয় হইতে যে একবারে তাড়িত হইব না, এই আশাই সেই সুখ। ভরসা করি তুমি আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিবে না। বিপদে হউক, সম্পদে হউক কখন জাহাঙ্গীরকে বিস্মৃত হইও না, এই আমার প্রার্থনা। লুৎফউন্নিসা আবার ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সুখে রাখুন।"

লুৎফউন্নিসা দেখিলেন বাদশাহের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। তিনি আর থাকা অবিধেয় বিবেচনা করিলেন। তিনি আরও অনুভব করিলেন তাঁহার মনও হিল্লোলিত হইতেছে। তাহা একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, আর না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আর তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। সমুদ্র-হৃদয়ে তরঙ্গ উত্থিত

হইয়াছে, তাহা কূল-স্পর্শ করিবেই করিবে। জগতের এই নিয়ম। চিরদিন সমান নয়। তবে আর কেন? স্বভাবের গতি কে রুদ্ধ করিবে?

লুৎফউন্নিসা জাহাঙ্গীরকে বিনয় ও সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—"জাহাঁপনা! দাসী শ্রীচরণ হইতে বিদায় হইল। বোধ করি এই সাক্ষাতই শেষ।"

লুৎফউন্নিসা বাদশাহের উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

জাহাঙ্গীর সে স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"শেষ সাক্ষাৎ।"

এই বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ বদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লেখ্য-লিখনে।

"ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে! এ চির বিচ্ছেদে
এই সে ঔষধমাত্র, কহিনু তোমারে।"
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (বীরাঙ্গনা।)

সেই দিবস দিবা দ্বিপ্রহর কালে, লুৎফউন্নিসা বিশ্রামার্থ পিতৃভবনের একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্থির ভাবে উপবেশন করিলেন। সে অবস্থায় বিনাক্তি ছেদিল,

অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিলেন। তাহাতেও সন্তোষ সমুৎপন্ন হইল না। শয়ন করিলেন, তাহাতেও তৃপ্তি জন্মিল না। এক খানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। অধীতমান পুস্তক পারসীক ভাষায় লিখিত। পুস্তকের প্রথম পত্র উন্মোচন করিয়া একটু পাঠ করিলেন, ভাল লাগিল না। দ্বিতীয় পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। এইরূপে এখানে একটুক সেখানে একটুক পাঠ করিতে করিতে অবশেষে একটী কবিতা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল।

লুৎফউন্নিসা কবিতাটী আর একবার পাঠ করিলেন। পুনর্বার পাঠ করিলেন। পরিশেষে পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায় একটী অঙ্গুলি রক্ষা করত পুস্তক খানি বক্ষক হাতে রাখিলেন ও কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা বিরক্তি-জনক হইয়া উঠিল। তিনি পুস্তক খানি যথায় ছিল তথায় রাখিয়া আসিলেন এবং লেখনী, মসী ও কাগজ আনিয়া এক খানি পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাহাকে পত্র? বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে। তিনি অনেকক্ষণ পত্র লিখিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তিনি রুমাল দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তিনি লেখনী স্থগিত করিতে লাগিলেন। অনেক পরে পত্রিকা সমাপ্ত হইল। তিনি তাহা মুড়িত করিলেন। আবার কি মনে হইল তাহা খুলিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই, —

"জাহাঁপনা

"অধীনা শ্রীচরণ হইতে বিদায় গ্রহণ সময়ে আপনার সম্পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করে নাই, তজ্জন্য সে এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

"বাদশাহ! একজনের হৃদয় অপরকে দেখাইবার উপায় আছে কি? তাহা হইলে আপনাকে দেখাইতাম, অধীনা লুৎফউন্নিসার

হৃদয়ের কিরূপ অবস্থা। তাহা হইলে আপনি দেখিতেন, হতভাগিনীর অন্তরে কি দুর্ব্বিসহ বিষম অগ্নি জ্বলিতেছে। মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাপীয়সী এই সকল যাতনার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবে—বোধ হয় না। কিন্তু পাপ-প্রমত্তা লুৎফ-উন্নিসার মৃত্যু আছে কি? বোধ হয় বিধাতা পাপের সীমা দেখাইবার নিমিত্ত তাহাকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে মৃত্যুকে আমি প্রিয় মিত্র জ্ঞান করিতেছি। মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহাকে ভয় করা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি। জাঁহাপনা! এপাপ জীবন আর একদণ্ড রাখিতে ইচ্ছা নাই। যত শীঘ্র জগত হইতে লুৎফউন্নিসার নাম বিলুপ্ত হইয়া যায় ততই মঙ্গল।

"পাপানলে লুৎফউন্নিসার জীবন হু হু শব্দে জ্বলিতেছে। লুৎফউন্নিসা জ্বলন্ত হৃদয়কে শীতল করিবার নিমিত্ত পাপ হইতে পাপান্তর আশ্রয় করিয়াছে। শীতলতা কোথায়? তাহাতে বহ্নি-তেজ হ্রাস হওয়ার পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। হতভাগিনী জীবনের সমস্ত কথা মনে করিয়া দেখিতেছে;—গতকার্য্য সকল, অসার, নীরস, অগ্নিচর্ব্বিত মরুভূমির ন্যায় পশ্চাতে পতিত রহিয়াছে।

"একদিন—কেবল মাত্র একদিন, লুৎফউন্নিসা জীবনের মধ্যে যে পরিমাণ শান্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে—আমূল সমস্ত কথা মনে করিয়া দেখিতেছি আর একদিনও তদ্রূপ হয় নাই। যে দিন মন্দভাগিনী স্বামীর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া তাহা নয়নজলে শিক্ত করিয়াছিল, জাহাঁপনা! হতভাগিনীর জীবনের কেবল সেই দিনই সুখের দিন।

"বাদশাহ! যত পারেন আমাকে বিস্মৃত হউন। লুৎফউন্নিসার

পাপ নাম হৃদয়ে স্থান দিবেন না। লুৎফউন্নিসা পাপীয়সী, দুশ্চরিত্রা, কুলটা;—মোগল সিংহাসন সমাসীন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের হৃদয়ে স্থান পাইবার যোগ্যা নহে! লুৎফউন্নিসাকে জাহাঁপনা যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন ও যেরূপ কৃপা নয়নে দর্শন করিয়াছেন, সে কেবল ভবদীয় মহৎমনের পরিচয়। দাসী শ্রীচরণে অনেক দোষে দোষী আছে; তাহার নামের সহিত সে সকলও মানসপট হইতে অপনীত করুন। দাসীর সহিত কখন আলাপ ছিল, তাঁহা মনেও করিবেন না। লুৎফউন্নিসা নামে জগতে কেহ আছে তাহা মনে করিবেন না, তাহার সুখ দুঃখ চিন্তায় নিবিষ্ট হইবেন না।

"আর কাহাকে মনে করিয়া নারী-কুলালঙ্কার প্রিয়তমা নুর-জাহানকে অযত্ন করিবেন না। নুরজাহান রমণী-মণি। বাদশাহের ন্যায় পুরুষের উপযুক্ত পাত্রী। তাঁহার রূপের সীমা নাই, তাঁহার গুণের সীমা নাই। দাসী নুরজাহানের রীতি নীতি দেখিয়া বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে একবার আমার নাম স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে আমার শেষ বিদায় প্রার্থনা করিবেন।

"জাহাঁপনা! আমি এক্ষণে পতি-পদোদ্দেশে চলিলাম। আর যে কখন এ দেশে আসিব তাহা বোধ হয় না। সুতরাং দাসীর সহিত আর দেখা হওয়া অসম্ভব। অদ্যকার দর্শনই শেষ দর্শন মনে করিবেন।

"অধিক কথা লিখিয়া বাদশাহের বহুমূল্য সময় নষ্ট করা অনাবশ্যক।

"আপনাকে সর্ব্বদা সংবাদাদি দিব বলিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম রমণী হৃদয় দুর্দ্দমনীয়। বিশেষতঃ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও নীরস, শুষ্ক ও কঠিন। সেই নীরস হৃদয়ে অল্প পরিমাণে ধর্ম্ম-রস প্রবেশ করিয়াছে। কঠিন প্রাণ

কিয়ৎ পরিমাণে কোমল হইয়াছে। জাহাঁপনা! বিবেচনা করিয়া দেখুন তাহাকে এই সময় অতিশয় সাবধানে ও সতর্কে না রাখিলে, তাহার আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে কতক্ষণ? এই সকল কারণে জাহাঁপনা অতঃপর দাসীর সংবাদ পাইবেন না। আর একবার আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিল। সে দর্শন কখন্ ঘটিবে? যখন লুৎফউন্নিসা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিবে, সেই সময় যদি একবার সে বাদশাহ দর্শন পায়, তাহা হইলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সে আর কিছু চাহে না। তাহার বাদশাহ চরণে ঐ এক মাত্র প্রার্থনা—ঐ এক মাত্র ভিক্ষা থাকিল। লুৎফউন্নিসার জীবন দেহ ত্যাগ করিবার অনতিপূর্ব্বে বাদশাহ-চরণে সংবাদ আসিবে।

"জাহাঁপনা! পুনরায় বলিতেছি আমাকে ভুলুন। আমার সহিত পরিচয়, সম্বন্ধ, এবং আমার নাম ইত্যাদি সমস্ত স্মৃতি ভূগর্ভে প্রোথিত করুন। এ পাপীয়সীর নাম কখন যেন আপনার মনে সমুদিত না হয় ইহাই আমার ইচ্ছা।

"প্রিয়ভগ্নী নূরজাহানের সহবাসে জাহাঁপনা পরম সুখে অতুল সম্পদ ভোগ করিতে করিতে চিরজীবী হইয়া থাকুন, ইহাই দাসীর প্রার্থনা।"

লুৎফউন্নিসা পত্রিকা পাঠ করিয়া তাহা মুদ্রিত করিলেন। পরে তাহার উপর শিরোনাম লিখিয়া তাহা বাদশাহ বাহাদুরের উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে উপবেশন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অভিজ্ঞান-দর্শনে।

"জই অনহগ্‌ঘ নাদং ভবে তদো গচ্ছং সোঅনীয়ং ভবে।"

শকুন্তলম্‌।

প্রায় দেড়মাস কাটিয়া গেল লুৎফউন্নিসা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই বিবেচনায় লুৎফউন্নিসা পিতামাতার নিকট সপ্তগ্রাম গমনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা তাহাতে অমত করিলেন না।

প্রত্যূষে গমনোপযোগী সমস্ত স্থির হইল। বাহক যানাদি লোক জন প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

পরদিন লুৎফউন্নিসা পিতৃ মাতৃ চরণে প্রণাম করিয়া শিবিকা-রোহণ করিলেন। বাহকেরা শিবিকা উঠাইল। লুৎফউন্নিসা আগ্রার মায়া ত্যাগ করিলেন। যে আগ্রায়, তাঁহাকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা চিনিত ও তাঁহার সহিত পরিচয় শ্লাঘার বিষয় মনে করিত, যে আগ্রায় তিনি যখন যাহাকে যাহা বলিতেন সে তখনই তাহা আনন্দে সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হইত, যে আগ্রাবাসী জনগণ তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি শুভদিনের লক্ষণ মনে করিত এবং যে আগ্রার ওমরাহ যুবকগণ তাঁহার ঘূর্ণিত ভ্রূভঙ্গ দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া আছে, অদ্য লুৎফউন্নিসা প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই আগ্রা ত্যাগ করিলেন।

সময়! তুমি ধন্য! তোমার ক্ষমতা অসীম! তুমি নির্জীবকে সজীব করিতে পার এবং সজীবকে নির্জীব করিতে পার, তুমি কুসুমকে পাষাণ এবং পাষাণকে কুসুম করিতে পার, তুমি অজ

স্তবককে মুঞ্জরিত করিতে পার। তোমার মোহিনী মন্ত্র চমৎকার! তুমি যে মন্ত্র প্রভাবে পাষাণী পদ্মাবতীকে মানবী করিয়াছ সে মন্ত্র অদ্ভুত। তোমরাই অসামান্য মন্ত্রবলে শুষ্ক পদ্মাবতী লতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কয়েক দিবস পরে এক দিন ম্যাধহ্ন সময়ে লুৎফউন্নিসা পাটনা উপনীত হইলেন। তাঁহার পরিচারকেরা তথায় তাঁহার অব-স্থানোপযোগী একটী কক্ষ স্থির করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিল।

লুৎফউন্নিসা নিয়মিত আহারাদির পর একাকিনী সেই কক্ষ মধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাস দাসী প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষে থাকিল। দাসীর সেবায় লুৎফউন্নিসা ত্বরায় নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভঙ্গ সহকারে একটী গোলমাল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন এক জন লোক অপরকে সম্বোধন করিয়া উদ্ধত স্বরে কহিতেছে,—

"তুই এ কোথায় পাইলি? এ মহামূল্য দ্রব্য। নিশ্চয় তুই কোথায় চুরি করিয়াছিস্।"

অপর কহিতেছে,—"দোহাই ধর্ম্মের—আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিতেছি, আমি চুরি করি নাই। যাঁহার দ্রব্য তিনি ইচ্ছা আমাকে ভিক্ষা দিয়াছেন।"

তৎসনাকারী কহিতেছে,—"এও কি কথা? এত বড় জিনিষটা তোকে অমনি ভিক্ষা দিল।"

ঘটনাটী জানিতে আমোদ-প্রিয়া লুৎফউন্নিসার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। যে দিকে গোল হইতেছিল সেই দিকের গবাক্ষ-দ্বার মোচন করিয়া দেখিলেন চটী-রক্ষক হস্তে একটী অঙ্গুরীয় ধারণ

করিয়া, সম্মুখস্থ এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করত পূর্ব্বোক্ত রূপ বক্তৃতা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে অনেক লোক সমবেত হইয়া তামাসা দেখিতেছে। লুৎফউন্নিসা বিষয়টা কি জানিবার নিমিত্ত একজন দাসীকে আহ্বান করিয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অবিলম্বে চটী-রক্ষক সম্ভাবিত চোরকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

লুৎফউন্নিসা জিজ্ঞাসিলেন,—"ব্যাপার কি?"

চটী-রক্ষক উত্তর করিল,—"এই ব্যক্তি এই অঙ্গুরীয়টী বিক্রয়ার্থ আনিয়াছে। কিন্তু এটী যেরূপ মহামূল্য দ্রব্য, তাহাতে সহজে এ সামান্য ব্যক্তির হস্তগত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বোধ করি ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় কথা আছে।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন—"অঙ্গুরীয় দেখি।"

চটী-রক্ষক তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয় দিল।

অঙ্গুরীয় দেখিবামাত্র লুৎফউন্নিসা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন কালিমা-প্রাপ্ত হইল। তাঁহার হর্ষ বিলুপ্ত হইল। দারুণ পূর্ব্ব-স্মৃতি-চিহ্ন বদনে আবির্ভূত হইল। তিনি অঙ্গুরীয় বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে?"

সে ব্যক্তি কহিল,—"মা! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমি ৺কাশী ধামে থাকি। ভিক্ষা আমার উপজীবিকা। এরূপ সামান্য দরিদ্রের হস্তে এমন মহামূল্য দ্রব্য অসম্ভব ঘটনা। ফলতঃ মা! আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু চোর নহি। এ অসামান্য দ্রব্যও আমার ভিক্ষায় পাওয়া।"

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"তোমাকে ইহা কে ভিক্ষা দিল?"

ভিক্ষুক কহিল,—"কতিপয় মাস অতীত হইল উক্ত তীর্থে দক্ষিণ অঞ্চল হইতে একটী ধনবান্ ব্যক্তি সপরিবারে আসিয়া-

ছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে সকলেই আমাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহাদের সহিত একটী অল্পবয়স্কা সুন্দরী ছিলেন; আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি কহিলেন, "আমার কিছুই নাই—তোমাকে কি দিব?" তাঁহার রূপাদি দর্শনে তাঁহার যে কিছু নাই, তাহা বিশ্বাস হয় না; এজন্য সে কথা না শুনিয়া আমি পুনরায় ভিক্ষা কামনা করিলাম। পরিশেষে তিনি একটু চিন্তিত হইয়া তাঁহার কেশ রাশির মধ্য হইতে এই অঙ্গুরীয়টী বাহির করিয়া কহিলেন,—"আমার আর কিছুই নাই, এইটী আছে, তা ইহাতে আমার বিশেষ আবশ্যক নাই। ইহা তুমিই লও।" তাঁহার সঙ্গীরা তখন একটু দূরে ছিল। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটী আসিয়া দেখিলাম যে, ইহা অমূল্য সামগ্রী। মনে করিলাম যে, ইহা সাংসারিক অপচয় করিব না। কন্যার বিবাহের সময় এইটী তাহাকে দিব। কিন্তু আর চলে না। কাজেই ইহা বিক্রয় করিতে হইতেছে! কিন্তু দরিদ্রের কপাল কোথায় যাইবে? এখানে বিক্রয়ার্থ অঙ্গুরী প্রদর্শন করায় ইনি আমাকে চোর অনুমান করিলেন। একণে আপনাদের ধর্ম্মে যাহা সঙ্গত হয় করুন।" ব্রাহ্মণ নীরব হইল।

লুৎফউন্নিসা কহিলেন,—"তুমি বলিতে পার সে যাত্রীদের নিবাস কোথায়?"

দরিদ্র কহিল,—"আজ্ঞা না, আমি তাহা জানি না।"

বিবি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"যিনি তোমাকে এই অলঙ্কার দিয়াছেন তাঁহার সহিত সঙ্গীদের কোন সম্পর্ক আছে কি না জান?"

"বিবি! আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব?"

লুৎ। "আচ্ছা তাহা না জান, তিনি দেখিতে কেমন তাহা তো জ্ঞাত আছ ?"

ব্রাহ্ম। "তিনি দেখিতে পরমা সুন্দরী। তেমন আর কখন দেখি নাই।"

লুৎ। "তাঁর বয়স কত অনুমান করিতে পার ?"

ব্রাহ্ম। "অনুমান ২২।২৩ বৎসর হইবে।"

লুৎফউন্নিসা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "কত মূল্য পাইলে তুমি অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ ?"

ব্রাহ্ম। "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আপনি যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিবেন তাহাই যথেষ্ট।"

লুৎ। "তোমাকে আমি আর একটী অঙ্গুরী দিতেছি; সেইটী তুমি তোমার কন্যাকে দিও, আর তোমার সংসার খরচের নিমিত্ত নগদ ২০০ টাকা, আর এই অঙ্গুরীয় পাওয়ায় আমার যে উপকার হইয়াছে তাহার নিমিত্ত পুরস্কার স্বরূপ ৫০ টাকা দিতেছি। কেমন— ইহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে ?"

দরিদ্র ব্রাহ্মণ করে স্বর্গ পাইল। সানন্দে কহিল, "যথেষ্ট। আমি স্বপ্নেও এত আশা করি নাই। আপনি স্বয়ং কমলা।"

অতঃপর লুৎফউন্নিসা ব্রাহ্মণকে উক্তমত দিয়া বিদায় করিলেন। চটী-রক্ষক এইরূপ ভাব দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। সকলে প্রস্থান করিল। লুৎফউন্নিসা আবার একাকিনী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্দেহে।

"If I should meet thee
After long years,
How shall I greet thee."

Byron.

লুৎফউন্নিসার মনে হইল সপ্তগ্রামের যে অংশে নিবিড় বন, তন্মধ্যে তিনি রাত্রিকালে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে কহিয়াছিলেন,—"আমি তোমার সপত্নী। তোমাকে ধন দিতেছি, রত্ন দিতেছি, দাস দাসী দিতেছি, অট্টালিকা দিতেছি, তুমি পতি ত্যাগ কর। তাহা হইলে পতি আমার হইবেন।" সরলা, বিকারশূন্যা, সংসার-বোধ-বিহীনা কপালকুণ্ডলা অনায়াসে কহিলেন,—"তাহা হইলে তুমি সুখী হও? তাহাই হইবে। কল্য হইতে তোমার সুখের পথে কণ্টক থাকিবে না।" লুৎফউন্নিসা যুবতী রমণী-বদন হইতে এরূপ কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এখন মনে হইয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা মানবী আকারে দেবী, অদ্য ভাবিলেন কপালকুণ্ডলা পাপীয়সী। লুৎফউন্নিসা সেই সময় কপালকুণ্ডলার সুবিধার্থ একটী অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। দেখিলেন এ অঙ্গুরী সেই অঙ্গুরী!

সেই বিরলে বসিয়া অনন্যকর্ম্মা লুৎফউন্নিসার মনে স্বতঃ কতকগুলি প্রশ্ন জন্মিতে লাগিল। "এ অঙ্গুরী কোথায় পাইল? ইহা আমি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলাম। কপালকুণ্ডলা সেই রাত্রেই জলমগ্না হইয়াছেন। তবে অঙ্গুরী কেমন করিয়া পাইল? হয়ত কোন

ধীবর ইহা জলে পাইয়া থাকিবে। দানকারিণী তাহার নিকট ক্রয় করিয়া থাকিবেন, তদ্ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়াছেন ইহা আমি বেশ জানি, আর এ কথা আমাকে কাপালিক বলিয়াছেন। তিনি কেন মিথ্যা বলিবেন? কপালকুণ্ডলা কি অন্য কোন অসম্ভাবিত উপায়ে জীবন লাভ করিয়াছেন? দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিল দানকারিণী, 'পরমা সুন্দরী, তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসর।' এ সকল তো কপালকুণ্ডলাতেই সম্ভবে। কিন্তু কপাল-কুণ্ডলা নাই। তবে দানকারিণী কে? কোথায় যাইলে তাঁহার দর্শন পাইতে পারি? সে প্রবাসী ধনী কে? তাঁহার কোথায় বা নিবাস? সে রমণী—সে রমণী কি পুনর্জ্জীবিতা কপালকুণ্ডলা? অদ্য কপালকুণ্ডলার জীবন সম্বন্ধে লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে একটী আশার অঙ্কুর জন্মিল।

এই ভাবিতে ভাবিতে লুৎফউন্নিসার আনন্দোদয় হইল। তিনি তাঁহার আশার সফলতা কামনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যদি কপালকুণ্ডলা জীবিত থাকেন তাহা হইলে সংসারে পরম সুখের উদয় হয়। তাঁহার এভাব হইল কেন? এক দিন তিনিই না কপালকুণ্ডলাকে বিদূরিত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন? এখন তিনিই সেই কপালকুণ্ডলার জীবন কেন প্রার্থিতেছেন? ইহার কারণ—লুৎফউন্নিসার স্বামিভক্তি,—স্বামীর সুখ কামনা।

বহুক্ষণ একস্থানে বসিয়া এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া লুৎফ-উন্নিসা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অঙ্গুরীয়টী সাবধানে রাখিয়া এক খানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

ইতি তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

মৃণ্ময়ী।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বামী-সঙ্গে।

"ছায়া ন মূর্চ্ছতি মলোপহত প্রসাদে।
শুদ্ধে তু দর্পণতলে সুলভাবকাশাঃ॥
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

পাঠক মহাশয়! বহুদিন নবকুমার ও শ্যামার সংবাদ পাওয়া যায় নাই; অতএব চলুন তাঁহাদের সংবাদ লওয়া যাউক।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। পশ্চিমাকাশের রাঙ্গা রঙ—যেন কে হিঙ্গুল ঢালিয়া দিয়াছে। যে দিকে যখন ক্ষমতাশালী লোক সহায় থাকেন তখন সেই দিকই প্রবল, উজ্জ্বল ও সতেজ হয়। তাঁহার বিহনে বিমর্ষ মলিন ও অপদস্থ হয়। মানব সমাজের এই নিয়ম। প্রকৃতিও কি এই নিয়মের অনুসারিণী?—পূর্ব্বকালে রাজাদের একাধিক রাজ্ঞী থাকিতেন। যে রাণী যখন রাজার সুনয়নে পড়িয়া 'সুয়া' হইতেন, তখন তাঁহার সুখের সীমা থাকিত না। তিনি আনন্দে

ভাসিতেন, আর যিনি বিষ-নয়নে পড়িলা 'ভয়া' হ[illegible] ক্লেশের সীমা থাকিত না। তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকি[illegible] প্রাতঃকালে যখন পূর্ব্বদিকসতীর সহিত অবস্থান [illegible]। তখন তাঁহার শোভা দেখে কে? আর এখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত কৌতুক করিতেছেন —ঐ দেখুন সেই জন্য পূর্ব্বদিক-সতী ক্রমেই মলিনা হইতেছেন, তাঁহার মুখে কালিমা পড়িতেছে। আর সূর্য্যদেব তাঁহাকে ছাড়িয়া যাঁহার প্রতি সদয় হইলেন, তাঁহার হাসি ধরে না। তিনি আনন্দে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

এইরূপ সময়ে নবদ্বীপস্থ একটী দ্বিতল গৃহের ছাদে একটী যুবক ও একটী যুবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। ভাগীরথীর পবিত্র-সলিল-সুস্নিগ্ধ মন্দানিল ধীরে ধীরে আসিয়া যুবক যুবতীর ললাট স্পর্শ করিতেছে, তাহাদের বস্ত্রাগ্র লইয়া ক্রীড়া করিতেছে ও যুবতীর অংসে নিপতিত চিকুর-দাম নাচাইতেছে।

যুবতীকে সকলে চিনিয়াছেন বোধ হয়। তিনি নবকুমারের ভগ্নী শ্যামাসুন্দরী। তাঁহার পার্শ্বস্থিত যুবক তাঁহার স্বামী, মথুরানাথ।

শ্যামা বলিলেন,—"এখন আর কোন অসুখ নাই ত?"

মথুরানাথ। "আমারও অসুখ! তুমি যদি না আসিতে তাহা হইলে হয়ত আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইতাম না। তোমার ও সুন্দর মুখের শোভা দেখিলে আর কি রোগ থাকে?"

শ্যা। "থাকে না?"

ম। "না।"

শ্যা। "তবে তো আর ভাবনা নাই। এখন অবধি যত লোকের পীড়া হইবে সকলকে আমার নিকট ডাকিয়া আনিও, আমি তাহাদিগকে মুখ দেখাইব, আর তাহারা ভাল হইয়া যাইবে।"

ম। "সকলে দেখিলে হয় না। সে দেখার বিশেষ আছে।"

শ্যা। "শক্ত বিশেষ ?"

ম। "আমি তোমাকে যেরূপে দেখি সেইরূপে দেখা চাই।"

শ্যা। "তুমি আমাকে যেরূপে দেখ তাতো আমার অধিকার নাই। তাতে যদি তোমার রোগ সারে তবে সকলেরও সারিবে।"

ম। "তবে আমি কি তোমায় সাধারণের ন্যায় দেখি ?"

শ্যা। "প্রায় তাই বই কি ?"

ম। "না শ্যামা! এ কথাটী তুমি অন্যায় বলিলে। আমি এক দিন তোমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে সে কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু শ্যামা তুমি কি জাননা?—আমি স্বেচ্ছায় সেরূপ ব্যবহার করি নাই। আমার প্রাণ অন্বেষণ করিয়া দেখ, শ্যামা তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে—আমি তোমাকে কেমন ভাল বাসি।"

শ্যা। "আমি কি তোমার কথায় ভুলিব ?

তোমাদের—কথা যেমন, কাজে তেমন, নয় কখনই।
তোমরা—মন ছলে, গাছে তুলে, কেড়ে নেও মই॥

তোমরা কথার গুণেই জগৎ জেঁত :"

ম। হৃদয় যদি দেখবার হইত শ্যামা! তাহা হইলে দেখাইতাম আমি তোমাকে কত ভাল বাসি। আমি যখন তোমার কাছে থাকি তখনও তোমার থাকি আর তোমার কাছে না থাকিলেও তোমারই থাকি। বলিলে বিশ্বাস কর বা না কর, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমি তোমাকে চিরদিন প্রাণের সহিত সমান ভাল বাসি ?"

এই কথায় শ্যামা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কত ক্ষণ হাসিয়া মথুরানাথের স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন। তখনও হাসিতেছেন। অনেক ক্ষণ পরে বলিলেন,—

"তুমি রাগ করিবে তাহা আমি জানিতাম। আর একটী কথায় তোমাকে কাঁদাইতে পারি। তুমি আমাকে ভাল বাস তাহা কি আমি জানি না? তাহা বেশ জানি। এত দিন তোমার বিহনে যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহার সীমা নাই। সেই দুঃখেই এত কথা বলিলাম। কিন্তু আমার সে কষ্ট এখন দূর হইয়াছে। আর আমি তাহা মনে করিব না। কষ্ট না হইলে কি সুখ হয়? অত কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া এখন এত সুখ পাইতেছি। অতঃপর বল তুমি আমাকে আর ছাড়িয়া থাকিবে না, আর আমার সঙ্গে পূর্ব্বকার মত প্রতারণা করিবে না। আমি আর নপুগ্রাম যাইব না।"

মথুরানাথ শ্যামাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। কত ক্ষণ উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া রহিলেন তাহা কেহই বুঝিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে মথুরানাথ কহিলেন,—

"শ্যামা! জগতে যাহার পত্নী তোমার মত,—সেই সুখী। অবশিষ্টেরা নিতান্ত অসুখী।"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি আমাকে ভাল বাস বলিয়া আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করিতেছ। জগতে সকলেই আপন আপন স্ত্রীকে ভাল বাসে, সকলেই সুখী।"

ম। "তার জন্য নয়। প্রকৃতই তোমার ন্যায় নারী জগতে দুর্ল্লভ। আমি আজি ইহা নুতন দেখিতেছি না। এত দিন আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় মনের কথা মনেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এত দিনে বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার সুখ অব্যাহত করিয়া দিলেন। যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে তত দিন আর এ সুখ ছাড়িব না। শ্যামা! আর তোমাকে চক্ষুর অগোচর করিব না।"

শ্যামা মথুরানাথের হস্তধারণ করিলেন। মথুরানাথ শ্যামার ললাট চুম্বন করিলেন।

এই সময় বহির্ব্বাটীতে নবকুমার ও আরও কয়েক জন বার্ত্তা কহিতেছেন ও উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিতেছেন শুনিতে পাইয়া মথুরানাথ শ্যামাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্যামা অনেক ক্ষণ ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া থাকিলেন। শ্যামার সুখ এক্ষণে সীমাতীত। তাঁহারা প্রায় দেড় মাস কাল অতীত হইল নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তখন মথুরানাথ মুমূর্ষাবস্থাপন্ন। এই সময় মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ইহা শ্যামার সুখের এক কারণ। যে স্বামীকে শ্যামা কদাচিৎ দেখিতে পাইতেন সেই স্বামী এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহার নয়নে রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহার সুখের প্রধান কারণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেম-পত্রে।

> "Why did you falsely call me your Lavinia,
> And swear I was Horatio's better half,
> Since now you mourn unkindly by yourself,
> And rob me of my partnership of sadness."
>
> *N. Rowe.*

নবকুমার ও শ্যামা প্রায় দেড় মাস অতীত হইল নবদ্বীপ আসিয়াছেন। এই সময় মধ্যে মথুরানাথ নবকুমারের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতেন না, তাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা অথবা পদ্মাবতী সম্বন্ধে যাহা যাহা

ঘটিয়াছিল তাহা কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না। নবকুমারের মনের অবস্থাও তিনি সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সায়ংকালে ভ্রমণের সময়, অথবা যে সময়ে তাঁহারা দুই জন একত্রে থাকিতেন, সেই সময়েই ঐ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতেন।

এই সময় এক দিন নবকুমার পদ্মাবতীর নিকট হইতে এক খানি পত্র পাইলেন। পদ্মাবতী আগ্রা হইতে সপ্তগ্রামে প্রত্যাগত হইয়া নবকুমারকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রোন্মোচন করিয়া নবকুমার পাঠ করিলেন,

"প্রাণেশ্বর!

"বিধাতা আমাকে নিয়ত ক্লেশ-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যে ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেই আমি পরম সুখ-লাভ করি বিধাতা আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত তাঁহাকেও এমনি বিপদে নিক্ষেপ করেন যে, সহসা তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি দুর্ঘট হইয়া উঠে। আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্তই বিধাতা তোমাকে এই বিপদে ফেলিয়াছেন। আমি পাষাণী। আমার হৃদয়ে অনেক সহে। এ সকলও সহিতেছে।

"শুনিতেছি শ্যামার স্বামী আরোগ্য হইয়াছেন। পাপীয়সীর প্রার্থনায় বিধাতা কর্ণপাত করেন না। তথাপি আমি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি তিনি নিরোগী হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করুন।

"তুমি তোমার হৃদয়-সখাকে দিয়া আমার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলে যে, তুমি অতি শীঘ্র নবদ্বীপ হইতে ফিরিবে। নাথ! ইহারই নাম কি শীঘ্র? আমি দিন গণনা করিয়াছি। এক মাস ২০ দিন হইল তুমি নবদ্বীপ গিয়াছ। আমার বিবেচনায় যদিও এই

সময় অল্প হয় তাহা হইলেও আমার বিবেচনায় ইহা নিতান্ত দীর্ঘ। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া এইরূপে আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলে? আমি কোন প্রকারেই তোমার প্রেমাস্পদ হইবার উপযুক্ত নহি, তাহা আমি বেশ জানি। তুমি আমাকে যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহা তোমার উদার মনের পরিচয়। কিন্তু, হৃদয়েশ! তাই বলিয়া কি আমাকে স্বর্গে তুলিয়া আবার নরকে নিক্ষেপ করা উচিত? তুমি যদি আমাকে এমন করিয়া ত্যাগ করিবে, তবে তখন এককালে আমাকে আশাতীত সুখ-সাগরে ভাসাইলে কেন? আমি দুঃখিনী, হতভাগিনী, পাপীয়সী,—তোমার চরণ-ধ্যান করিতে করিতে জীবন কাটাইতাম। সে অবস্থায় আমার তাহাতেই সুখ হইত। কিন্তু, প্রাণেশ্বর! তুমিই এক্ষণে আমার সুখের ইচ্ছা বাড়াইয়া দিয়াছ; এখন তো আমার চিত্ত তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। আমাকে সুখে ভাসাইয়া আবার দুঃখে ডুবাইলে আমি এক তিলও বাঁচিব না। মৃত্যু ভিন্ন এ অবস্থায় কদাচ শান্তি জন্মিবে না। তোমার প্রবৃত্তির উপর আমি জোর করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার যাহা সঙ্গত বিবেচিত হয় তাহাই কর।

"ঈশ্বর না করুন, যদি অন্য কিছু দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা বল। পদ্মাবতী কি তোমার নহে? যাহাকে মন, প্রাণ সমর্পণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহার নিকট কিছু গোপন রাখিবার আবশ্যক নাই। তোমার বিপদ কি পদ্মাবতীর বিপদ নহে? তোমার ক্লেশ কি পদ্মাবতীর ক্লেশ নহে? তবে প্রিয়তম! আমার নিকট গোপন কেন? আমাকে তোমার ক্লেশের অংশিনী করিতেছ না কেন? আমি অবলা, তোমার বিপদের,—তোমার ক্লেশের অংশ গ্রহণে সমর্থ হইব না বলিয়া কি আশঙ্কা করিতেছ? সে আশঙ্কা নাই। আমি অনেক সহিয়াছি, অনেক সহিতে পারি।

"যে দিন অভাগিনী পদ্মাবতী তোমার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়াছিল এবং যে দিন তুমি তাহার আজীবন-কৃত পাপ সকল ক্ষমা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলে, দাসীর জীবনে সেই দিনটাই দিন! সে দিন আর হইবে না? চিরাপরাধিনী পদ্মাবতী তাহার পর কি আবার তোমার চরণে অপরাধিনী হইয়াছে? হইবে; যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি যে মনে তাহার সেই সকল ঘোর দুষ্কর্ম ক্ষমা করিয়াছ, সেই মনে তাহাও ক্ষমা কর।

"আর তোমাকে কি বলিব? কি বলিলে তুমি দাসীর হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করিতে পারিবে? হৃদয়ের এ অবস্থা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। যদি তুমি আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, যদি তুমি আমাকে ভাল বাসিয়া থাক—তাহা হইলে আর কিছু না বলিলেও তোমার অদর্শনে আমার হৃদয়ের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

"এক্ষণে বল তুমি আর কত দিন নবদ্বীপে থাকিবে? আমি যেরূপ শুনিয়াছি, ঈশ্বর করুন তাহাই সত্য হউক। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি আরোগ্য হইয়া থাকেন তবে তথায় বিলম্ব করিবার আবশ্যক কি?

"শ্যামাকে আমার কথা বলিবেন। বিধাতা তাঁহাকে সুখে রাখুন।

"তোমার বিহনে যদি দাসীমার মঙ্গল হওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহার মঙ্গল; তুমি সর্ব্ব প্রকারে বিপদশূন্য ও সুখী হও ইহাই দাসীর একমাত্র প্রার্থনা।"

নবকুমার পত্র খানি পাঠ করিলেন। পত্রের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে যেন পদ্মাবতীর পবিত্র প্রণয় প্রতিভাত হইতেছে বোধ হইল। তিনি আবার পড়িলেন। পদ্মাবতীর সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কতরূপ

আসিয়া কত চিন্তাই করিলেন। পরক্ষণে পদ্মাবতীর প্রণয়-লিপির প্রত্যুত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাহাতে পদ্মাবতীর প্রত্যেক কথার তন্ন তন্ন করিয়া উত্তর লিখিয়া দিলেন। পদ্মাবতীকে যে তিনি বিস্মৃত হন নাই, কখন বিস্মৃত হইবেনও না, তাঁহার সুখের প্রতি তিনি যে বিশেষ মনোযোগী এবং মথুরানাথের অনুরোধে, অনিচ্ছায় অপেক্ষা করিতে হইতেছে তাহাও লিখিয়া দিলেন।

নবকুমার এইরূপে পত্র সমাপ্ত করিয়া আবার ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। পদ্মাবতীর চিন্তা আবার তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিল। নবকুমারের মন এক্ষণে পদ্মাবতীর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ কি? পদ্মাবতী তাঁহাকে ভাল বাসেন তাহা তিনি সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। উপস্থিত লিপিতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করিতেছে। সেই প্রণয়ই নবকুমারের হৃদয়ে প্রণয় বর্দ্ধনের কারণ। প্রণয়ের একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে; তুমি এক জনকে ভাল বাস, সেও তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমার সহস্র দোষ থাকিলেও সে তাহা গ্রহণ করিবে না। সে তোমার পক্ষপাতী হইবে। তোমার তিল প্রমাণ গুণকে সে তাল করিয়া তুলিবে। মনুষ্য প্রণয়াবতার। মনুষ্যের সাংসারিক অধিকাংশ কার্য্যই—প্রণয়, স্নেহ, লিপ্সা, লালসা, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সমভাবাপন্ন ধর্ম্ম সকলে মাখা। সকল হৃদয়েই অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রণয় আছে। একটু প্রণয় হৃদয়ে জন্ম গ্রহণ করিলে তাহা অল্পে অল্পে বর্দ্ধিতকায় হইয়া উঠে। যেমন—বনমধ্যে একস্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অরণ্যে ব্যাপ্ত হইয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড করে,—মারুতের প্রচণ্ড ধূমরাশি আকাশমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়াই অগ্নিবিকাশে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দিগ্বলয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া

কেনে,—নিদ্রা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আগমন করত নয়নকে নিমীলিত করিয়াই অচিরে দেহ, মন প্রভৃতির চৈতন্য হরণ করে, সেইরূপ হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমাঙ্কুর জন্মিলে অল্প সময় মধ্যে মহান্ মহীরুহের আকার ধারণ করে। নবকুমারের হৃদয় পূর্ব্বেই পদ্মাবতীকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে; এক্ষণে সেই ভালবাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা কিন্তু বিচিত্র নহে। প্রণয়ের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। এমন দেশ নাই যথায় প্রণয়ের শাসন নাই, এমন হৃদয় নাই যাহা প্রণয়ের আধিপত্য স্বীকার করে না। যদি তেমন হৃদয় থাকে তবে সে হৃদয় নিতান্ত অসার। সে ব্যক্তি পশুর অপেক্ষাও অপদার্থ। নবকুমারের হৃদয় সেই মনুষ্য-স্বভাব-সিদ্ধ প্রণয়ে পূর্ণ। সেই পূর্ণ হৃদয়ে নবকুমার পদ্মাবতীকে ভাল বাসিয়াছেন। সে ভালবাসা কেনই না বদ্ধমূল হইবে।

তবে কি নবকুমার এত দিনের পর কপালকুণ্ডলাকে ভুলিতে পারিয়াছেন? না, তিনি অদ্যাপি কপালকুণ্ডলাকে ভুলিতে পারেন নাই। জীবন্মধ্যে যে কখন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় ও পদ্মাবতীর প্রতি প্রণয় এ দুই প্রণয়ে যথেষ্ট বিশেষ আছে। কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, উজ্জ্বল ও শান্ত; যেন হীরক নিঃসৃত মনোরম রশ্মি। পদ্মাবতীর প্রতি প্রণয় উগ্র, সতেজ, উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত যেন তেজঃ প্রতিফলিত দীপ্তিমান জ্যোতি। উভয়ই আবশ্যক, কার্য্যকর এবং প্রিয়। কিন্তু অধুনা নবকুমারের হৃদয়ে পদ্মাবতীই প্রবল। কারণ পদ্মাবতী উপস্থিত। কপালকুণ্ডলা অনুপস্থিত এবং আর যে কখন উপস্থিত হইবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয় একারে চাপা পড়িয়া

রহিয়াছে মাত্র। তাহা কখন বিলীন হইবে না। প্রণয় বিলীন হইবার সামগ্রী নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অশুভ-সংবাদ।

"শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং ———"

রামায়ণম্।

দিবসত্রয় পরে একদিন নবকুমার ও মথুরানাথ উভয়ে ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে নবকুমারের অনুসন্ধানে গ্রামান্তর হইতে একটী ব্রাহ্মণ আইসেন। ভৃত্য তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া চণ্ডিমণ্ডপে বসাইয়াছে। তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময় নবকুমার ও মথুরানাথ প্রত্যাগত হইলেন। ভৃত্য নবকুমারকে ব্রাহ্মণের আগমন-বার্ত্তা জানাইল। নবকুমার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তথায় প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় শোকে আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কাপালিকের নিকট হইতে পলাইয়া যাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যিনি কপালকুণ্ডলাকে সম্প্রদান করিয়া নবকুমারকে অতুল সুখ-সাগরে ভাসাইয়াছিলেন—নবকুমার দেখিলেন, অভ্যাগত সেই হিজলীর ভবানীর অধিকারী। নবকুমারের মুখ দিয়া বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। যখন অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন, "নবকুমার! কপাল-

কুণ্ডলা কেমন আছে ?" তখন তাঁহাকে কি বলিয়া উত্তর দিব, এই ভাবিয়া নবকুমার ব্যথিত হইলেন।

নবকুমার আসিয়া অধিকারীর চরণে নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"নবকুমার ! বিষণ্ণ কেন ? সংবাদ মঙ্গল ত ?"

এই কথায় নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অধিকারী তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও ব্যাকুল হইলেন। নবকুমার অনেক ক্ষণ পরে কহিলেন, "সমস্ত কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন।"

এই বলিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত অধিকারীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেরূপে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু হইয়াছে সমস্ত বলিলেন। সেই সমস্ত শুনিয়া অধিকারী অবিরল অশ্রু-জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেন। কাপালিকের অসদভিপ্রায় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দেন। আপাততঃ দেখিতে গেলে জগতে অধিকারী ভিন্ন কপাল-কুণ্ডলার আর কেহই ছিল না। অধিকারীরও যতদূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কিছুই নাই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যা বাৎসল্যে লালন পালন করিতেন। কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার অপত্য-স্নেহ জন্মিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা জ্ঞানোদয়াবধি অধিকারী ভিন্ন অন্যকে জানিতেন না। অধিকারী পিতা, অধিকারী মাতা এবং অধিকারীই তাঁহার সর্ব্বস্ব ছিলেন। পরস্পর প্রিয় ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একের অপমৃত্যু হইয়াছে শুনিলে অপরের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় সন্দেহ কি ? অধিকারীর হৃদয়

ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ রোদন করিলেন। নবকুমার ও মধুরানাথ তাঁহাকে বিস্তর প্রবোধ দিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিলেন,—

"নবকুমার! কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট বড় মন্দ। ভবানী তাহাকে কখন সুখ দিলেন না। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। কোথায় পিতা, কোথায় মাতা, কোথায় নিবাস বাছা তাহার কিছুই জানিত না। তোমার সহিত বিবাহ দিলাম। ভাবিলাম এক দিন না এক দিন বাছা সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। অদৃষ্টে না থাকিলে কি হইবে বল? সকলই বিপরীত হইল।"

নবকুমার নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। অধিকারী কহিলেন,—

"নবকুমার! আর তাহা ভাবিয়া কি হইবে? তুমি সচ্চরিত্র ও শান্ত ব্যক্তি। বিধাতা তোমাকে এত বেদনা দিতেছেন কেন? পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হওয়া তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

নবকুমার নির্ব্বাক। অধিকারী কহিলেন "আহা! তাহার যেমন রূপ তেমনি গুণ। তাহাকে সহসা দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিত।"

নবকুমার কহিলেন,—"কপালকুণ্ডলার নামও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহার বৃত্তান্ত জগতে কেহই জানে না। কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নিজ বৃত্তান্ত জানিত না। আপনি তাহার বিষয় জানেন কি?"

অধিকারী দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে কহিলেন,—"এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া ভবানী সকলই আমাকে জানাইয়াছেন। আমি সকলই জানি।"

নবকুমার কহিলেন—"সে সকল কথা জানিবার নিমিত্ত অন্যে সময়ে মন অত্যন্ত অস্থির হয়। অদ্য আর সে কথা আন্দোলনের আবশ্যক নাই। সময়ান্তে আপনার নিকট সমস্ত শুনিব।"

সে রাত্রি অধিকারী তথায় অবস্থান করিলেন। প্রাতে উঠিয়া তিনি জন্মভূমি দেখিতে যাইবার নিমিত্ত বিদায় চাহিলেন। নবকুমার তাহাতে আপত্তি করিয়া কহিলেন,—"যে দুদিন আপনি এখানে আছেন সে দুদিন আমরা ভাল আছি। আপনি এক্ষণে গিয়া কি করিবেন? তথায় কেই বা আছেন,—কাহাকে দেখিতেই বা যাইবেন? আর চারি পাঁচদিন পরে আমি সপ্তগ্রামে যাইব। আপনি সেই সময় বাটী যাইবেন। আমি মাসেক কাল পরে আবার এখানে আসিব। আপনিও অবশ্যই ইতি মধ্যে ফিরিতে পারিবেন। আবার এখানেই সাক্ষাৎ হইবে।"

অধিকারী তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্তিম-সময়ে।

"——————gone to Pluto's reign,
There with sad ghosts to pine and shadows dun."

Thomson's *Castle of Indolence.*

বৈকালে নবকুমার মথুরানাথ ও অধিকারী ভ্রমণে নির্গত হইলেন। নবদ্বীপের দক্ষিণাংশে নিবিড় বন। তাঁহারা সেই দিকেই বেড়াইতে গেলেন। উত্তরদিকে বন;—মধ্য দিয়া গ্রামান্তর যাইবার নিমিত্ত এক পথ ছিল তাঁহারা সেই পথ বহিয়া যাইতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সন্নিকটে একটী মনুষ্যের যন্ত্রণা-সূচক ধ্বনি একফালে তাঁহাদের তিন জনেরই কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা তিন জনেই চমকিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে তাকাইলেন—কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যন্ত্রণা-ধ্বনি আরও প্রবল হইল। তাহা সন্নিহিত বনমধ্য হইতে নিঃসৃত হইতেছে বোধ হইল। তাঁহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিলেন। দুইপা অগ্রসর হইয়া বৃক্ষ লতার মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটী মনুষ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। তাঁহারা বৃক্ষ লতার মধ্য দিয়া পথ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাহা দেখিলেন তাহাতে অধিকারী ও নবকুমার ত্রস্ত হইলেন! ভয়ানক দৃশ্য! তাঁহারা দেখিলেন—সাগর-তীর-বাসী, কপাল-কুণ্ডলা-পালক, ভৈরবী-সেবক, জটাজুট-ধারী, দুরন্ত কাপালিক মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছে! তাহার চরমকাল উপস্থিত। প্রাণ-বায়ু অনতিবিলম্বে সে দেহ-রাজ্য ত্যাগ করিবে। এতকাল ভৈরবী আরাধনায় যে কি পুণ্য সঞ্চিত হইল, তাহা কাপালিক আর অল্প কাল পরেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নবকুমার ও অধিকারী ভাবিলেন—কাপালিক এখানে কেন আসিল, সহসা উহার মৃত্যুই বা কেন হয়? এসকল কথা এখন মীমাংসিত হইবার নহে। তাঁহারা কাপালিক সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। কাপালিকের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িল। নবকুমারের রোমাঞ্চ হইল; রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইল; শরীরের শিরা সকল কাঁপিতে লাগিল।

কাপালিকের মুখ প্রফুল্ল হইল। যন্ত্রণায় অধীর কাপালিক তাঁহাদের দেখিয়া যেন কিয়ৎপরিমাণে শান্তি-লাভ করিল। কাপালিক বক্ষ দোলা তাঁহাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিল। তাঁহারা বসিলেন। কাপালিক মুখ ব্যাদান করিল। তাঁহারা বুঝিলেন কাপা-

লিক পানীয় চাহিতেছে। মথুরানাথ সত্বর জল আনিতে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে একটী মৃণ্ময় পাত্রে করিয়া এক পাত্র জল আনিয়া অধিকারীর হস্তে দিলেন। অধিকারী কাপালিকের মুখে অল্প অল্প জল দিতে লাগিলেন। জল পান করিয়া কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা হইল। অতি অস্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিল এবং কহিল,—

"পাপ—ওঃ ঘোর—নরক—জ্বলন্ত। ভবানী, ক্ষমা—অসম্ভব। ওঃ—নব—ক্ষমা। কষ্ট—দাহ—অনল—প্রাণ। আ—র—না। ম—সন্তান। ওঃ—ক্ষমা—তুমি—ক্ষমা। মরি—ই—ই—ই।"

এই বলিয়া কাপালিক নিস্তব্ধ হইল। পুনরায় মুখ ব্যাদান করিলে অধিকারী পানীয় দিলেন। কাপালিক আবার কহিল,—

"জীবন—যায়। নরক। উপায়? ওঃ—মরি—যে। এবার—না।"

কপালিক নবকুমারের হস্ত হইতে হস্ত গ্রহণ করিল এবং দুই হস্ত একত্রিত করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করত কহিতে লাগিল,—

"মা!—ক্ষমা—কর,—চরণ—দেও। মরি। নরকে—না। স—ন্তা—ন অবোধ আর—না। চ—র—ণ। পাপ—কখন—না মা—আ—আঃ। ওঃ—যাই—যে! মাঃ জানি—তাম—না। এই—বার—ক্ষমা, আর—না। ওঃ।"

কাপালিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিল। ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার গভীর চক্ষুমধ্যে অশ্রুজল আবির্ভূত হইল। কাপালিকের কথা কহিবার ক্ষমতা ক্রমে লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। কাপালিক আবার মুখ ব্যাদান করিল। অধিকারী পুনরায় জল দিলেন। জল পান করিয়া আবার নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল,—

"ভা—ই—নব। মরি—রাগ—না—ক্ষমা" এই বলিয়া নীরব হইল। কাপালিক অত্যন্ত দুরন্ত, দুর্মতি ও সে নবকুমারের মর্ম্মান্তিক ক্ষতি করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা ও নরকের বীভৎস মূর্ত্তি দর্শনে তাহার অনুতাপ ও ক্লেশ দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি উচ্চস্বরে কহিলেন,—

"আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। প্রার্থনা করি ভবানীও তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

নবকুমার উচ্চ করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া কাপালিক শুনিতে পাইল। সে আবার কহিল,—

"নব—ওঃ। কপাল—কু—ও—লা,—ল—ক্ষী—ই—ই—স—তী। ওঃ—মরি যে। মা! আছে—বলি—পু—উ—উ। রা—ম। ওঃ—ধা—ই। ত্রা—ণ। ধন—বা—ন্। তা—র—আ—আ—আ। ভ—বা—নী—মা—আ—আ।"

নবকুমার ও অধিকারী উভয়েই এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন,—

"কপালকুণ্ডলার কথা কি বলিলেন?" কাপালিক অতি কষ্টে আবার কহিল,—

"আ—ছে—এ—এ—এ। ও—ও—ওঃ। মাঃ—কপা—ল—লা——"

তাহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। কপালকুণ্ডলার অর্দ্ধোচ্চারিত নাম তাহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। অতি কষ্টে পাপী, অনুতাপী, নরক-ক্লেশ-ভীত কাপালিক তনু-ত্যাগ করিল। তাহার গতি কি হইবে তাহা সে পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়া গেল।

ধরণীপাদ-বিচরণশীল কোন মানব সংসারে—কম্পিত, মুখ-সঙ্কোচনের সঙ্গে সেক্ষণ মধ্যে নীত হইলে, ঐরাবত নাগারূঢ়, পারি-

জাত-প্রজ-শোভিত শচী সহ শচীনাথকে অথবা অন্য কোন সুরলোক-বাসী আত্মাকে সহসা সম্মুখে সমুপস্থিত দেখিলে; প্রাতঃ সূর্য্য পশ্চিম গগনে সমুদিত হইলে অথবা নৈসর্গিক নিয়মের তদ্রূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া সম্ভব—কাপালিকের প্রমুখাৎ কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধীয় কথা সকল শুনিয়া অধিকারী ও নবকুমারের তদ্রূপ বিস্ময় জন্মিল। কাপালিকের সমস্ত কথা নিতান্ত অস্পষ্ট ও জড়তা পূর্ণ হইলেও 'কপালকুণ্ডলা আছে' ইহা সে পরিষ্কার রূপে বলিয়াছে। উভয়ে ইহা লইয়া কতই আন্দোলন করিলেন। একথায় বিশ্বাস স্থাপনে এবং ইহার কোন নিগূঢ়ার্থ নির্ব্বাচনে অক্ষম হইয়া সদুত্তর প্রতীক্ষায় চিত্র-পুত্তলীর ন্যায়, উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে নবকুমার কহিলেন,—

"নিতান্ত অসম্ভব কথা। কিরূপে উহা বিশ্বাস করি। আমার বোধ হয় কাপালিক মৃত্যু সময়ে প্রলাপ বলিল।"

অধিকারী বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন,—"তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?" তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর অন্যরূপ বলিতে লাগিল। তাঁহাদের অন্তর ঐ কথাকে সত্য ও অভ্রান্ত ভাবিতে ইচ্ছা করিল। মুখে ও মনে ঐক্য হইল না।

অধিকারী কহিলেন,—"কাপালিক মানবলীলা সম্বরণ করিল। ওব্যক্তির জীবন যত মন্দ হউক না কেন, আমি জানি ও ব্রাহ্মণ। সুতরাং উহার যথাবিধি ও যথাসম্ভব সংকারাদি করা কর্ত্তব্য।"

এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন, এবং অবিলম্বে কাপালিকের মৃতদেহ সুরধুনী-তীরে আনয়ন করিয়া চিতা সজ্জা করতঃ দগ্ধ করিলেন। ঘোর তান্ত্রিক কাপালিকের দেহ ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে তাহার নাম ও চিহ্ন বিলুপ্ত হইল।

পরদিন নবকুমার সপ্তগ্রাম এবং অধিকারী পলাসী যাত্রা করিলেন। কাপালিকের অন্তিম কালের কথা কেহই বিস্মৃত হইলেন না। তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে বিশেষরূপে অঙ্কিত থাকিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকা-পার্শ্বে।

"Oh woman : lovely woman , nature made thee
To temper man ; we had been brutes without you ;
Angels are painted fair, to look like you ;
There's in you all that we believe of heav'n
Amazing brightness, purity and truth,
Eternal joy, and everlasting love.

Otway.

পাঠক! বহুদিন পরে আবার নবকুমারকে পদ্মাবতীর পার্শ্বে দর্শন করুন। অতঃপর পদ্মাবতীকে লুৎফউন্নিসা বলিবার আবশ্যক নাই। সে নামের সহিত তাঁহার চির বিচ্ছেদ হইয়াছে।

পদ্মাবতী আপন গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, বেলা দ্বিপ্রহর। গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ। সুপ্রশস্ত গৃহ, এজন্য অন্ধকার হয় নাই। পদ্মাবতী এক খানি পালঙ্কোপরি উপাধানাবলম্বনে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার এক হস্তে পুস্তক, অপর হস্তে এক খানি তাল-বৃন্ত। পদ্মাবতী একমনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে তাল-বৃন্ত ব্যজন করিয়া গ্রীষ্ম বিদূরিত করিতে-

ছেন। নিকটে একটী আধারে কতকগুলি সজ্জিত তাম্বূল রহিয়াছে; পদ্মাবতী ইচ্ছানুসারে এক একটী চর্ব্বণ করিতেছেন।

এমন সময় গৃহের একটী দ্বার উন্মোচিত হইল। মুক্তদ্বার দিয়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী সহসা তাঁহার আগমন দৃষ্টে পুলকিতা হইলেন, এবং সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তৎ-সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রেম-পবিত্র আলিঙ্গন করিলেন ও সেই অবস্থাতে তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইয়া কত ক্ষণ পার্থিব সমস্ত পদার্থ বিস্মৃত হইয়া, সেইরূপ আলিঙ্গনে বদ্ধা রহিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে নবকুমার পদ্মাবতীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পদ্মাবতী এতক্ষণে নবকুমারের বক্ষাসন হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া নবকুমার-কৃত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। নবকুমার দেখিলেন পদ্মাবতীর নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুনীরে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ কথাবার্ত্তায় উভয়ে উভয়ের সমস্ত কথা জ্ঞাত হইলেন। পরে পদ্মাবতী কহিলেন,—"শ্যামার সংবাদ কি?"

নবকুমার উত্তর করিলেন,—"আমি যতদূর দেখিলাম তাহাতে আমার বোধ হইল, শ্যামা আপন অবস্থায় আপনি সন্তুষ্টা আছে।"

পদ্মা। "শ্যামা আর কত দিন নবদ্বীপ থাকিবেন?"

নব। "আমি আর কিছু দিন থাকিলে একেবারে শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া আসিতাম। কিন্তু তোমাকে দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইল, এজন্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। কিছু দিন পরে গিয়া শ্যামাকে আনিব।"

পদ্মা। "আবার কতদিন পরে যাইতে হইবে? এবারে যখন যাইবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তুমি ভবানে যাইয়া দেড়মাস, দুইমাস বিলম্ব করিবে, তাহা হইবে না।"

নব। "এবার আমার নবদ্বীপে অধিক বিলম্ব হইবে না। গমন মাত্র শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া আসিব।"

পদ্মা একটু হাসিলেন। মনে এই কথার উত্তর দিবার জন্য যে ভাব উদিত হইল তাহা না বলিয়া বলিলেন,—"শ্যামা যদি সেখানে ভাল থাকেন বুঝিয়া থাক, তবে এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আনিবার আবশ্যক কি?"

নব। "শ্যামা যদিও এখন ভাল আছে কিন্তু চিরকাল সেরূপ থাকা সম্ভাবিত নহে। সপত্নী সহবাসে কতদিন সেরূপে থাকিবে? আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, শ্যামা বাটীতে না থাকিলে আমার কত ক্লেশের সম্ভাবনা।"

নবকুমারের কথা শুনিয়া পদ্মাবতী একটু অন্যমনস্কা হইলেন। তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন,—"নবকুমার! দাসীর একটী কথা শুনিতে হইবে। দাসীর প্রতি তুমি আশাতিরিক্ত অনুগ্রহ করিয়াছ। নারীর আশার সীমা নাই—তোমার নিকট আবারও প্রার্থনা করিতেছি।"

নব। "কি কথা নিঃসঙ্কোচে বল।"

পদ্মা। "তোমার কিন্তু আমার কথা রাখিতে হইবে।"

নব। "তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। বল।"

পদ্মা। "কথা এই—তোমার একটী বিবাহ করিতে হইবে। আমার এই কথাটী তোমার রাখিতেই হইবে। তুমি একটী বিবাহ করিলে আমার সুখের সীমা থাকিবে না। মনের সকল বাসনা সফল হইয়াছে; এখন ঐটী সফল হইলে আমি চরিতার্থ হই। তুমি ইহা স্বীকার কর। ইহাতে অন্যমত করিলে আমি বড় ক্লেশ পাইব।"

নবকুমার ইহার কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিলেন। পরে সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"পদ্মাবতি তোমার মনে সহসা এ ভাব জন্মিল কেন?"

পদ্মা। "এ ভাব সহসা জন্মে নাই; আর ইহা অকারণও নহে। আমি তোমার চরণ ছায়ার ভিখারিণী ছিলাম—তোমার নিকট সে ভিক্ষা লাভ করিয়াছি; তাহারও অধিক লাভ করিয়াছি। এ অদৃষ্টে এত হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তোমার ক্লেশ নিবারণ চেষ্টাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তোমার ক্লেশ আমি কোন্ চক্ষে দেখিব? তুমি একটী বিবাহ করিলে তোমার সাংসারিক সমস্ত ক্লেশ অপনোদিত হয় তাহা আমি বুঝিতেছি। কোন্ প্রাণে তোমাকে সে জন্য অনুরোধ না করিব?"

নবকুমার পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যে পদ্মা কিছু দিন পূর্ব্বে স্বামি-প্রেম একায়ত্ত করিবার নিমিত্ত কি না করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে অধুনা এ কথা শুনিয়া কাহার না বিস্ময় জন্মিবে? নবকুমার অনেক ক্ষণ পরে বলিলেন,—

"পদ্মাবতি! আমি আর বিবাহ করিব না। আর কাজ কি?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"নাথ! তুমি বিবাহ করিলে আমি অসুখী হইব বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ;—তাহা নহে। আমি তাহাতে অসুখী হইব না। বরং তাহাতে আমার সুখ বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। তুমি আমার চিন্তায় নিজ সুখে কণ্টক দিলে আমার সুখ না হইয়া দুঃখই বাড়িবে। আমি কি দেখিতেছি না যে, নিঃসংসারী হওয়ায় তোমার কত অনিষ্ট ঘটিতেছে। এমন স্থলে তাহাতে অন্যমত করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে আমি সুখী হইব, অথচ তোমারও মঙ্গল হইবে, সে কার্য্যে আপত্তি কি?"

নবকুমার বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই পদ্মাবতী এইরূপ হইয়াছে। বিধাতা সকলই করিতে পারেন। সময়ে সবই হয়। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—

"পদ্মাবতি! তুমি নারী-কুলের অলঙ্কার। তুমি আমার নিতান্ত হিতৈষিণী। তোমার কথা সকল অমৃত-রসে সিক্তি। তোমার বাক্য-পীযুষ পান করিলে আমার মন বিচলিত হইয়া উঠে। আমার অন্ত কিছু জ্ঞান থাকে না। এক্ষণে বিবেচনা বা চিন্তার সময় নহে। তোমার ওকথা আমি পরে মীমাংসা করিব।"

পদ্মা। "আচ্ছা। সে যাহা হউক, নবকুমার! তুমি কপাল-কুণ্ডলা——।"

কপালকুণ্ডলা এই শব্দটি উচ্চারিত হইবামাত্র নবকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। পদ্মাবতী তাহা লক্ষ্য করিলেন, তথাপি তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"নবকুমার! তুমি কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে কোন কিছু শুনিতে পাও কি?"

নবকুমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কপাল-কুণ্ডলার কথা আর কেমন করিয়া শুনিব? তাহার অকাল মৃত্যুর সহিত তাহার নামও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে আর কে কি বলিবে?"

পদ্মা। "তাহাতে কি তোমার কোন সন্দেহ হয় না?"

নব। "কি আশ্চর্য্য কথা! পদ্মাবতি! কেমন করিয়া সন্দেহ হইবে? আমার কথায় যদি তোমার অবিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, কপালকুণ্ডলা আমার সাক্ষাতে—আমার চক্ষের উপর, এক খণ্ড নদী তীরস্থ মৃত্তিকা সহ অতলজলে নিপতিত হইয়াছে। আমি তাহার সেই অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হৃদয়ে জলে

ঝাঁপ দিই। কিন্তু আমার আয়াস বৃথা হইল। কপালকুণ্ডলাকে আর উদ্ধার করিতে পারিলাম না।"

এই কথা বলিতে বলিতে নবকুমারের মনে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইল। মনে শোক উপস্থিত হইল। তিনি অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—

"কেন? পদ্মাবতি! অদ্য এ সকল কথা জিজ্ঞাসিতেছ কেন?"

পদ্মাবতি কহিলেন,—"এ কথার আলোচনায় তোমার মনে যাতনা উপস্থিত হইবে, তাহা জানি তথাপি না জিজ্ঞাসিলে নয়। আমি এ সকল কথা আজ কেন জিজ্ঞাসিতেছি শুন।" এই বলিয়া পদ্মাবতী সামুল অঙ্গুরীয় বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট যথাযথ বলিলেন। সে সকল কথা শুনিতে শুনিতে নবকুমারের লোচন প্রান্তে অশ্রু আবির্ভূত হইল। পদ্মাবতী সমস্ত কথা বলিয়া কহিলেন,—"নাথ! ইহাতে তোমার কি বোধ হয়?"

নব। "বোধ কি হইবে? ইহা আমার বুদ্ধির অতীত। কপালকুণ্ডলা নাই এবং থাকাও নিতান্ত অসম্ভব ইহা আমি বেশ জানি। তবে আমার দুরদৃষ্টের সমস্ত ক্লেশের এখনও শেষ হয় নাই। এই জন্য সময়ে সময়ে কপালকুণ্ডলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছায়ার ন্যায় প্রমাণ সকল জুটিতেছে। ও কিছুই নয় কেবল সমধিক ব্যাকুলিত হইবার এবং ক্লেশ ও যাতনা পাইবার কারণ।"

পদ্মা। "কিন্তু তুমি যাই বল আমার যেন বোধ হয় কপালকুণ্ডলা আছেন। বোধ করি কোন প্রকারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকিবেন।"

নব। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে) "পদ্মাবতি! ও সকল কষ্ট কল্পনা কেন করিতেছ? আমি নিতান্ত হতভাগা। আমার কষ্টের সীমা নাই। অন্যের হইলে যাহা হয় হইত, আমার অদৃষ্টে কখনই

তাহা ঘটিবে না। দুরাশায় আর কেন চিত্তকে বদ্ধ করিতেছ? স্বপ্নে সুখ সম্ভোগ করিয়া কি হইবে?"

পদ্মা। "যাহা হউক এজন্য অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।"

নবকুমার শূন্যভাবে কহিলেন,—"কোথায় অনুসন্ধান করিব?"

নবকুমার বলিলেন বটে 'কোথায় অনুসন্ধান করিব' কিন্তু তখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা এমনি ভয়ানক হইয়াছে যে, কপালকুণ্ডলার পুনর্দ্দর্শন প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দুরূহ কার্য্য সাধনে তিনি অকাতরে প্রস্তুত। তাঁহার মন নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি সংসার কপালকুণ্ডলাময় দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য পার্থিব সমস্ত ভাবনা তিরোহিত হইয়া গেল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিলেন। নবকুমার হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, তথায় একটী মূর্ত্তি—একটী মাত্র চারু রমণী মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সে মূর্ত্তি কপালকুণ্ডলার। কপালকুণ্ডলা তো অনেক দিন পরলোকগতা হইয়াছেন, তবে তাঁহার মূর্ত্তি অদ্যাপি নবকুমারের হৃদয়ে সুচিত্রিত রহিয়াছে কেন? নবকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সংসার ভুলিবেন, আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইবেন, পার্থিব সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিবেন তথাপি তিনি কপালকুণ্ডলাকে হৃদয় হইতে কখন অপনীত করিবেন না। নবকুমার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নাই—আর কখন যে বিস্মৃত হইবেন তাহাও সম্ভবিত নহে। যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ সহচরগণের উপকারার্থ নিঃস্বার্থে কাষ্ঠ-ভার মস্তকে বহন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি যে প্রাণদায়িনী হিতৈষিণী সুন্দরীর মূর্ত্তি চিরদিনের নিমিত্ত সহর্ষ চিত্তে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালের কুটিল শাসনে মূর্ত্তি স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা স্মৃতি রঙ্গ সংযোগে বিকৃত

অংশ সকল সংস্কৃত ও পুনঃ রঞ্জিত হইল। আবার নবকুমারের হৃদয়ে মোহিনী কপালকুণ্ডলা শোভা বিকাশ করিতে লাগিলেন।

ইতি পূর্ব্বে কাপালিকের মরণ কালীন কথাগুলি কপালকুণ্ডলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নবকুমারের হৃদয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছে। অদ্য পদ্মাবতীর প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সে সন্দেহ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইল। তিনি আশার প্রভাবে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। যদি সর্ব্বস্ব দান করিলে কেহ তাঁহাকে বলিয়া দেয় 'কপালকুণ্ডলা আছেন,—তিনি অমুক স্থানে আছেন' নবকুমার তদ্দণ্ডে তাহাকে তাহা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে সম্মত। যদি আত্মজীবন বন্ধ রাখিয়ে, একবার মাত্র কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাওয়া যায়, নবকুমার অবাধে তাহাতেই স্বীকৃত। যদি দক্ষিণ হস্তের বিনিময়ে কপালকুণ্ডলার সংবাদ পাওয়া যায়, নবকুমার হৃষ্টচিত্তে তাহা করিতে প্রস্তুত।

মানুষে মানুষের হৃদয় দেখে। যে ব্যক্তি দেখিতে জানে, সেই দেখে, অন্যে দেখিতে পায় না। সকলেরই চক্ষু আছে। চক্ষু দর্শন যন্ত্র। সকলেই সকলের হৃদয় দেখিতে পায় না কেন?— তাহার উত্তর—তাহাতে কৌশল চাই, তাহাতে অভিজ্ঞতা চাই। সে কৌশল উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না। কাল ও স্বভাব যাঁহাকে তাহা শিখাইয়াছেন তিনিই শিখিয়াছেন। চক্ষুর ক্ষমতা স্বচ্ছ পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছু ভেদ করিতে পারে না। তবে মানুষে মানুষের হৃদয় দেখে কি প্রকারে? দর্পণে যেমন সম্মুখস্থ পদার্থের ছায়া পড়ে তেমনি এক প্রকাশ্য স্থানে হৃদয়েরও ছায়া পড়ে। সে স্থান বদন। তোমার রাগ হউক, দ্বেষ হউক, আনন্দ হউক, মনস্তাপ হউক—যে দেখিতে জানে, সে তোমার বদন দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিবে। পদ্মাবতি! কি দেখিতেছ?

তোমার হৃদয় কেহ দেখিতেছেন তাহা তুমি বুঝিতেছ কি? নবকুমার কতক্ষণ একতান মনে পদ্মাবতীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। পদ্মাবতী যে সকল কথা বলিলেন তাহা তাঁহার অন্তঃরের কথা কি না, নবকুমারের মন তাই জানিবার নিমিত্ত পদ্মার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নবকুমারের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি দেখিলেন পদ্মাবতীর দৃষ্টিতে পবিত্র সরলতা বিরাজ করিতেছে; যে কপট হৃদয়া তাহার সেরূপ দৃষ্টি কখনও সম্ভবে না। পদ্মা যখন যাহা বলেন তাহা তাঁহার অন্তর হইতেই বলেন। তিনি ভাবিলেন "পদ্মাবতী রমণীরত্ন। যত ক্ষতি হয় হউক, তথাপি পদ্মাবতীর সুখ সাধনে যাহা প্রয়োজন তাহা করিব।" এই জন্যই বলিতেছি 'পদ্মাবতি! তুমি নিঃশঙ্কচিত্ত থাক। তোমার ভয় কি? তোমার সুখ নবকুমারের প্রধান লক্ষ্য।'

নবকুমার অনেকক্ষণ পরে কহিলেন,—"প্রিয়ে! বহুদিন উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ নাই। এক্ষণে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি, [illegible]ছি।"

এই বলিয়া নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন।

পদ্মাবতী বলিলেন,—"তোমার সহিত এখনও অনেক বিশেষ কথা আছে।"

নবকুমার কহিলেন,—"যদি সময়ান্তরে বলিলে ক্ষতি না হয় তবে পরে বলিও।"

পদ্মাবতী বলিলেন,—"তাহাই হইবে।"

নবকুমার প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অশনি-সম্পাতে।

"সম্ভাবেন্তা আপদেসুং মহৎসবেস্তুংক্কআবেন্তা।
ছিন্নঅজ্জিয়া বিঅবিহ্বা ণিরুহে মিত্তাণংচ্ছুম্মণাঅন্তে॥"

মুদ্রারাক্ষস

যে বিপদে নিষ্পেশিত হইয়া উমাপতি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন পাঠকমহাশয় তাহা জ্ঞাত আছেন। উমাপতির মাতুল প্রভৃতি কেহ সহসা এরূপ হইল জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলেন কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান পাইলেন না; কেহ কোন সংবাদও দিতে পারিল না। তখন হরিহর ভাবিলেন, 'নিশ্চয়ই উমাপতি সপ্তগ্রাম গিয়াছেন।' এজন্য পরদিন প্রত্যুষে স্বয়ং সপ্তগ্রাম আসিলেন। তথায় উমাপতি আসেন নাই। উমাপতির মাতা সমস্ত শুনিলেন। হরিহর তথায় বিলম্ব না ক[illegible]পতির সন্ধানে গমন করিলেন। পরদিন বৈকালে নবকুমার উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় গমন করিলেন। উমাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার শিরে যেন অশনি সম্পাত হইল। তিনি অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। বৃদ্ধার রোদন দেখিয়া নবকুমারের হৃদয় গলিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার সহিত উমাপতির অভিন্ন ভাব ছিল; সেই উমাপতির এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ শ্রবণে নবকুমার একান্ত ব্যথিত হইলেন। বিশেষতঃ উমাপতির বৃদ্ধা জননীর কাতরতা দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন,—

"মা! তুমি কাঁদিও না। ভয় কি? আমার বেশ বোধ [illegible]

যে কোন দৈব বিপাকে পড়িয়া উমাপতি বদ্ধ আছেন। তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই ইহা আমার বেশ মনে লইতেছে। যাহা হউক আমি কল্য প্রত্যূষে নির্গত হইব। পৃথিবী অনুসন্ধান করিব, প্রাণ দিব, যেমন করিয়া পারি উমাপতিকে আনিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। কোন চিন্তা করিও না। ভয় কি ?"

বৃদ্ধা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—

"বাবা নবকুমার ! তুমি চিরজিবী হও। দাদা অনুসন্ধানের ত্রুটী করিতেছেন না। আহা ! তাঁর বড় ভয়, বড় ভাবনা। একটী ছেলে নাকি এমনি করিয়া নিরুদ্দেশ হইল আর পাওয়া গেল না, সেই জন্য আরও ভাবনা। কপাল মন্দ। নবকুমার ! তুমি আর কোথায় যাইবে ? তোমাতে উমাপতিতে প্রভেদ নাই। তোমার বিপদেও তো আমার চিন্তা।"

নবকুমার তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—

"মা ! আপনি অন্যায় বলিতেছেন, আমি কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকিব ? আপনি আমায় বাধা দিবেন না।"

এই বলিয়া নবকুমার উত্তর অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত প্রস্থান করিলেন।

নবকুমার তথা হইতে একেবারে পদ্মাবতীর আলয়ে আগমন করিলেন। পদ্মাবতী পুনরায় নবকুমারকে সমাগত দেখিয়া পুলকিতা হইলেন।

নবকুমার কহিলেন,—"পদ্মাবতি ! উমাপতির সংবাদ শুনিয়াছ ?"

পদ্মা। "না, তাহাত কিছু শুনি নাই।"

নবকুমার তখন সমস্ত কথা পদ্মাবতীর গোচর করিয়া কহিলেন,—"পদ্মাবতি ! কল্য প্রত্যূষে আমি উমাপতির সন্ধানে যাত্রা করিব, কত দিনে ফিরিব তাহার স্থিরতা নাই। তুমি যে সকল

কথা বলিবে বলিয়াছিলে, তাহা যদি বিশেষ আবশ্যকীয় হয়, তবে এই সময় বল।"

পদ্মাবতী দাঁড়াইয়াছিলেন সমস্ত কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শিরে যেন সহস্র বজ্রাঘাত হইল। তিনি আপন অদৃষ্টকে সহস্রবার ধিক্কার দিয়া কহিলেন,—

"নবকুমার! আমি জানি উমাপতি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁহার বিপদে তোমারও বিপদ। তাহার এ সংবাদে তোমার কখন নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নয় সত্য,—কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে? যদি স্থির নিশ্চয় থাকিত যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে এবং তাঁহার বিপদ মোচন করিতে পারিবে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই গমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন সেরূপ কিছুই নিশ্চিত নাই, তখন তুমি কি করিবে? আমি তোমাকে তোমার এই কর্ত্তব্য পালন করিতে নিরস্ত করিতেছি না, কিন্তু তোমাকে ইহার পরিণাম বিবেচনা করিতে বলিতেছি।"

নবকুমার বলিলেন,—

"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ। কিন্তু আমি কি বলিয়া স্থির থাকি? উমাপতির বৃদ্ধা জননীর কাতরতা যদি দেখিতে তাহা হইলে আমার ন্যায় তুমিও সমস্ত ভবিষ্যৎ জ্ঞানহীনা হইতে। কি করি,—অন্য কোন উপায় নাই। কল্য প্রত্যূষে গোপালপুরে উমাপতির মাতুলের নিকট যাইব। তথায় যাইয়া কোন বিহিত বিধান করিতে পারি ভালই, নচেৎ অগত্যা আবার প্রত্যাগমন করিব। ইহা অপেক্ষা সদুপায় কিছু থাকে—বল।"

পদ্মাবতী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন,—

"তোমার উদ্দেশ্যে বাধা দিব না। তুমি যাও—ঈশ্বর তোমার মানস সফল করুন। এরূপ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে মিত্রতার

কার্য্য হয় না। সোদরাধিক প্রিয়মিত্রের নিমিত্ত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যাও—কিন্তু এক কথা, আমি সংবাদ পাই যেন।”

নবকুমার আবার ভাবিলেন, পদ্মাবতী রমণীরত্ন। আর একবার তিনি ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পদ্মাবতীর বদন-পদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার দৃষ্টি পদ্মাবতীর অন্তরে প্রবেশ করিল। সেখানে দেখিলেন, কেবল সরলতা ও পবিত্রতা ক্রীড়া করিতেছে। কে বলে “পদ্মাবতী কলঙ্কিনী?” নবকুমার তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে প্রস্তুত। নবকুমার পদ্মার হৃদয়ে কলঙ্ক-কণাও দর্শন করিলেন না। ইহা প্রণয়ের ধর্ম্ম—নূতন নহে।

প্রাচীনেরা প্রণয়-দেব কিউপিদ্‌কে অন্ধ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অপর সম্প্রদায়ী কেহ কেহ কহেন প্রেম দর্শন সলোমান অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ চসমা বিক্রেতাদিগের দর্শন-যন্ত্র-জাত দৃষ্টি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। এই দুই সর্ব্বথা বিভিন্ন মতই সত্য এবং প্রশংসনীয়। প্রণয় একপক্ষে নিতান্ত অন্ধ, অপর পক্ষে তাহার দিব্য দর্শন। প্রণয়ী প্রণয়ীর পর্ব্বত প্রমাণ দোষও সহজে লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তিল প্রমাণ গুণকে তাল করিয়া দেখেন।

নবকুমার সোৎকণ্ঠায় কহিলেন,—

“পদ্মাবতি! আমাকে কি বলিবে বলিয়াছিলে—বল।”

পদ্মাবতী কহিলেন,—“বলিতেছি।”

এই বলিয়া নিকটস্থ পেটিকা মধ্য হইতে এক খানি অনুমোচিত লিপি বাহির করিলেন। লিপি নবকুমারের নামে শিরোনামাঙ্কিত। পদ্মাবতী লিপি নবকুমারের হস্তে দিয়া কহিলেন,—

“অল্পদিন হইল বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই পত্র পাঠাইয়াছেন।”

নবকুমার ব্যগ্রতা সহকারে লিপি পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিশাবসানে।

"রাজমার্গো হি শূন্যোঽয়ং রক্ষিণঃ সঞ্চরন্তি চ।
—————————— বহুদোষা হি শর্ব্বরী॥"

মৃচ্ছকটিক নাটকম্।

রাত্রি অনেক। [illegible] পূর্ণ নহে। গ্রাম প্রায় নিঃশব্দ। কেবল সময়ে সময়ে দুই একটী কুক্কুর দূরস্থ বৃক্ষপত্র অথবা অন্য কিছুর শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোর চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল বিদারিত করিতেছে,—অথবা কদাচিৎ দুই একটী পক্ষী সহসা কুলায় ভ্রষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল কোলাহলে প্রকৃতির শান্তি নষ্ট করিয়া পুনরায় নীড়ান্বেষণ করিতেছে,—ক্ষণে ক্ষণে দুই একটী পেচকাদি নিশাচর পক্ষী স্ব স্ব কর্কশ স্বর বিস্তার করত মাতৃক্রোড়-সুপ্ত বালক বালিকার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে স্থানীয় শান্তিরক্ষক প্রহরী উচ্চরবে তাহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়া গ্রামের সতর্কতা বিধান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ঝিল্লীগণের দিগন্তব্যাপী চীৎকার এবং তৎসহ সংযুক্ত একটী অনিয়মবদ্ধ যুগপৎ ভীতি ও প্রীতিজনক শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। রাত্রি ঝম্ ঝম্ করিতেছে। মানবগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এক্ষণে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে এবং নানাবিধ সুখ দুঃখ পূর্ণ স্বপ্নের মোহে অভিভূত হইতেছে। কোন অন্ন-বস্ত্র-বিহীন দরিদ্র হয় ত স্বপ্ন দেখিতেছে যে [illegible] মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ক্ষণিক রাজত্ব সুখ সম্ভোগ করিতেছে। এবং হয় ত কোন অতুল্য রত্নরাজি পরিবেষ্টিত নরপতি ছিন্ন কন্থা-বিলম্বিত স্কন্ধ হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাচ্ছলে অন্নে

উদর-পোষণের ক্লেশানুভব করিতেছেন। এই রূপে স্বপ্ন হয় ত কোন পাপী, দুরাচারকে অননুভূতপূর্ব্ব সুখ-সংবেষ্টিত স্বর্গে তুলিতেছেন এবং বিশুদ্ধ পুণ্যাত্মাকে কুম্ভীপাক নরকস্থ পূতি গন্ধপূর্ণ [illegible] নিক্ষেপিতেছেন। স্বপ্ন! তোমার মহিমা অসীম! তুমি সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ, জ্ঞানীকে মূর্খ এবং মূর্খকে জ্ঞানী, ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে ধনী, যুবককে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধকে যুবক করিতেছ! তোমার ক্ষমতা জ্ঞানের অতীত। রজনি! তুমি তোমার চির সঙ্গিনী নিদ্রা এবং তাঁহার কন্যা স্বপ্ন, তোমরা তিন জনে মিলিত হইয়া সংসারে কি রঙ্গই না দেখাইতেছ! রজনীর অন্ধকারে [illegible] হইয়া কত কঠিন হৃদয় দস্যু, নির্দ্দয়তা সহকারে অপরের জীবন সংহার [illegible] লুণ্ঠন করিতেছে,—কত দুরাচার [illegible] সহায় হীন-প্রাণা, সহায়হীনা, পতি-ব্রতা সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে,—ভয়ানক ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত এই সময়ে কত কত জীবের জীবন নাশ করিতেছে। রজনি! তোমার আগমনে সকলে নির্ম্মল শান্তি লাভ করে বটে, কিন্তু সকলের এতাদৃশ পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় কেন? সংসারের এত অনিষ্ট হয় কেন?

নবকুমার সুখময় শয়নে শায়িত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আইসে নাই। উমাপতির নিমিত্ত চিন্তা, কিরূপে কোথায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে সেই ভাবনায় তাঁহার মন অস্থির। সে অবস্থায় কি ঘুম আইসে? নবকুমার মানস-নেত্রে উমাপতিকে দেখিতে লাগিলেন, ভয়ানক বিপদ হইতে যেন তাঁহাকে মুক্ত করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ম্মিলনে যেন সানন্দে তাঁহার সহিত কত কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রত্যূষে উমাপতির সন্ধানে যাইতে হইবে বলিয়া তিনি প্রস্তুত হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিদ্রা না আসায় শয্যা বিরক্তিকর

হইয়া উঠিল। কি মনে হইল,—শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। দীপালোক সন্নিহিত হইয়া পদ্মাবতী প্রেরক লিপিপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে পত্রের সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা পাঠকগণকে জ্ঞাত করাইতেছি।

"মান্যবরেষু—

সসম্মান নিবেদন,—

বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে আপনাকে লিখিত হইতেছে যে, যদিও এখন বাদশাহ বাহাদুরের সহিত মহাশয়ের সাক্ষাৎ নাই তথাপি তিনি অতঃপর আপনাকে একজন প্রধান মিত্র বলিয়া গণ্য করিবেন। সে বিষয়ে যে কারণ আছে তাহা মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করিলে পরে জানিতে পারিবেন।

সম্প্রতি এই প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ বাদশাহ বাহাদুর মহাশয়কে একটী নিষ্কর জায়গীর প্রদানে অঙ্গীকার করেন। ঐ জায়গীর মহাশয়কে অন্ততঃ লক্ষ মুদ্রা আয় দিবে। আপনি অনুগৃহীত চিত্তে উহা গ্রহণে স্বীকার করিলে তিনি আপ্যায়িত হইবেন।

জাঁহাপনা সর্ব্বদা মহাশয়ের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন, এজন্য মহাশয় তাঁহাকে পত্র লিখিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় বাদশাহ বাহাদুরের সমস্ত মঙ্গল। তিনি অবিলম্বে মহাশয়কে স্বয়ং পত্র লিখিবেন। নিবেদন ইতি। তারিখ ১৯ সে রমজান।

অনুগত

শ্রীগায়েস উদ্দীন।*

---

* ভারতেতিহাস পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে গায়েস জাহাঙ্গীর বাদশাহের প্রধান উজীর ছিলেন। এই ব্যক্তি বিখ্যাত-নাম্নী নুরজাহানের পিতা।

নবকুমার যতবার এই লিপি পাঠ করিলেন ততবারই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! নবকুমার সামান্য ব্যক্তি—জাহাঙ্গীর ভারত-সিংহাসন-সমারূঢ় বাদশাহ; উভয় পক্ষে এত প্রভেদ। এরূপ ধর্ম্মগত, জাতিগত, আচারগত, মান সম্ভ্রমগত, সম্পত্তিগত, ক্ষমতাগত ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে মিত্রতা! নবকুমারকে বন্দী করিবার এবং তাঁহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপনের এত চেষ্টা কেন? নবকুমার বহুক্ষণ এই বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তিনি পদ্মাবতীর জীবন-বৃত্তান্ত অনেক জানিয়াছিলেন। বাদশাহের সহিত পদ্মাবতীর পূর্ব্ব সম্বন্ধই ইহার কারণ বিবেচনা করিলেন। সে সিদ্ধান্তে তাঁহার চিত্তে সুখ উপজিল কি না তাহা বলিতে পারি না। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং পত্র খানি শয্যা-তলে রাখিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

শয্যা যেন চিন্তার নিকেতন। যাঁহারা কখনও চিন্তার হস্তে পতিত হইয়াছেন তাঁহারা জানেন যে রাক্ষসী চিন্তা, যে সময় নিদ্রা প্রভাবে মানবগণ নিশীথে শয্যা-শায়ী হয়েন, সেই সময়েই অধিক দৌরাত্ম্য করে। এক্ষণে সমুচিত সময় উপস্থিত হওয়ায় নিশাচরী ভুজঙ্গিনী আসিয়া নবকুমারকে আক্রমণ করিল। তিনি নয়ন মুদিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবনা, ক্রোধ, হিংসা, শোক প্রভৃতির স্বভাব যে, যখন কোন এক কারণে ইহাদের একটী উদ্দীপ্ত হয়, তখন ক্রমে ক্রমে, তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য যত তাহার উত্তর সাধক কারণ একাল পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে সমস্ত গুলি মনে উপস্থিত হয়। নবকুমারের পক্ষেও তাহাই হইল। দুর্ভাবনাজনক যত বিষয় সব গুলি মনে হইতে লাগিল।

নবকুমার যখন এইরূপ চিন্তা-সাগরে মগ্ন আছেন তখন কে

গেল তাঁহাকে বাহির হইতে ডাকিল। স্বর নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পুলকিত হইলেন। ব্যস্ততা সহকারে উঠিয়া বসিলেন। পুনরায় সেই স্বরে আবার তাঁহার নাম উচ্চারিত হইল। স্বর নবকুমারের পরিচিত। আহ্বানকারী কে তাহা তিনি বুঝিলেন। লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন এবং পরিচিত ব্যক্তির উদ্দেশে ধাবমান হইলেন।

ইতি চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

মৃণ্ময়ী।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

"জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণী ভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যাঽনুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যেপরে কা কথা॥"

মহানাটক।

পাঠক! উমাপতি কোথায়? তাঁহার অদৃষ্টে কি হইল? এ সকল কথা জানিবার জন্য কি আপনার অনুমাত্রও ইচ্ছা জন্মে নাই? যদি জন্মিয়া থাকে অগ্রসর হউন।

দুরাচারেরা উমাপতিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ তাহারা তাঁহাকে এইরূপে লইয়া চলিল, অথবা তাহারা তাঁহাকে লইয়া কোথায় চলিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার সেই সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত। পরিত্রাণের আশা দুরাশা সুতরাং তিনি চেষ্টা শূন্য মন নিতান্ত অস্থির। বিবিধ চিন্তায় হৃদয় আচ্ছন্ন;

সময়ে সময়ে উমাপতির গাত্রে বৃক্ষ লতাদি স্পৃষ্ট হইতে লাগিল; তজ্জন্য তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহাকে কোন বন-মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছে। এই রূপে প্রায় সমস্ত রাত্রি উমাপতিকে বহন করিয়া দুরাত্মারা নিশাবশেষে একটী স্থানে উপনীত হইল এবং তথায় তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইল। এই সময়ে সেই কর্কশ-ভাষী পূর্ব্ব-পরিচিত বক্তা কহিল,—

"শুন, আজ এরে সেই ঘরে রাখ। সকালে এর যা হয় করা যাবে। এখন রাত্রি নাই। তোমরা সকলে ঘুমাও। আর দেখ এখন ওর মুখ বাঁধিয়া রাখার দরকার নাই। যদি চেঁচাইয়া গোল করে, তবে তখনই কাটিয়া ফেলিলেই চুকে যাবে।"

উমাপতি কর্কশ বাক্য শ্রবণে অনুমান করিলেন সেই ব্যক্তি দল-পতি। তৎপরে দস্যুরা উমাপতিকে আকর্ষণ করিল এবং সন্নিহিত একটী ঘরের দ্বার খুলিয়া উমাপতিকে তথায় লইয়া গেল। এক্ষণে উমাপতির মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। অতিকষ্টে উমাপতির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল, তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া-ছিলেন; তিনি সজোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তিনি সে ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় বাহকেরা তাঁহাকে সেই স্থানে রাখিয়া পলায়নের উপক্রম করিল। উমাপতি তাহা-দের সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এই স্থানের নাম কি?"

দুরাত্মাদের এক জন কর্কশ স্বরে কহিল,—"তাতে তোমার দরকার কি?"

উমাপতি পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—"আমাকে এরূপে বন্ধন করার কারণ কি?"

উত্তর—"যাঁর হুকুমে হয়েছে তাঁর কাছে জানিও।"

উমা। "তিনি কে?"

উত্তর—"আমাদের রাজা।"

উমা। "তাঁহার নাম কি?"

উত্তর—"কেন, তাঁকে তুমি জান না? উঁার নাম কে না জানে? তোমার বাড়ী কোথায়?"

উমা। "সপ্তগ্রাম।"

"সপ্তগ্রামে আমাদের প্রভুর নাম না জানে এমন লোক আছে!"

উমা। "তাঁহার নাম কি বলিলে জানি কি না বুঝিতে পারিব।"

"বুঝিতে পার বা না পার, তুমি যখন জান না তখন তোমার সঙ্গা দোষ কি?"

অপরাপর সকলে কহিল—"তা দোষ কি?"

পূর্ব্ববক্তা তখন সমুৎসাহে কহিল,—"তাঁহার নাম রহীম। এ নাম যে জানে না সে এখনও মায়ের পেটে আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র উমাপতি মাথায় হাত দিলেন। জীবনের আশা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তিনি মনে করিলেন—"আর নিস্তার নাই। দুরাত্মা রহীম! ওঃ কি ভয়ানক! আমি তাহার নিকট বন্দী হইয়াছি?"

এই কালে দেশ-মধ্যে দস্যু ভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। দস্যুগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে এই রহীমের দল বিশেষ দুর্দ্ধর্ষ। রহীমের নাম জানিত না, এমন লোকও তখন ছিল না। মাতৃক্রোড়স্থ শিশু হইতে পলিত কেশ স্থবির পর্য্যন্ত সকলেই রহীমের নাম শ্রবণে কম্পিত ও শঙ্কিত হইত। তখন এমন স্থান ছিল না, যথায় রহীম দৌরাত্ম্য করে নাই। মানবজীবন নাশ,

লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম রহীম সম্প্রদায়ে সতত অকাতরে করিত। তাহাদের উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত রাজ-শাসন কম ছিল না। শাসন-কর্ত্তার এমন আজ্ঞা ছিল—যে ব্যক্তি রহীমের মস্তক দেখাইতে পারিবে সে তদ্দণ্ডে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। এই অর্থলোভে বিস্তর লোক রহীমকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টিত ছিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহার কারণ রহীম সম্প্রদায়ে অধিক কাল একস্থানে থাকিত না। সুতরাং কেহই তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিত না।

উমাপতি দুরাত্মা রহীমের নাম শ্রবণে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি সেই প্রসিদ্ধ দুরাত্মা রহীমের কর কবলিত হইয়াছেন সুতরাং রক্ষা কোথায়? উমাপতি দস্যুদিগের আরও দুই একটী কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়া মস্তকোত্তোলন করিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাহারা ইত্যবসরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কারাগারের অবস্থা দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি এক বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। কিন্তু দারুণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন তথায় বায়ু গমনাগমনের একটী ভিন্ন অপর পথ নাই। সে পথও দস্যুরা সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে। ঘর্ম্মে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ মুখ বদ্ধ থাকার ক্লেশ, অপিচ বিশুদ্ধ বায়ু-অভাবজনিত যাতনায় তিনি জীবন্মৃত হইয়া উঠিলেন। বিধাতার নাম স্মরণ করিতে করিতে উমাপতি ভূতলশায়ী হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যুসমাজ।

"He is the rock :—the oak, not to be windshaken."

Shakespeare, Coriolanus

অরণ্যস্থল উষা সমাগমে কি মনোহর শোভা ধারণ করিল! বহুশ্রম কাতর কলাধর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া বিশ্রাম লভিতে চলিলেন। পূর্ব্বাকাশের নিম্ন ভাগে সমুজ্জ্বল, সহস্র করধারী কমলিনী-হৃদয়েশ, স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়া সমাগত হইলেন। নিশার শিশির সিক্ত পত্রপুঞ্জে সেই আভা প্রদীপ্ত হইয়া, গভীর জলধি-জলস্থ শুক্তি-হৃদয় সম্ভূত উজ্জ্বল মুক্তাস্তরের শোভাকে লজ্জা দিতে লাগিল। সরসী শোভিনী সরোজিনী স্মিত বিকশিতাননে প্রাণেশ্বর প্রভাকরকে দেখিতে লাগিলেন। মন্দ মন্দ, সুস্নিগ্ধ অনিল হিল্লোলে, বৃক্ষ প্রশাখা, বন-বিভূষিণী লতিকা, বৃন্তসহ কমলিনী, সকলেই বিকম্পিত হইতে লাগিল। বিহগেরা কুলায়াশ্রয় ত্যাগ করিয়া সপ্ত স্বর নিনাদী কূজন করিতে করিতে ব্যোমপথে উড্ডীন হইল। সর্ব্বত্রই তেজ, উৎসাহ, রমণীয়তা বিরাজমান। উষা সময়ের স্বভাব শোভা যে দর্শন করে নাই তাহার চক্ষু বৃথা, তাহার জন্ম বৃথা। প্রকৃতির প্রকাণ্ড পুস্তকের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই পরম রমণীরত্নে পূর্ণ। বিশেষতঃ তাহার এই পরিচ্ছেদ অতীব আশ্চর্য্য।

ক্রমে বনভূমি প্রদীপ্ত হইল। দস্যুরা একে একে সুপ্তোত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। রহীম একটী বৃক্ষ-ছায়ায় উপবেশন করিয়া অনুচরগণকে ডাকিল। তাহারা সকলে আসিয়া

রহীমকে বেষ্টন করিল। তাহাদের সংখ্যা বিংশতির ন্যূন নহে। রহীম তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"ভাই সব! আমাদের এখানে আর অধিক দিন থাকা হয় না; আর দেরি করিলে বিপদ হইতে পারে। আমি বলি আজিই আড্ডা উঠান যাক। তোমরা কি বল?"

সকলে একবাক্যে কহিল,—"সেই ভাল—আজিই।"

তখন রহীম আবার কহিল,—"একটা কাজ আছে। কালি রাত্রে যারে ধরে আনা হয়েছে, তোমাদের সকলকে বলেছি সে আমার কত হতমান করেছে। তাকে কাটতে হবে। সে কাজ এখনই শেষ করা যাউক। তাকে নিয়ে এস।"

সকলেই ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তিন জন ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে উমাপতিকে আনিতে চলিল। কেবল একজন এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইল না। সে ব্যক্তি নির্ব্বাক রহিল। রহীম তাহা লক্ষ্য করিল—তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিল,—

"দেলবর! তুমি কি বল? তোমার যেন আলাহিদা মত বোঝা যাচ্চে।"

দেলবর কহিল,—"সে কি কথা? আপনার মতের উপর কি আমার মত?"

রহীম কহিল,—"কেন দেলবর আজ এ কথা কেন? তুমি দলে এসে অবধি চিরকাল তোমার কথা একদিকে আর সকলের কথা একদিকে।"

দেলবর সবিনয়ে কহিল,—"আপনার আমার প্রতি দয়া অসীম।"

রহীম। "তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্চে যেন তুমি আর কি চাহিতেছ?—তা কি বল।"

তখন দেলবর রহীমের কাণে কাণে কি বলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল,—"ওকে এখন আনতে গিয়াছে, আসুক। আজকে হুকুম জারি করা থাকুক।"

যে ব্যক্তি এই কথা বলিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রয়োজনীয়। দস্যুদিগের সহিত তাহার আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দেখিলে নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অপরাপর দস্যুদিগের বর্ণ নিবিড় কৃষ্ণ। তাহার দেহে শান্তি বিরাজিত, কিন্তু দস্যুদিগের দেহ দারুণ উগ্রতায় পূর্ণ। তাহার চিবুক ও গণ্ডের কিয়দংশ শ্মশ্রু সমাবৃত। মস্তকের কেশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গ্রীবা ও অংশ আবরণ করিয়াছে। সেই সকল কেশের শেষ ভাগ কুঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র মণ্ডলাকারে কুণ্ডলিত হইয়াছে। অন্য শরীরে হইলে এ সকল কর্কশতা ব্যঞ্জক হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এ ব্যক্তির পক্ষে তাহা না হইয়া অধিকতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। দেলবরের বয়স ত্রিংশবর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। ফলতঃ দেলবরকে দেখিলেন মনে আপনিই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এরূপ শান্ত মূর্ত্তি ব্যক্তি দুরাচার সম্প্রদায়ে কেন? হইতে পারে এ ব্যক্তি দেখিতে যেমন মনে তেমন না হইবে। বাহ্যাকার দেখিয়া কখন অন্তর স্থির করা সম্ভব নয়। সুচিক্কণ কঞ্চুক-সম্পন্ন ভুজঙ্গ-শিশু দেখিতে পরম রমণীয় হইলেও বদনে নিপাতকারী হলাহল ধারণ করে। কে জানে দেলবরের হৃদয় দেব দেবীর প্রতিমার ন্যায় উপরে নানা বর্ণ বিভূষিত, অভ্যন্তর অসার তৃণবংশময় নহে!

দস্যু সম্প্রদায় মধ্যে দেলবর বিশেষ বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত সুতরাং রহীম সকল সময়েই তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। এই জন্যই অদ্য দেলবরের সহিত এত বিশেষ পরামর্শ করিল।

[illegible] দস্যুরা উদাসীনকে তথায় উপস্থিত করিল।

উমাপতির মূর্ত্তি গম্ভীর, শান্ত, অকাতর, মনোযোগ শূন্য। তাঁহার বিপদের পরিমাণ বিবেচনায় তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি যেন এ সকল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। কিছুতেই যেন তাঁহার লক্ষ্য নাই। তাঁহার বদনে যেন বিরক্তি ব্যক্ত হইতেছে। এরূপ বিপদে কাতর না হইয়া তিনি বিরক্ত হইতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য। সাহস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, কিন্তু তিনি যে কি ভরসায় সাহসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

অবরুদ্ধ উমাপতি আসিবামাত্র সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল। তাঁহার কমনীয় নির্ভীক কান্তি দর্শনে দস্যুগণ চমৎকৃত হইল। উমাপতির ভয়শূন্য দৃষ্টি একে একে সকল দস্যুর উপর নিপতিত হইল। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি দেলবরের প্রতি নিপতিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ পরিচিতের ন্যায় তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেলবর তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না, একজন উমাপতির প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া একটা বৃক্ষ পত্র ছিন্ন করিতে লাগিল।

এই সময় রহীম তাত্র স্বরে কহিল,—"কাফের! কি ভাবিতেছ? ভগবানের নাম জপ করিয়া লও। আর দেরি নাই।"

নির্ভীক উমাপতি অবিকৃত ভাবে উত্তর দিলেন,—"দেরি নাই, তাহা আমি জানি। তা বলিয়া কি করিব? তোমাদের নিকট আমি দয়া প্রার্থনা করিতেছি না। তোমাদের দয়ায় যাহার জীবন, তাহার জীবনে ধিক্।"

রহীম কুপিত স্বরে কহিল,—"তুমি ত দয়া প্রার্থনা কর না, কিন্তু তোমাকে দয়া করে কে?"

উমা। "তোমরা আমাকে মারিবে তাহা আমি জানি। আমি নিঃসহায়, দুর্ব্বল, সুতরাং পরিত্রাণের আশা নাই। কিন্তু তোমারও

পরিত্রাণ নাই। রহীম তুমি আমাকে মারিয়া জগতে পার পাইবে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট এ অপরাধ ঢাকা থাকিবে না, তখন তো রক্ষা থাকিবেক না।”

এ কথায় রহীম “হা, হা” শব্দে হাসিয়া উঠিল এবং ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—“ইঁদুর আবার ঈশ্বর কি? তোমরা পাথর কাটিয়া পূজা কর; আমরা তাহার মাথায় দাঁড়াইয়া পা ধুই।”

উমাপতি বিরক্তির সহিত কহিলেন,—“তুমি মূর্খ! তোমার সহিত এ বিষয়ের তর্ক করা বৃথা। আমাদের ধর্ম্মই যদি মিথ্যা হয় তোমাদেরও তো ধর্ম্ম আছে; তাহাতেও তো পাপ পুণ্যের বিচার আছে।”

রহীম আবার হাসিয়া কহিল,—“কাফের! তোমাকে মারায় আমাদের পাপ নাই। আমাদের ধর্ম্মে বলে বিধর্ম্মী যত মারা যায় তত পুণ্য হয়,—ততই স্বর্গে সুখ বাড়ে।”

উমাপতি কহিলেন,—“তবে যে কার্য্যে সুখ স্বর্গ দুই লাভ হইবে,—তাহাতে দেরি কেন?”

রহীম অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল,—“দেখ কোন কারণে আজ তোমার প্রাণ থাকিল। কাল নিশ্চয় তোমার জীবন ফুরাইবে। তোমার অদৃষ্টে আর এক দিন পৃথিবীতে বাস আছে। এই সময়ে তুমি ইষ্টমন্ত্র জপ কর।”

এই বলিয়া রহীম চরদিগকে পুনরায় উমাপতিকে সেই গৃহে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা করিল এবং এবার রাবণদন্তা সহকারে তাঁহার হস্ত পদ বাঁধিতে বলিয়া দিল। চরেরা উমাপতিকে লইয়া গেল। রহীম ও দেলবর অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া ফুস্ ফুস্ শব্দে অনেক কথা কহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভগ্নস্তূপ।

"He is truly valiant that can wisely suffer
The worst that man can breathe."

Shakespeare (Timon of Athens.)

দস্যুরা উমাপতিকে পুনরায় গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিল। তাঁহার হস্তপদ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিল এবং অতিশয় সতর্কতা সহকারে দ্বার রুদ্ধ করিল। উমাপতি এক্ষণে দেখিলেন যে, তাঁহার কারাগার একটী জীর্ণ দেবমন্দির। মন্দির মধ্যে একটী অনুন্নত লিঙ্গমূর্ত্তি শিব সংস্থাপিত। একটি দ্বার ভিন্ন তথায় আলোক অথবা অন্য কিছু যাইবার পথ নাই—সে দ্বারটীও দস্যুরা অতিশয় সতর্কতা সহকারে রুদ্ধ করিয়াছে। মন্দির দারুণ অন্ধকার, নিতান্ত জীর্ণ এবং তথায় সর্ব্বদা জল নির্গত হইতেছে বলিলেই হয়। উমাপতি দেবচরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তিভাবে কহিলেন,—

"ভগবন্! আপনার অদৃষ্টে এত কষ্ট! দিনান্তে একটী বিল্বদলও আপনার পূজার্থে দত্ত হয় না,—ভোগাদি তো দূরের কথা। দুরন্ত ম্লেচ্ছ সদ্ধর্মদ্বেষী যবনেরা সর্ব্বদা আপনার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, দেব! আপনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতেছেন। এ সকলই কালমাহাত্ম্য, আপনার দোষ নহে। ঘোর কলির শাসনে দেবদেবী অবনী ত্যাগ করিয়া দিব্য লোকে বিশ্রাম করিতেছেন। এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রস্তর খণ্ডের সহিত আপনার আর সম্বন্ধমাত্রও সম্পর্ক নাই। আপনি অনেক কাল ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু, দেবাদিদেব! আপনিও সামান্য শঙ্কায় শঙ্কিত,

ইহা অত্যন্ত শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। বসুন্ধরা পাপমগ্না এবং পুণ্যভূমি যবনাকীর্ণা হইলেন দেখিয়া আপনারা সংসারের রক্ষণাবেক্ষণে ক্ষান্ত হইলেন, তবে প্রভো! আমাদের উপায় কি হইবে? আপনারা আমাদের ত্যাগ করিলে আমরা কাহার আশ্রয় লইব? ভগবন্! আমাদের তো নিস্তার নাই!"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "আপনার উদ্দেশে এ সকল বাক্য বর্ষণ করায় ইষ্ট সম্ভাবনা অতি বিরল। অদৃষ্টে যাহা হইবে তাহা তো পূর্ব্ব হইতে স্থির নিশ্চিত রহিয়াছে,—একণে সহস্র রোদনেও আপনারা তাহার পরিবর্ত্তন করিবেন না।"

'বিধাতৃ বিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।'

তবে আর কেন? অনর্থক দিবারাত্রি রোদনে পরিণাম পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই! কলিকালে মনুষ্যের মুক্তির নিমিত্ত যে উপায় বিহিত হইয়াছে, তাহাই হইবে। অন্যদিক কোনক্রমেই ঘটিবে না। সুতরাং স্থির থাকাই শ্রেয়ঃ।"

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল সমুপস্থিত। প্রচণ্ড সূর্য্য তাপে বাহিরে যে কি কাণ্ড হইতেছে, উমাপতি তাহা জানিতে পারিতেছেন না। সময়ে সময়ে কোন দস্যুর কণ্ঠস্বর অথবা হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। সহকার শাখা মধ্যে ছায়া সেবনকারী দাঁড়কাক সময়ে সময়ে গম্ভীর ও অনুচ্চ স্বরে এক একবার ডাকিতেছে, সে স্বরও উমাপতির কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। মন্দিরের ভিত্তি গাত্রে দুইটী টিকটিকী পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সহসা একটী অপরের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ে ছুটিতে লাগিল। উভয়ে নিকটবর্ত্তী হইলে আক্রমণকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি মুখ ফিরাইয়া পুচ্ছ বক্র করত এককালে টক্, টক্, টক্ করিয়া শব্দ করিল। শব্দ উমাপতির শ্রবণে প্রবেশ করিল। শ্রবণে প্রবেশ করিল মাত্র। এ সকল

কিছুই হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। কেন? উমাপতি এত অন্যমনস্ক কেন? ইহার একই উত্তর—নিদারুণ চিন্তা। মৃত্যুর ব্যাদিত ভীষণ বদন মস্তকোপরি সন্দর্শন করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব এবং এবং স্বদেশবর্জ্জিত হইয়া এই দুরন্ত পাপচারী দস্যুগণের হস্তে অজ্ঞাত অরণ্যে মৃত্যু হইবে, তাহা হইতে নিস্তারাশা দুরাশা, ইহা মনে হইলে কাহার হৃদয় না শুষ্ক হয়? কে চিন্তাহীন হইয়া থাকিতে পারেন?

উমাপতি সেই নির্জ্জন কারাবাসে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কল্য প্রত্যূষে মৃত্যু অব্যর্থ তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সে সময়ের কত বিলম্ব তজ্জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন। উন্মন হইয়া সেই সময় সমাগমের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"আর কেন? মৃত্যুর কঠিন আক্রমণ হইতে যখন কোন ক্রমেই নিস্তার নাই, তখন আর বিলম্বে কাজ কি? যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। এ অবস্থা নিতান্ত ক্লেশকর, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু অবশ্যই শ্রেয়ঃ।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। স্থবিরা, স্নেহময়ী, রোরুদ্যমানা জননীর মূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপটে সমাগত হইল। তাঁহার হৃদয় দারুণ ব্যথিত হইল। তিনি নিতান্ত অস্থির হইলেন। উমাপতি স্বীয় জীবনের নিমিত্ত তাদৃশ কুণ্ঠিত নহেন। তাহা হইলে যৎকালে দুরাত্মা রহীম মৃত্যু আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে, সেই সময় হইতে অচৈতন্য থাকিতেন। তিনি এতক্ষণ অপ্রতিবিধেয় মৃত্যুর নিমিত্ত কাতর হন নাই। যাহা হইবেই হইবে, কিছুতেই যাহার পরিবর্ত্তন হইবে না, তজ্জন্য অনর্থক কাতর হন নাই। অধুনা জননীর কথা মনে হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কাতর হইলেন। তাঁহার জননীর তিনি ভিন্ন আর সন্তানাদি নাই, আবার তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যাবস্থা। এরূপ সময়ে সেই একমাত্র

জনরচ্যুত হইলে, তাঁহার যে ভয়ানক ক্লেশ জন্মিবে, উমাপতি তাই ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে জননীর কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিবে, উমাপতি কল্পনা চক্ষে তাহা পরিস্ফুট রূপে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। চক্ষু দিয়া দর বিগলিত ধারায় অশ্রু নিশ্রুত হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে উমাপতি—"বিধাতঃ সকলই তোমার ইচ্ছা" বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভাবনার প্রকৃতি এই যে তাহার বিরাম থাকে না। একটী গুরুতর ভাবনার কারণ হইলে সেই সঙ্গে তেমনি আর একশতটী আসিয়া জুটে। অলক্ষ্য ভাবে উমাপতির হৃদয় কন্দরে মুক্তকেশীর মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। এই মূর্ত্তি স্মৃতিরাজ্যে সমুদিত হইবামাত্র উমাপতি বায়ু-বিতাড়িত বৃক্ষ বল্লরীর ন্যায় কম্পমান হইতে লাগিলেন। প্রণয়রত্ন অমূল্য। যাঁহারা প্রণয়ী তাঁহারা জানেন—প্রণয় পার্থিব পদার্থ নহে, ইহা স্বর্গীয় সামগ্রী। এ রত্নের কত মূল্য তাঁহারাই বলিতে সক্ষম। উমাপতির মস্তকোপরি জীর্ণতন্তুতে তীক্ষ্ণধার তরবার ঝুলিতেছে; অল্পকাল নিশাবসানে তাহা তাঁহার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিবে;—তথাপি এ অবস্থায় মুক্তকেশীর চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন হইল। মুক্তকেশী সম্বন্ধীয় কত চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। যে মুক্তার মুখকমল তাঁহাকে আনন্দরসে ভাসাইত, অদ্য সেই মুক্তার মুখ মনে পড়িয়া তাঁহাকে যাতনা দিতে লাগিল। উমাপতি নিজ প্রতি মুক্তার প্রেমের পরিমাণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন তাহা অসীম। যে মুক্তার প্রণয় [illegible] পবিত্র—এত অধিক, চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার সহিত বিরহ হইলে সেই মুক্তার কি ভয়ানক কষ্ট হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি আরও ব্যাকুল হইলেন। কল্য-স্বীয় জীবিত দেহ মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, ইহা

আগন্তুক কহিল,—"যেখানে আমি বলি; তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে না।"

উমা। "আমার যে অনিষ্ট হইতেছে, তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট অসম্ভব। আমি সে শঙ্কায় শঙ্কিত নহি।"

প্রবে। "ভাল। আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে মুক্ত করিব।"

উমাপতি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন ইহা চাতুরী। আবার ভাবিলেন আমি উহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীন,—আমার সহিত চাতুরীর প্রয়োজন? তবে এ ব্যক্তির সহিত যাওয়ার হানি কি? আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ এই বায়ু বিহীন মন্দির হইতে তো বাহির হইব। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—"চল।"

প্রবেশকারী অগ্রসর হইল। উমাপতি তাহার অনুসরণ করিলেন। এ ব্যক্তি দেলবর। দেলবর উমাপতির জীবন রক্ষা করিবে সংকল্প করিয়াছিল, এজন্যই সে রহীমের কাণে কাণে যাহাতে বন্দীর কল্য মৃত্যু হয়, তদ্বিষয়ক মন্ত্রণা দিয়াছিল। বন্দীকে মুক্ত করায় তাহার কি ইষ্ট তাহা আমরা এক্ষণে বলিতে পারি না।

উমাপতি ও দেলবর অবিশ্রান্ত বনভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চলিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত এক স্থানে উপবেশন করিলেন। এই সময় প্রাতঃ-সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে দর্শন দিলেন। দেলবর কহিল,—

"চল, তোমাকে বনের পথ ছাড়াইয়া দিয়া আসি।"

উভয়ে আবার চলিলেন। বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। তাঁহারা এই সময় বন অতিক্রম করিয়া একটী প্রান্তরে পতিত হইলেন। প্রান্তরের অপর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্ট হইল। উমাপতি আহ্লাদে কহিলেন,—

"সম্মুখের ঐ গ্রাম গোপালপুর। ঐ স্থানে আমার মাতুলালয়। আঃ!!!"

দেলবর নিশ্চিত ভাবে কহিল,—"হাঁ। ঐ গ্রাম গোপালপুর বটে। এক্ষণে তুমি যাইতে পারিবে। আমি বিদায় হই।"

উমাপতি সকৃতজ্ঞ স্বরে কহিলেন,—"তুমি—না—আপনি এখন কোথায় যাইবেন?"

দেল। "আমি পুনরায় দলে যাইব।"

উমা। "আপনার ন্যায় সৎমনুষ্য দস্যুদলে না থাকিলে ভাল হয়।"

দেলবর ঈষৎ হাসির সহিত কহিল,—"তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও।"

উমা। "অতিশয় সন্তুষ্ট হই।"

দেল। "আচ্ছা তাহাই হইবে; আমি আর দস্যুদলে যাইব না।"

উমা। "তবে এখন কোথায় যাইবেন?"

দেল। "অন্য স্থানে—প্রয়োজন আছে।"

উমা। "দুই দিন পরে গেলে হয় না?"

দেল। "কেন?"

উমা। "সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রাণরক্ষককে সকলের নিকট দেখাইতাম।"

দেল। "সে আশা পূর্ণ হইবে।"

উমা। "কিরূপে?"

দেল। "আবার দেখা হইবে।"

উমা। "কোথায়?"

দেল। "তোমার বাটীতে।"

উমা। "আমার বাটী আপনি জানেন?"

দেল। "জানি।"

উমা। "কবে দেখা হইবে?"

দেল। "অতি শীঘ্র।"

উমাপতির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি কহিলেন,—"আপাততঃ আমার জীবন রক্ষকের নামটাও কি শুনিতে বঞ্চিত থাকিব?"

"আমার নাম? আমার নাম শুনিবে? অবশ্য তাহা শুনিতে পাইবে। কেন পাইবে না? আমার নাম দেলবর।"

এই বলিয়া দেলবর আর উত্তর অপেক্ষা না করিয়া কহিলেন,—"তুমি নির্ভয়ে যাও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে দেলবর অরণ্যান্তরে অদৃশ্য হইলেন। উমাপতি কতক্ষণ সে দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন; আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা দ্রুতপদে গোপাল-পুর উদ্দেশে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়িনী-সমক্ষে।

"অরে আশা আর কিরে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে
পতি হারা রতি কিলো পাবে রতিপতি ?"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। (ব্রজাঙ্গনা কাব্য।)

হরিহর পুনরায় উমাপতিকে পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। উমাপতি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত করাইলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া হৃষ্টই উমাপতিকে বাটী যাইতে আজ্ঞা দিলেন; যাইবার সময় একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে বলিলেন। মাতুল ও ভাগিনেয় একত্র বসিযা আহার করিলেন। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর উমাপতি মাতুলচরণে প্রণত হইয়া বিদায় হইলেন।

পাঠক! উমাপতি যাইবার পূর্ব্বে চলুন আমরা একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর অবস্থা দেখিয়া আসি। বেলা পড়িয়াছে। গৃহিণী অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন। উমাপতি সেই দিন প্রাতে আসিয়াছেন তাহা এ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। গৃহিণী চিন্তিতা। উমাপতির নিরুদ্দেশই তাঁহার চিন্তার কারণ।

মুক্তকেশী কোথায়? ঐ প্রকোষ্ঠে মলিনা, শুষ্কমুখী, বিবর্ণা মুক্তকেশী বসিয়া কি ভাবিতেছেন। যৌবনোন্মুখী বালিকা হৃদয় সম্ভূত প্রণয় কি আশ্চর্য্য সামগ্রী! যে দিনে, সে দণ্ডে বালিকা প্রণয়কে হৃদয়ে স্থান দান করেন, সেই দিন, সেই দণ্ড হইতেই

সংসার তাঁহার চক্ষে নূতনরূপে চিত্রিত হয়। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভাসে। সমস্ত পদার্থেই তিনি নূতন নূতন আমোদ লক্ষ্য করিতে থাকেন। বালিকার চক্ষে সেই দিন হইতে সংসার অবিশ্রান্ত আমোদের স্থল বলিয়া বোধ হয়। মুক্তকেশী সেই প্রায়-সাগরে পড়িয়াছেন। তিনি মনে মনে উমাপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। লজ্জাশীলা বালিকা মনের এই দুর্দ্দমনীয় ভাব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভাবিতেন হয়ত তাঁহার আশা ফলবতী হইবে না। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। উমাপতির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে স্থির হইল। মুক্তার সুখের সীমা রহিল না। তাঁহার দেহের লাবণ্য আরও বর্দ্ধিত হইল। সুখ-সৌধের যতদূর উপরে উঠা যায় তিনি ততদূর উপরে উঠিলেন। কিন্তু বিধাতা আবার তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তাঁহার হৃদয় যখন আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া রহিয়াছে, তখন সহসা উমাপতি নিরুদ্দেশ সংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুখ-সৌধ ভগ্ন হইয়া গেল। সুখ-সমুদ্রে বিহারিণী বালিকা সহসা বিষাদ-সমুদ্রে নিপতিত হইলেন। আশা, ভরসা সকলই শিথিলমূল হইল। আবার যখন শুনিলেন যে উমাপতি সপ্তগ্রামেও যান নাই তখন তিনি পাগলিনী প্রায় হইয়া উঠিলেন। মনোবেগ যতদূর পারেন গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন। লোকে তাঁহার তদ্বিধ ভাব দেখিলে কি মনে করিবে, মাতা জানিতে পারিলে লজ্জাহীনা মনে করিবেন, এই আশঙ্কায় মুক্তকেশী যথাসাধ্য মনের ক্লেশ চাপিয়া রাখিতেন। লোকের সমক্ষে, তাঁহার হৃদয়ে যেন কোন চিন্তাই নাই এইরূপে ভাণ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি একাকী উপবিষ্টা রহিয়াছেন সুতরাং তাঁহার সে আশঙ্কার কোন কারণই নাই। সমুচিত সময় পাইয়া চিন্তা তাঁহাকে অব্যাহতে গ্রাস করিয়াছে। সেই জন্য এক্ষণে

মুক্তকেশী এত বিমর্ষ। ভাবনায় যেন তাঁহার মুখ খানি কিছু ছোট দেখাইতেছে।

এইরূপ সময়ে উমাপতি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অবনতমুখী মুক্তকেশী চিন্তায় মগ্ন—তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বর উমাপতি তুমি কোথায়? তুমি যেখানে থাক সুখে নিরাপদে থাক। দাসীর অদৃষ্টে বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে।" এই বলিয়া মুক্তকেশী বদনোত্তোলন করিলেন। যেমন বদনোত্তোলন করিলেন অমনি তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তথায় আহ্লাদের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন সম্মুখে তাঁহার হৃদয়েশ উমাপতি দণ্ডায়মান। তৃষিতা চাতকিনী বারিধারা পাইল। মুক্তকেশীর নির্জীব দেহে জীবনের সঞ্চার হইল। উমাপতি বলিলেন,—

"মুক্তকেশি! তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। আমি এতদিন অন্ধকারে ছিলাম। ভাবিতাম হয়ত তুমি আমাকে ভাল বাস না। অদ্য সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। মুক্তকেশি! আমি কি সুখী! তুমি যাহার সুখ দুঃখের নিমিত্ত চিন্তিত তাহারই সার্থক জন্ম। তুমি আর চিন্তা করিও না। আমি তোমারই।"

স্মিতবিকসিতাননা মুক্তকেশী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,— "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?"

উমাপতি অতি সংক্ষেপে উত্তর জ্ঞাপন করিলেন।

মুক্ত। "মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

উমা। "হইয়াছে।"

মুক্ত। "তিনি আমাদের উভয়কে একস্থানে জানিয়া কি মনে করিতেছেন।"

উমা। প্রিয়ে! দুইদিন পরে যাহার সহিত কথা না কহিলে লোকে দূষিবে, দুইদিন পূর্ব্বে তাহার সহিত বাক্যালাপে দোষ কি? সে যাহা হউক, আমি অদ্য বাটী যাইব তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আবার শীঘ্র আসিব।"

এই বলিয়া উমাপতি বাহিরে গেলেন এবং ব্রাহ্মণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ব্যস্ততা সহ প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিচয়ে।

"দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।"

কাশীরাম দাস (মহাভারত।)

পরদিন বৈকালে নবকুমার ও উমাপতি বাটীর মধ্যে বসিয়া উমাপতির মাতার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। পাঠক মহাশয় জ্ঞাত আছেন পূর্ব্ব খণ্ডের উপসংহার কালে নবকুমারকে কে আহ্বান করিয়াছিল। সে আহ্বানকারী উমাপতি। উমাপতি রাত্রে বাটী আসিলে মাতার নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে, অদ্য নিশাবসানে নবকুমার তাঁহার সন্ধানে যাইবেন, এজন্য উমাপতি তৎক্ষণাৎ নবকুমারকে সংবাদ দিতে গমন করেন। অধুনা তাঁহারা একত্রে বসিয়া কত কথা কহিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল কোন ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়ে বাহিরে আসিলেন। উমাপতি দেখিলেন প্রেশবর। তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে সাবধিক

প্রকৃত্যনুসারে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—"নবকুমার! ইনিই আমার প্রাণরক্ষক; ইঁহার নাম দেলবর।"

নবকুমার দেলবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহাশয় আমাদের কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আপনার নাম চিরদিন ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় ধ্যান করিব।"

দেলবর কহিলেন,—"সে কথা বলিবেন না। আমি যাহা করিয়াছি তাহা উপকার বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। মনুষ্যজনের শরীর ধরিয়া কে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে?"

উমাপতি নবকুমারকে দেখাইয়া দেলবরকে কহিলেন,—"মহাশয়! ইহাঁকে জানেন না। ইনি আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। ইহাঁর নাম নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দেলবর অনেকক্ষণ চিন্তিতের ন্যায় থাকিয়া কহিলেন,—"মহাশয় কখন মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন কি?"

নব। "অনেকদিন হইল হিজলী হইতে বাটী আসিবার পথে একরাত্রি মেদিনীপুরের চটীতে ছিলাম। কেন বলুন দেখি?"

দেল। "তখন আপনার সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক ছিলেন। বোধ হয় তিনি আপনার স্ত্রী হইবেন।"

নব। "হাঁ। সে সব আপনি জানিলেন কিরূপে?"

দেল। "সে অনেক কথা; বলিতেছি শুনুন। মহাশয় অতি ভদ্র ব্যক্তি। আপনার স্ত্রীর চরিত্র আরও প্রশংসনীয়। সেই দিন সন্ধ্যার সময় এক খানি পাল্কি যায়, তাহাতে আপনার স্ত্রী ছিলেন, কেমন? আমরা সদলে সেই খানে ছিলাম। দস্যুরা সকলে সে পাল্কি মারিবার উপক্রম করিল। আমি বলিলাম তোমরা কেন এ পাল্কি মারিবে? দেখিতে পাইতেছ না, উহার সঙ্গে কিছু নাই। বিনা লাভে মারিয়া কি হইবে? দস্যুরা আমার উপর রাগ করিল;

তাহারা কহিল 'তুমি পেগম্বর, তাই উহার নিকট কিছু নাই জানিতে পারিলে ? এই বলিয়া সকলে মারিতে উঠিবে- এমন সময় আর এক খানি বেশ জাঁকজমকের পাল্কি আসিল। এ পাল্কিতেও একটী স্ত্রীলোক কবাট মুক্ত করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদাদি দেখিয়া দস্যুরা স্থির থাকিতে পারিল না। কাহারই বা সাধ্য তখন নিষেধ করে ? তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে সে পাল্কি আক্রমণ করিল এবং পাল্কিতে যাহা কিছু ছিল তাহা গ্রহণ করিল। রমণীকে প্রাণে মারিল না। কিন্তু দৃঢ় বাঁধিয়া রাখিল।"

নব। (আশ্চর্য্যভাবে) "ঠিক কথা। তাহারই ক্ষণপরে আমি তথায় উপস্থিত হই।"

দেল। "আজ্ঞা হাঁ। আমি আপনার কণ্ঠস্বরে অদ্য চিনিতেছি। আপনার স্ত্রীর নাম বুঝি কপালকুণ্ডলা ?"

নব। "হাঁ।"

উমা। "সে কি রহীমের দল ?"

দেল। "রহীমের দল নয় ত কি ? রহীমের দল সর্ব্বব্যাপী। আজ্ কাল্ তাহাদের বিরুদ্ধে যেরূপ কঠিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে তখন এত ছিল না ; যাহা হউক আরও শুনুন। তার পরদিন প্রাতে পথে আবার কপালকুণ্ডলার পাল্কি দেখা গেল। তখন আপনারা বাটী আসিতেছিলেন। রহীম হুকুম দিল,—'পাল্কি মার।' তখন আপনার স্ত্রীর হাতে দুই এক খানি অলঙ্কার ছিল। আমি বলিলাম যাহা কিছু আছে তাহা যদি আনিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে মারিবার প্রয়োজন কি ? তাহারা বলিল, 'তাহা যদি পার, তবে মারিব না।' এই কথা শুনিয়া আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক সাজিলাম এবং পাল্কির নিকটস্থ হইয়া তাঁহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিলাম। তিনি কহিলেন 'আমার তো কিছু নাই।' আমি তাঁহার

হাতের গহনা দেখাইলাম। উমাপতি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, একটী হাতির দাঁতের বাক্সে বহুমূল্য নানাবিধ জড়াও গহনা ছিল; সে গুলি সমস্ত এবং হাতের চুড়িগাছি পর্য্যন্ত খুলিয়া সানন্দে আমাকে দান করিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। পরে এক দৌড়ে পলাইয়া আসিলাম। দস্যুরা আমার উপর বড় খুসী হইল। রহীম কহিল 'এ সকল অলঙ্কার দেলবর পাইবে।' কেহ তাহাতে আপত্তি করিল না। সেই দিন হইতে দলে আমার বড় মান বাড়িল। রহীম আমাকে বরাবর ভাল বাসিত, সেই দিন হইতে আমার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিত না। দস্যুদল ছাড়া দেলবর কি জানে! সে যাহা হউক মহাশয়ের স্ত্রী এখন এ দশা জানিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি ভাল আছেন ত?"

নবকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তাঁহার পরলোক হইয়াছে।"

দেলবর মনস্তাপ ব্যঞ্জকস্বরে কহিল,—"তাঁহার পরলোক হইয়াছে। যদি কখন পুনরায় সাক্ষাৎ পাই তবে সে গহনা গুলি প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া সযত্নে রাখিয়াছিলাম।"

উমাপতি অনেকক্ষণ অবধি এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে দেলবরের মুখের প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। দেলবর তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"কি দেখিতেছ?"

উমা। "আমার বোধ হইতেছে যেন ইতিপূর্ব্বে মহাশয়ের সহিত পরিচয় ছিল। দাড়ি প্রভৃতিতে আপনি বেশান্তর করিয়াছেন, তথাপি যেন বোধ হইতেছে আপনাকে জানি।"

দেলবর একটু হাস্য করিলেন। নবকুমার কহিলেন,—"মহাশয়ের নিকট আমরা অনেক ঋণে বদ্ধ। যাহা হউক আপনি এরূপ উদার ও সাধু প্রকৃতির মনুষ্য হইয়া কিরূপে দস্যুদলে মিশিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্য।"

উমা। "আমার বোধ হয় উনি কখন দস্যু নহেন।"

দেল। (হাসিয়া) "তবে কি?"

উমা। "আপনি ভদ্র ব্যক্তি। কি উদ্দেশে দস্যুদলে আছেন তাহা বলিতে পারি না।"

নব। "মহাশয় জাতিতে কি মুসলমান? আপনার কথা প্রণালীতে তাহা বোধ হয় না।"

দেল। "আমি আমি মুসলমান নহি। আমি হিন্দু।—ব্রাহ্মণ।"

নব। "ব্রাহ্মণ! মুসলমান দস্যুসঙ্গে অবস্থান!"

উমা। "মহাশয় তবে আপনার নাম দেলবর নহে, আপনার প্রকৃত নাম কি বলিতে হইবে। আমি আপনাকে চিনিয়াছি বোধ হইতেছে। কণ্ঠস্বর আমার বেশ পরিচিত। নাম না বলিলেও আমি বলিব কি?"

দেলবর সাশ্রু নয়নে কহিলেন,—"উমাপতি যদি বুঝিয়া থাক, তবে আর গোপন করিবার চেষ্টা করিব না। কিন্তু সাবধান যেন কদাপি একথা প্রকাশ হয় না। মহাশয়! আমার নাম গোপাল-কৃষ্ণ রায়। আমি উমাপতির ভ্রাতা। এ কথা এত শীঘ্র প্রকাশ করিতেম না। কিন্তু যখন উমাপতির মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান না করিলে বিশেষ বিপদ সম্ভাবিত।"

উমাপতির চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। গোপাল তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিলেন এবং পরক্ষণেই হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই! আর কখন যে এমন দিন হইবে তাহা ভাবি নাই। কিন্তু ভাই এখন স্থির হও। আমি এখনও নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি নাই। চক্ষুর জল মুছ। কেহ কিছু

বুঝিতে বা জানিতে না পারে। তাহা হইলে আমাকে আর পাইবে না।"

উমাপতি তাড়াতাড়ি চক্ষু পরিষ্কার করিলেন। তখন গোপাল আবার কহিলেন,—"শুন, আমি আমূল সমস্ত বিবরণ বলিতেছি। শুনিলে জানিবে, কেন এত সাবধান হইতে বলিতেছি। দেখ কেহ কোন দিকে নাই ত। মহাশয় শুনুন। আমি যে সময়ে নিরুদ্দেশ হই তাহা জানেন, কিন্তু কিরূপে হই, তাহা জানেন না। আমি সেই স্থান হইতে বলিতেছি। আমি বিশেষ প্রয়োজনে গ্রামান্তর যাইতেছিলাম, নৌকার পথ। একটী গ্রামের নিকট রাত্রে নৌকা ছিল; প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ তীরে উঠিলাম। তীরে বড় বন। বন এত গায় গায় যে তাহার অভ্যন্তরে কি আছে জানিবার উপায় নাই। আমি যখন বনের পার্শ্বে তখন বনের মধ্য হইতে মনুষ্যের অস্ফুটধ্বনি আমার কর্ণে আসিল। এই নিবিড়বনে এ সময়ে কে কেমন করিয়া আসিল এবং কি কথা কহিতেছে জানিতে আমার বড় কৌতূহল হইল। আমি অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার জ্ঞান চৈতন্য লোপ হইল। সে অনেক কথা,—তাহার মর্ম্ম এই যে—কল্য রজনীতে তাহারা নিকটস্থ কোন ধনীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার অপগণ্ড সন্তানকে ভূমিতে আঘাত করিয়া হত করিয়াছে। এই সম্বন্ধে সকলে স্ব স্ব বীরত্ব ও পৌরুষের কথা ব্যক্ত করিয়া আহ্লাদ আমোদ করিতেছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বুঝিলাম ইহারা দুরন্ত দস্যুসম্প্রদায়। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথায় বসিয়া ভাবিতেছি ও অবশিষ্ট কথা শুনিতেছি এমন সময় একজন ভীমাকৃতি দস্যু আসিয়া আমাকে সহসা আক্রমণ করিল এবং

কহিল 'তুমি আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছ ? সত্য বল।' আমি বলিলাম 'হাঁ।' দ্বিতীয় কথা না কহিয়া সে ব্যক্তি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি ও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সঙ্গিত চলিলাম। বুঝিলাম তাহার হস্তস্থিত ছোরার আঘাত দেওয়া অতি সহজ। দলের মধ্যে আমাকে লইয়া আসিল। একজন জিজ্ঞাসিল,—'একি ?' সেই রহীম। যে আমাকে আনিয়াছিল সে সমস্ত বলিল। রহীম বলিল 'উহাকে বধ কর।' এককালে দুই তিন জনের তরবার আমার মস্তকোপরি উঠিল। আমি সেই সময়ে কাঁদিয়া বলিলাম আমার একটী কথা শুন, তার পর যা হয় কর। রহীম বলিল 'বল'। তখন আমি বলিলাম আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি সত্য। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাহা কখন প্রকাশ করিব না। রহীম বলিল 'তাহাতে বিশ্বাস করি না।' আমি বলিলাম আমি আর কখন লোকালয় যাইব না। তোমরা যা বলিবে তাই করিব, তোমাদের হইয়া থাকিব। রহীম অনেকক্ষণ পরে কহিল 'তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে, আমাদের তল্পী তাগাসা বহিতে হইবে, আমরা যখন যে খানে যাইব, সেখানে যাইতে হইবে, আর আমাদের মত বেশ ভূষা করিতে হইবে, ইহাতে যদি স্বীকার হও তবে তোমার জীবন থাকে।' আমি অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলাম। সেই অবধি আমি দস্যু হইলাম। মনে একটী আশা থাকিল, যে শীঘ্র কোন উপায়ে ইহাদের প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলেই আমি নিষ্কৃতি পাইব। প্রথম প্রথম তাহারা আমাকে বড় কষ্ট দিত। সমস্ত বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইত। তাহাদের ভাত খাইবার জন্য পীড়াপিড়ি করিত এবং সকলেই আমাকে ঘৃণা করিত, কিন্তু কিছু দিন পরে, বিশেষতঃ যে দিন কপালকুণ্ডলার জিনিষ আমি সহজে আনিলাম, সে দিন হইতে আমার যাতনা

অনেক কমিয়া গেল। তাহাদের কাহারও বুদ্ধি প্রখর ছিল না। আমার পরামর্শে তাহারা সহজে অনেক কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিত, এজন্য কালে দস্যুদলে আমার বেশ প্রভুত্ব হইল। আমি এই সময় মধ্যে অনায়াসে পলাইয়া বাটী আসিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। কারণ দস্যুরা জোর করিয়া আমার পরিচয় লইয়াছিল। আমি পলাইয়া আসিলে আমার তো নিস্তার নাই পরন্তু আমাদের স্বসম্বন্ধীয় কেহই বাঁচিত না। সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করি নাই। ক্রমে দস্যুদের রীতি-নীতি সমস্ত বেশ জানিতে পারিলাম। তাহাদের ভাব গতিক সব বুঝিলাম। ভাবিয়াছিলাম এই সময় পলাইয়া গিয়া একেবারে বিচারালয়ে সংবাদ দিব ; তাহাতেও যদি দুই এক দিন বিলম্ব হয় তাহা হইলেও বিপদ্ সম্ভাবনা, এজন্য তাহাও করিতে পারিলাম না। এই সময়ে মুক্তির নিমিত্ত আর এক উপায় অবলম্বন করিলাম। কথা প্রসঙ্গে দস্যুদের বুঝাইলাম যে, আমার নিবাস সপ্তগ্রাম সন্নিহিত গোপালপুর নহে, বীরভূমের মধ্যে এক গোপালপুর আছে সেই গোপালপুর আমার নিবাস। ক্রমে এ কথাতেই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। আমাকে সকলেই মান্য করিতে লাগিল। এমন সময় উমাপতিকে লইয়া এই গোল। আমি তোমাকে বেশ চিনিলাম। পাছে তুমি আমাকে চিনিতে পার বলিয়া বড় ভয় হইল। তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না। ভাবিলাম পলাইবার এই সময়। তোমাকে মুক্ত করিয়া পলাইলাম বটে, কিন্তু যতদিন তাহাদের ধরাইয়া না দিতে পারি ততদিন আমরা নিরাপদ নহি। সাবধান কেহ যেন কিছু জানিতে না পারে। দুই এক দিনের মধ্যেই প্রকাশ করিতে পারিব এমন সাহস আছে। যে কয় দিন প্রকাশ না হয় যে কয় দিন আমরা নিশ্চিন্ত নহি।”

নবকুমার সবিস্ময়ে কহিলেন,—"প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে কেন?"

গোপাল। "আমরা পলাইয়া আসার পরদিনই তাহারা কোথায় সরিয়াছে ঠিক নাই। আমি খোজ করিয়াছি, তাহারা তথায় নাই। যেখানে থাকুক আমি শীঘ্র তাহা জানিতে পারিব। আমি এখন এত কথা বলিতাম না, কিন্তু আপনারা যখন আমাকে চিনিতে পারিলেন তখন সমস্ত কথা বলিয়া সাবধান করিয়া না দেওয়ায় মন্দ হইবে বলিয়া এত বলিলাম। যাহা বলিলাম তাহা অতি সংক্ষেপ। ইহার পর যদি বিধাতা দিন দেন তবে এক এক দিনের কথা বলিব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। উমাপতি! আমি আপাততঃ বিদায় হই। মনে কিছু চিন্তা করিও না। ভয় কি ভাই! শীঘ্র আবার আসিতেছি। কাহাকে কিছু বলিও না। মহাশয়! আমি নমস্কার করি। এক্ষণে চলিলাম। উমাপতি! বাটীর সব মঙ্গল?"

উমাপতি বলিলেন,—"প্রাণগতিক সমস্ত মঙ্গল বটে, কিন্তু আপনার অদর্শনে সকলেই মৃতপ্রায়।"

গোপাল। "দৈব কাহার আয়ত্ত ভাই? বিধাতা দুঃখ দিলে কে খণ্ডিতে পারে? আর না। আমি চলিলাম। পরে সমস্ত কথা বলিব। চিন্তা নাই। অনেক দেরি হইয়াছে।" এই বলিয়া গোপাল উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। উমাপতি তাঁহাকে কত কথা জিজ্ঞাসিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইল না। তাঁহারা উভয়ে চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ইতি পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

মৃণ্ময়ী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠা-সমীপে।

"Causa latet vis est notissima."*

Ovid.

নবকুমার, উমাপতি, পদ্মাবতী প্রভৃতি সকলেই সুখে সময়পাত করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা গেল, বর্ষার পর শরৎও গেল, শরতের পর হেমন্তও যায়, তাঁহারা সকলেই আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন; যদি সংসারে সুখ থাকে তবে তাঁহারা সুখেই কাটাইতে লাগিলেন বটে। কিন্তু বিশ্ব মধ্যে যাহা সুখ বলিয়া পরিচিত, সে সুখ কতক্ষণ স্থায়ী? কে বলিতে পারেন, যে তিনি চিরসুখী? যিনি বলিতে পারেন, যে আমি কখন দুঃখ কাহাকে বলে জানি না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি কখন সুখের মুখও দেখেন নাই; সুখ কাহাকে বলে তাহাও তিনি জানেন না।

---

* The cause is secret, but the effect is known.

সুখে তাঁহার সুখ নাই; তিনি দারুণ অসুখী। যে ব্যক্তি জীবনমধ্যে পলান্ন অথবা তদ্বৎ কোন উপাদেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু আহার করেন নাই, তাঁহার রসনা সে আহারে অতঃপর তৃপ্ত হয় না; তিনি আর তাহার উপাদেয়ত্ব বুঝিতে পারেন না। শাকান্ন-ভোজী ব্যক্তি কখন এক দিন যদি তাহা আহার করিতে পারেন, তবে তিনি তাহার উপাদেয়ত্ব অনুমানে সমর্থ। জগতে সকল কার্য্যেই সুখ আছে, সকল কার্য্যেই সুখ নাই। অদ্য যে কার্য্য পরম সুখময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে, উপর্য্যুপরি দশ দিন সেই কার্য্য করিতে হইলে তাহা বিরক্তি জনক ও অসুখের কারণ বলিয়া প্রতীত হইবে। সুখের লক্ষণ স্থির করা, অথবা কিসে সুখ হয় তাহা নির্ণয় করা, আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। জগতে সুখ আছে কি না তাহাও আমরা বলিতে অক্ষম। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি যাহাকে লোকে সুখ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা এই আছে এই নাই। মনুষ্য আশা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ সুখের চেষ্টায় ছুটিতেছে, কিন্তু হস্তগত হয় হয় হইতেছে না। মায়াময় মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় সুখ দেখা দেয়, কিন্তু কাছে আইসে না। সুখের এই প্রকৃতি। এই নিদারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ সংসারে মনুষ্য সময়ে সময়ে অন্যান্য সমস্ত ক্লেশ-কর বিষয় বিস্মৃত হইয়া আনন্দে থাকেন। যদি কিছু সুখ থাকে তবে আমরা বলি, সেই আনন্দই সুখ। কিন্তু সেই সুখই বা কতক্ষণ স্থায়ী? জগতে কে সদানন্দ? কাহার হৃদয় জগতে এক দিনও দুঃখ দণ্ডে মথিত হয় নাই? সংসার-বিরাগী, পুণ্যাশ্রমী, যতি, তপস্বীরাও সংসারে যন্ত্রণা পাইয়াছেন। মাতৃগর্ভচ্যুত হইয়াই কেহ কখন সন্ন্যাসী হয় না। সাংসারিক বিবিধ অসহনীয় ক্লেশ দর্শনে, তাঁহারা সুখাশায় সংসার ত্যাগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব সংসারে কেহই চিরানন্দ নহেন। রোগ, শোক, অভাব, ধাম,

রূপ, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে মনুষ্য সতত‌ই নিরানন্দ। এই সকলের মধ্যে যদি কোনরূপে কথন আনন্দ জন্মে, তাহা ক্ষণিক মাত্র। নবকুমার প্রভৃতি সকলে সেই ক্ষণিক আনন্দে আনন্দিত ছিলেন। কিন্তু আনন্দ চিরস্থায়ী হইবার নহে। তাঁহাদের আনন্দে বিঘ্ন জন্মিল; পদ্মাবতী পীড়িতা হইলেন। চলুন পাঠক আমরা পদ্মাবতীর কি হইয়াছে দেখিয়া আসি।

পদ্মাবতী পীড়িতা। চারি দিন অতীত হইল পদ্মাবতী পীড়াক্রান্তা হইয়াছেন। পীড়া সহজ নহে। জ্বর—কিন্তু শক্ত জ্বর। কি কারণে পদ্মাবতীর সহসা এরূপ কঠিন জ্বর উপস্থিত হইল তাহা অন্যে জানে না; কোন সময়ে কি কারণে পীড়া হয় তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। অবশ্যই কোন শারীরিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইয়া থাকিবে নচেৎ এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? নবকুমার পদ্মাবতীকে জ্বরের কারণ জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। চিকিৎসক আসিয়া রোগিনীকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় নবকুমারকে কাণে কাণে বলিয়া গিয়াছেন,—"রোগের গতিক ভাল নহে।" নবকুমার সেই অবধি অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত ও শুষ্ক হইয়াছেন।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, পদ্মাবতীর জ্বর ত্যাগ হইতেছে। পদ্মাবতী ছট্ ফট্ করিতেছেন এবং যন্ত্রণা সূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতেছেন। চারি জন পরিচারিকা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। রৌদ্রের তেজ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত গৃহের সমস্ত দ্বারাদি বন্ধ। সহসা একটী দ্বার উন্মোচিত হইল। তন্মধ্য দিয়া নবকুমার প্রবেশ করিলেন। সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি ধাবিত হইল। পদ্মাবতীও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন। নবকুমারের চক্ষুর সহিত পদ্মার চক্ষু সংমিলিত হইল—অমনই তাঁহার অধরে মধুর হাসি আসিল। তাঁহার মুখের

ভাবান্তর হইল। এত যে যন্ত্রণা, এত যে ক্লেশ, তাহা যেন তৎক্ষণাৎ লয় পাইল। নবকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া কন্যার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন, পদ্মাবতী এই চারি দিনেই ভয়ানক কৃশা হইয়াছেন, তাঁহার বর্ণ পাণ্ডুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দীবর নয়ন দুটী ডব ডব করিয়া মুখের উপর ভাসিতেছে। পদ্মাবতী নবকুমারের গাত্রে একখানি হস্ত প্রক্ষেপ করিলেন। নবকুমার এক হস্ত দ্বারা পদ্মার প্রক্ষিপ্ত হস্ত ধারণ করিলেন, অপর হস্ত পদ্মার ললাটে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—

"পদ্মা! তুমি ঘামিতেছ। এক্ষণে তোমার জ্বরত্যাগ হইতেছে বোধ হয়।"

পদ্মা বলিলেন,—"হইবে, কিন্তু বড় কষ্ট হইতেছে।"

নবকুমার বলিলেন,—"আর দুই এক দিনমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। কি করিবে বল? তৎপরেই আরোগ্য লাভ করিবে।"

পদ্মা আবার নবকুমারের মুখ চাহিয়া একটু হাসিলেন, কহিলেন,—"আরোগ্য লাভ করিব তোমায় কে বলিল?"

নবকুমার কহিলেন,—"কেন পদ্মা এত সামান্য পীড়া। ইহাতে ভয় কি?"

পদ্মা কহিলেন,—"ভয় নাই নবকুমার। ভয় কিসের? মৃত্যুকে ভয়? তাহা আমার নাই। তবে নিজের শরীরের অবস্থা নিজে যত বুঝিতে পারা যায়, পরে সহস্র বিজ্ঞ হইলেও তত পারে না। নবকুমার! আমার পীড়া কঠিন নহে এবং আমি শীঘ্র আরোগ্য হইব, এমন আশাকে যদি হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তবে তাহা ত্যাগ কর।"

নবকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন,—"তুমি দুঃখিত হইতেছ? তাহা তো আমি

জানি না। আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি পুরুষ মানুষ, তোমাদের সহিষ্ণুতা গুণ আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। সেই সাহসেই আমি এমন কথা বলিয়াছি! তুমি দুঃখিত হইবে জানিলে কখন বলিতাম না। যাহা হউক যাহা হইবার তাহা হইবে, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হও কেন?" পদ্মাবতী নবকুমারের মনের ভাব বুঝিলেন এবং এই মুহূর্ত্ত হইতে অতঃপর রোগ যাতনা যথাসাধ্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী নবকুমারের বদন প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন তাহা বিশুষ্ক ও বিমর্ষ। বাক্যের স্রোত পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত কহিলেন,—"স্বামিন্! আমার একটী প্রার্থনা আছে।" নবকুমার সোৎসুকে কহিলেন,—"কি বল, নিঃশঙ্কোচে বল।"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"আমি জ্ঞানহীনা, জানি না আমি যাহা বলি তাহা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য। আমি যাহা বলিতেছি তাহা তোমার বিবেচনা সাপেক্ষ। যদি তাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তবে তাহা কর, নচেৎ প্রয়োজন নাই।"

নবকুমার কহিলেন,—"ভাল তাহাই হইবে। কথাটা কি?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম, যে জীবন্মধ্যে আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। অধুনা সেই ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। যদি তাহাতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বাদশাহের নিকট সংবাদ প্রেরণ কর।" নবকুমার কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। যুগপৎ অনেকগুলি চিন্তা তরঙ্গ তাঁহার হৃদয় জলধিকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি ভাবিলেন,—"পদ্মাবতীর এ ইচ্ছা অসঙ্গত নহে। যাঁহাকে এক দিন পদ্মা মন দিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে একদিনেই বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। পদ্মাবতীর চিত্ত তো আমি জানি। তাহা

যদিও এক্ষণে দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল তথাপি পূর্ব্ব-স্মৃতি কোথায় যাইবে? স্মৃতি প্রাবল্যে পদ্মার এ ইচ্ছা অন্যায় নহে। আর এ দর্শনে ক্ষতিই বা কি? পদ্মার চিত্তে মালিন্য জন্মান অসম্ভব। তবে কেন তাহার বাসনায় ব্যাঘাত দিব?" এই ভাবিয়া কহিলেন,—

"পদ্মা! এই কথা! এত উত্তম কথা! অবশ্যই সংবাদ লইয়া লোক যাইবে। কিন্তু তিনি আসিবেন কি না সন্দেহ।"

পদ্মা:—"আসিবেন। যাহাতে আসিবেন আমি তাহা বলিতেছি। তুমি যদি পত্র লেখ তবে তাহাতে লিখিয়া দিও পদ্মাবতী পীড়িতা হইয়াছে। রুগ্ন শয্যায় নিপতিতা হইয়া তাহার একবার বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ বাসনা জন্মিয়াছে। কিন্তু সে গমনাগমনে অশক্ত। সুতরাং বাদশাহ বাহাদুরের অনুগ্রহ ভিন্ন তাহার বাসনা চরিতার্থ হইবার অন্য উপায় নাই।"

নবকুমার বলিলেন,—"তাহাই হইবে। ঐ সকল কথাই লিখিব।"

পদ্মা। "নাথ! কার্য্যমাত্রেই যত শীঘ্র শেষ হয় ততই ভাল। আমি বলি যদি এ কার্য্য তোমার অভিপ্রেত হইল তবে আর বিলম্ব না করাই ভাল।"

নবকুমার কহিলেন,—"আমি পত্র লিখিতে চলিলাম। এখনই ইহা শেষ করিতেছি।"

এই বলিয়া নবকুমার পদ্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যাকুলিতান্তরে।

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্ যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ॥
অবগচ্ছতি মূঢ়চেতসঃ প্রিয়নাশং হৃদিশল্যমিবার্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্॥"

রঘুবংশম্।

কয়েক দিন অতীত হইল পদ্মাবতী রুগ্ন শয্যায় পতিতা আছেন। তাঁহার পীড়ার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ লক্ষিত হইতেছে। অদ্য সায়ংকালে পূর্ব্বোল্লিখিত চিকিৎসক পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গেলেন। অনতিবিলম্বে নবকুমার কণ্মার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যে প্রকোষ্ঠ পদ্মাবতীর সুস্থ, সবল এবং সানন্দ অবস্থায় আনন্দের রশ্মিতে সমুজ্জ্বলিত ছিল, যে প্রকোষ্ঠ পদ্মার অধ্যয়ন, রচনা, চিত্রকার্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রিয়তম স্থান ছিল, যথায় পদ্মা স্বীয় প্রকৃত পরিচয় জ্ঞানহীন স্বামীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ বিনয় বাক্যে তোষামোদ করিয়া, পরিশেষে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া সগর্ব্ববিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যে স্থানে বহুকষ্টে পদ্মা স্বামীর প্রেমহীন বিশুষ্ক হৃদয়কে প্রেমময় ও সরস করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়াছিলেন, যে প্রকোষ্ঠে পদ্মা আরাধ্য নবকুমারের সঙ্গ সুখে কতদিন স্বর্গ সুখ অনুভব করিয়াছেন, অদ্য সেই প্রকোষ্ঠে—সেই আমোদময় প্রকোষ্ঠে নবকুমার বিষণ্ণ বদনে

প্রবেশ করিলেন। সে প্রকোষ্ঠের আর সে জ্যোতিঃ নাই। একের হীনতেজে সকলই যেন তেজহীন হইয়াছে। রুগ্না পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বে কাষ্ঠ চৌপায়ায় একটী শামাদান জ্বলিতেছে, কিন্তু সকলই যেন অন্ধকার। নবকুমার যাইয়া আলোকের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পদশব্দ রুগ্নার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। উভয়ের চক্ষু সম্মিলিত হইল। পদ্মাবতীর বদনে একটু হাসি দেখা দিল। কিন্তু সে হাসি তাঁহার স্বাভাবিক হাসি নয়। পদ্মাবতী নবকুমারের তৃপ্তি সাধন জন্য এ অবস্থাতেও জোর করিয়া হাসিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—

"পদ্মাবতি! এখন কেমন আছ?" অতি ক্ষীণ স্বরে পদ্মাবতী উত্তর করিলেন, "ভাল আছি।"

এস্থলেও পদ্মাবতী প্রকৃত কথা গোপন করিলেন। পাছে নবকুমারের হৃদয়ে ব্যথা জন্মে, এজন্য পদ্মা রোগ তাঁহার শরীরকে কিরূপ চর্ব্বিত করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করিলেন না। নবকুমার সকলই বুঝিলেন। চিকিৎসক যখন পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া গমন করেন তখন নবকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি নবকুমারকে বলিয়াছেন "রুগ্নার অবস্থা বড়ই মন্দ। কল্য সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভয়ের দিন গিয়াছে। কিন্তু এই সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ সারিতে না পারিলে পুনরায় বিপদ সম্ভাবিত। শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু কিছুই ভাল বুঝিতেছি না।"

নবকুমার পদ্মার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।—পদ্মা যেন কোন অস্বাভাবিক শক্তিবলে উঠিয়া বসিলেন। নবকুমার তাঁহাকে ধরিলেন। পদ্মা হেলিয়া নবকুমারের বক্ষে মস্তক রক্ষা করিলেন। তাঁহার একচক্ষু আবরণে পড়িল অপর চক্ষুর দ্বারা তিনি নবকুমারের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। উভয়ে নীরব। উভয়ের

হৃদয়েই দারুণ শোকের ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল। কি কথা কহিবেন? মনে কি তখন কথা স্থির আছে? নবকুমার শোক বিকম্পিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন এই মনোমোহিনী মূর্ত্তি যাহা আমার হৃদয় মনকে প্রেম-রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইবে। তিনি আরও দেখিলেন পদ্মার সুগোল, নবনীত বিনিন্দিত কোমল গণ্ডদ্বয়ের সে শোভা অপহৃত হইয়াছে। তাহাতে গায় গায় অনেক দাগ পড়িয়াছে এবং তাহা গভীর হইয়াছে! তাঁহার চক্ষুতলে কালিমা পড়িয়াছে। অধরোষ্ঠ গোলাবী বর্ণের বিপর্য্যয়ে শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। তাঁহার নারী-চরিত্র সুলভ গর্ব্ব-পূর্ণ সমুজ্জ্বল দেহ-শোভা, যাহাতে তাঁহার আত্মার অধামুখী বুদ্ধির জ্যোতিঃ দীপ্যমান ছিল, এক্ষণে আর তাহা সেরূপ নাই!

নবকুমারের দেহে সমধিক বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অতি ব্যগ্রতা সহকারে তিনি পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া তাঁহার বদনে ভূয়োভূয়ঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্লেশ-সংরক্ষিত মনোবেগ শিথিল হইল সুতরাং নবকুমারের চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

পদ্মাবতী নবকুমারের ব্যগ্রতা দর্শনে কিছু ব্যাকুলিত স্বরে কহিলেন,—"কাঁদিও না—কাঁদিও না। শঙ্কিত হইতেছ কেন? পরিণামে কি হইবে তাহার স্থির কি? তোমার সংস্পর্শে আমার সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইয়াছে; আমি পবিত্র সুখ ভোগ করিতেছি তুমি এক্ষণে শোক ত্যাগ কর।"

এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মার নয়ন-নির্গত কয়েক বিন্দু অশ্রু নবকুমারের বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। নবকুমার উভয়ের

তায় পদ্মার মুখপ্রতি চাহিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, পদ্মা এখনও হাসিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পদ্মা নবকুমারের হৃদয় হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া একটী তাকিয়ায় সংস্থাপিত করিলেন। নবকুমার প্রচণ্ড শোকাগ্নিকে নিবাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহা কি সহজ? সময়ে সময়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবং অনুকম্পন হৃদয়ের প্রচণ্ড শোক প্রবাহের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

অনেক নিস্তব্ধতার পর নবকুমার কহিলেন,—"পদ্মা! মনুষ্যের এই গতি! অদৃষ্টের এই শেষ! এ ঘটনা সাধারণ, সর্ব্বব্যাপী এবং অপ্রতিবিধেয়! রোগ হইবেই হইবে কাহার সাধ্য তাহার রোধ করে? তোমার পীড়া এখনও কঠিন হয় নাই। মনের ব্যাকুলতায় এবং অস্থিরতায় আমি যেরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছি, এখনও তাহার অণুমাত্র চিহ্নও প্রকাশিত হয় নাই। ঈশ্বর করুন আর পীড়া না বাড়ে। তাহা হইলেই তুমি অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে। তোমার এ সহজ পীড়ায় ভয় কি?"

নবকুমার মনের কথা বলিলেন না। মনে যাহা বুঝিয়াছিলেন পদ্মাকে সাহস দিবার জন্য তাহা গোপন করিলেন।

পদ্মা কহিলেন,—"ভয় কি? কিছুই না। পীড়া সহজ হউক বা কঠিন হউক তাহাতে ভয় করিলে চলিবে কেন? মৃত্যুকে ভয় করিলেই কি মনুষ্য তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? কখনই না। তবে কেন?"

পদ্মাবতীর মুখে এইরূপ সাহসের কথা শুনিয়া, নবকুমারের এতাদৃশ চঞ্চল হৃদয়ও একটু সাহসী হইল। প্রিয়জনের ক্লেশ দেখিলে অন্তরে দারুণ বেদনা জন্মে, কিন্তু যদি সেই প্রিয়জন কোন অপ্রতিবিধেয় বিপদে পড়িয়া স্বয়ং কাতর না হয়, তাহা

ধৈর্য্য সহকারে স্থির থাকে, তাহা হইলে তজ্জন্য চিন্তা অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন হয় সন্দেহ কি? বিশেষতঃ বিধাতা-বিহিত একটী সুন্দর নিয়ম সতত সংসারে বিরাজ করিতেছে,—মনুষ্য যতই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয় ততই যেন মৃত্যুর ক্রমনিম্ন পথ আরও পরিষ্কার ও মসৃন হইয়া তাহার গতির সুবিধা করিয়া দেয় এবং প্রত্যহ দেহ নশ্বর বলিয়া যতই প্রতীতি জন্মে, ততই যেন কৃতান্তের করাল ভীষণ মূর্ত্তি কমনীয়তা ধারণ করে; অবশেষে যেরূপ শ্রান্ত শিশু জননীর অঙ্কে নিদ্রা যায়, তদ্রূপ মানব অকাতরে শমন সদনে শরণ গ্রহণ করে করে। এই চির-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রভাবে পদ্মাবতীর মুখ হইতে তাদৃশ সাহস সূচক কথা বিনির্গত হইয়াছে। নবকুমার পদ্মাবতীর কথা সকল স্থির মনে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—

"অনেক লোক জন সমভিব্যাহারে বাদশাহ আসিয়াছেন।"

নবকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন,—"আসিয়াছেন?"

পদ্মাবতী কহিলেন,—"তুমি যাও।"

নবকুমার ব্যস্ততা সহকারে পদ্মার প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্দীপ্ত প্রণয়-পাবকে।

"I loved, I love you, for this love have lost
State, station, heaven, mankind's, my own esteem,
And yet can not regret what it hath cost
So dear is still the memory of that dream."

Byron.

বাদশাহ জাহাঙ্গীর পত্রপাঠ মাত্র বুঝিয়াছিলেন যে পদ্মাবতীর সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে সন্দেহ নাই। পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন, অন্তিম সময়ে তিনি পুনরায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; অন্তিম সময় উপস্থিত না হইলে সে কথা তাঁহার মনে পড়িবে কেন? এজন্য বাদশাহ আসিবার সময় অধীনস্থ কয়েক জন প্রসিদ্ধ হাকিম সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়াই নবকুমার কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকের নিকটে রোগের সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া একেবারে পদ্মার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রোগের কিছুই করিতে পারিলেন না। অদ্য দশ দিন অতীত হইল। এ দশ দিনে পীড়া অণুমাত্রও উপশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। চিকিৎসকেরা পদ্মার জীবনে প্রায় হতাশ হইয়াছেন। এই নিরাশ কথা প্রিয়জনদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই চিন্তিত, শঙ্কিত ও নিস্তব্ধ। নবকুমার জাহাঙ্গীর প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা রোগিণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারাও ক্রমশঃ নিরাশ হইতেছেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাহাদুর, [illegible]

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এবং ধীরে ধীরে কন্যার পালঙ্ক-সন্নিহিত এক খানি চৌপায়ায় উপবেশন করিলেন। পদ্মা নিতান্ত দুর্বল ও কৃশ। সম্প্রতি চারি দিন হইতে যে জ্বর আসিয়াছে তাহা কমিতেছে না, বাড়িতেছে না, সমভাবেই রহিয়াছে। চিকিৎসকেরা সন্দেহ করিতেছেন, সেই জ্বর যখন বিরাম হইবে, তখনই পদ্মার মৃত্যু হইবে। বাদশাহ ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পদ্মা বাদশাহের মুখ-প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। বাদশাহ ব্যথিত হইলেন। এক সময়ে যাহার দৃষ্টিতে বাদশাহের হৃদয় নৃত্য করিত, অদ্য তাহার দৃষ্টি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হইল! শোকে তাঁহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। অতি কষ্টে তিনি মনের ভাব গোপন করিলেন। উভয়েই নিস্তব্ধ,—নীরব,—চিত্রার্পিত পুত্তলীপ্রায়। অনেকক্ষণ পরে পদ্মাবতী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—

"বাদশাহ! আমি চলিলাম,—এ জীবনের মত চলিলাম। পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপজীবন নিশ্চয়ই অচিরে চিরান্ধকারে ডুবিবে। তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা বৃথা। আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমি আগতপ্রায় মৃত্যুর নিমিত্ত শঙ্কিত নহি। সংসারে আর ক্ষোভ নাই। মনুষ্য জীবনে যে সকল বাহ্যিক সুখ সৌভাগ্য ঈপ্সিত, বাদশাহের অনুকম্পায় আমি সে সকল যথেষ্ট সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে যতদিন নবানুরাগ থাকে, ততদিন সুখ বোধ হয়; ততদিন সে সকল আমোদের সামগ্রী থাকে। অনুরাগ কয় দিন থাকে? অনুরাগও কমে স্পৃহাও কমে, সুখও যায়। আমি আপনাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—সে সকলে বিন্দু মাত্রও সুখ নাই; থাকিলে আমার সুখের সীমা থাকিত না। যাহাতে প্রকৃত সুখ আছে, তাহা হতভাগিনী সে সুখ জানিতে

পারে নাই। যখন জানিতে পারিল ও তাহা হস্তগত হইল, তখন গতকার্য্য সকলের নিমিত্ত নিদারুণ অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধিত হইতে লাগিল। সুতরাং জগতে অভাগিনী সুখের মুখ দেখিতে পাইল না। সুখের নিমিত্ত আমি কি না করিয়াছি? কোন্ পাপ আমি বাকি রাখিয়াছি? যাহা করিয়াছি তাহা সকলই সুখের চেষ্টায়, অসীম ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টায়। কিন্তু বাদশাহ! আপনাকে বলিতে কি, পাপে পাপে আমার দেহ, মন, প্রাণ জর্জ্জরিত হইয়াছে মাত্র, সুখী কখনই হয় নাই। এখনই কি আমি সুখী? না বাদশাহ! এখন আমার বড় যাতনা! কেন পূর্ব্ব হইতে এই পথে থাকি নাই এই অনুশোচনায় আমার হৃদয় এখন সতত জ্বলিতে থাকে! সে জ্বালা নিবারিত হইবার নহে। তাহা হইলে অবশ্য নিবারিত হইত। তাহাতেই বলিতেছি অভাগিনীর জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, তাহার মরণই মঙ্গল। সেই মঙ্গল নিকটবর্ত্তী, তাহার জন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না ইহাই সৌভাগ্য। আর পাপীয়সী পদ্মাবতীর পাপ প্রাণ পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিবে না।"

এই পর্য্যন্ত কথা যদিও পদ্মাবতী অতিশয় ধীরে ধীরে ও অতিশয় অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন, তথাপি ইহাতেই তাঁহার অত্যন্ত শ্রম হইল। তিনি নিস্তব্ধ হইলেন এবং সজোরে শ্বাসপ্রশ্বাস করিতে লাগিলেন। বাদশাহ বাহাদুর সমস্ত কথা শুনিলেন; তাঁহার সাধারণতা বিকল হইল। চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল। বিকৃত স্বরে, কহিলেন,—"পদ্মাবতি! তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ যে এত ভয়ানক হইবে, তাহা [illegible] স্থান দিতে [illegible] করি নাই। তুমি যাহা বলিলে তাহা [illegible], [illegible] [illegible] মনে স্থান [illegible] [illegible] [illegible]।"

আমার দেহ, মন, প্রাণ যে এক সময়ে কেবল মাত্র তোমারই ছিল, তাহা তুমি জান না কি? অতি ক্লেশে হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তোমাকে তোমার সুখের পথে বিচরণ করিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু বল দেখি পদ্মাবতি! কোন্ প্রাণে আমি সুস্থির হইব? পদ্মাবতি! তুমি সহস্র যোজন অন্তরে থাকিলেও আমার অন্তরেই আছ। আমি তোমারই। তোমার চিত্তের অন্য ভাব হইলেও আমি তোমাকে হৃদয় হইতে দূর করিতে পারি নাই।"

মনস্তাপে, পূর্ব্বস্মৃতিতে বাদশাহের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অতি ব্যস্তে বাদশাহ পদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার নয়নজলে পদ্মার ক্ষীণ হস্ত সিক্ত হইতে লাগিল। পদ্মা ব্যাধি-বিকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "বাদশাহ! আপনার কথায় পূর্ব্বকালের সমস্ত কথা মনে পড়িল; যেন, সে সকল প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে। বাদশাহ! আমার হৃদয় নিতান্ত পাষাণ,—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। অন্তিম সময়ে আমি আপনাকে মনের কথা বলি শুনুন। এ সময়ে আর আমার ভয় কি? যে সংসার অচিরে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে আর কাহার ভয় করিব? আপনি শুনিয়া কি ভাবিবেন বলিতে পারি না। যাহা ভাবুন এই অন্তিম কালে; মৃত্যুশয্যায় আমি আজ মুক্তকণ্ঠে আমার পাপ স্বীকার করিব। আর কেনই বা প্রতারণা করিব? বাদশাহ! আপনি আমাকে যত দূর প্রেম করিতেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। কিন্তু বাদশাহ! মিথ্যা মনে করিবেন না, আমি পাষাণী, তখন আপনার সেই অতুল্য প্রেমের কণিকাও প্রতিদান করিতাম না। আপনি বিস্মিত হইতেছেন? জগতে আমার ন্যায় অসতী, কুলটা রমণী, বারাঙ্গনাদের এই নিয়ম,—তাহাদের এই কার্য্য, এই ব্যবহার।

প্রতারণা তাহাদের ব্যবসায়। আপনি আমার সন্তোষার্থে কি না করিয়াছেন ? কিন্তু আমি পাপীয়সী, আপনার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি ? আমি স্বয়ং অসীম পাপ করিয়াছি, আবার তাহার সহিত প্রতারণা মিশ্রিত করিয়াছি এবং আপনাকে, আরও কত-জনকে নিরত প্রতারণা জালে বদ্ধ করিয়া পাপে ডুবাইয়াছি। বাদশাহ! ভাবিয়া দেখুন দেখি আমার পাপের কি পরিমাণ আছে ? আমার অদৃষ্টের গতি কি হইবে তাহা বুঝিতেছেন ?”

এই বলিয়া পান্না আবার নীরব হইলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রাম লইয়া পান্না বাদশাহের মুখ প্রতি চাহিলেন। পান্নার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পান্না কহিলেন,—

“বাদশাহ! আপনাকে যাহা বলিব তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। আমার কথায় কেন বিশ্বাস করিবেন ? বিশ্বাস না করিলেও আমি তাহা বলিব। কারণ আপনার বিশ্বাসাবিশ্বাসে আমার আর কোন ইষ্টানিষ্টের আশঙ্কা নাই। যে শীঘ্র মনুষ্য রাজ্য চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিবে, মনুষ্যের সন্তোষ ও বিশ্বাসে তাহার প্রয়োজন কি ? শুনুন বাদশাহ! সদিচ্ছারূপ অনলস্পর্শে পাষাণ হৃদয় গলে। দাসীর অন্তরে অনেক দিন সদিচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে। পাষাণীর হৃদয় সেই সময় হইতে একটু গলিয়া মানবীর ন্যায় হইয়াছে। আমি তখন বুঝিয়াছি—আপনার সহিত পূর্ব্বে কত অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তখন বুঝিয়াছি—আমি পাপীর পাপী; আমার তখন-কার হৃদয়ের অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু তখন আমি অনেক দূর আসিয়াছি আর প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব এবং আরও নানা কারণে হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। এত শীঘ্র মৃত্যু আমাকে নিস্তার করিতে না আসিলে এ কথা কখন ব্যক্ত করিতাম না।

যাহা হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, তাহা হৃদয়েই লয় পাইত। অদ্য এ কথা প্রকাশ করিলাম—প্রকাশ করায় আর ক্ষতি নাই বলিয়াই করিলাম। যে দিন হইতে হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে মানবীর ন্যায় হইল, সেই দিন হইতে তোমাকে প্রণয় না করিয়া থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন কার্য্য হইয়া উঠিল। স্বামী আমার আরাধ্য দেবতা। তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করিব ইহাই আমার প্রার্থনা। তাঁহাকে আমি স্বেচ্ছায় মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। সেই শুভ দিনাবধি, আমি স্বামীর চরণ অম্বুজের সহিত ধ্যান করিয়াছি, তাঁহাকে পুণ্যের সোপান মনে করিয়াছি এবং পাপীয়সী পদ্মাবতীর হৃদয়ে যতদূর প্রণয় উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব, ততদূর প্রণয় করিয়াছি। কিন্তু বাদশাহ! তোমাকেও তো ভুলিতে পারি নাই। ইহাতে যদি আমার অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কি করিব, আমি তাহাতে দুঃখিত নই। সুখের বিষয় যে পাষাণীর মৃত্যু সময়ে একথা প্রকাশ হইল। আরও সুখের বিষয় এই যে এক দিনও তোমার সহিত অবস্থান করিতে অথবা তোমার নিকটস্থ হইতে প্রবৃত্তি হয় নাই। জানিতাম তাহাতে যন্ত্রণা ভিন্ন সুখ নাই। অদ্য সমস্ত কথা প্রকাশ করিলাম; অদ্য তুমি সম্মুখে উপস্থিত; অদ্য চিত্ত বড় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অদ্য ভাবিতেছি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম কি রূপে।”

পদ্মাবতী বিশ্রামার্থে নিস্তব্ধ হইলেন। তিনি সাধ্যাতীত উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথা গুলি বলিয়াছিলেন, এজন্য বিশেষ শ্রম বোধ হইল। অনেকক্ষণ বাদশাহের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে থাকিয়া আবার কহিলেন,—

“বাদশাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ পাপীয়সী তোমার নিকট বিস্তর দোষে দোষী। সে সকল দোষ সংখ্যাতীত। তাহার

কোন্‌টি বলিব? আর কিই বা বলিব? পাপে হৃদয় লৌহবৎ কঠিন হইয়াছে বলিয়াই তোমার সহিত কথা কহিতে আমার লজ্জা জন্মিতেছে না। হৃদয় কথায় পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আর কিছু বলিব না। আর বলিতেও পারিতেছি না। এক কথা বাদশাহ! দাসীর অপরাধ সকল ক্ষমা কর।'

এই বলিয়া পদ্মাবতী জাহাঙ্গীরের হস্ত ধারণ করিলেন; জাহাঙ্গীর বাক্যহীন পুত্তলীপ্রায়, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, কাঁদিতে লাগিলেন। পদ্মাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উভয়ে সেই ভাবে অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই বাহ্যজ্ঞান রহিত—সংজ্ঞাশূন্য। তাঁহাদের যখন এইরূপ অবস্থা তখন সেই প্রকোষ্ঠে নবকুমার প্রবেশ করিলেন। পদ্মাবতী অথবা জাহাঙ্গীর তাহা জানিতে পারিলেন না। নবকুমার তাঁহাদের ভাবলক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন পূর্ব্বস্মৃতির প্রাবল্যে উহারা এক্ষণে নিমগ্ন রহিয়াছে, উহাদের বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া আবার প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সৌহৃদ্য সংস্থাপনে।

——"I may be your friend, and that, perhaps, when you least expect it.'

Vicar of Wakefield.

যে আসন্ন বিপদ বদন ব্যাদন করিয়া নবকুমারকে বিভীষিকা দেখাইতেছে তাহা অতি ভয়ানক সন্দেহ কি? নবকুমার শঙ্কায় যে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। পদ্মাবতীর জীবনের কোন ভরসা নাই তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, সুতরাং এই আগত প্রায় অশুভ ঘটনার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। পদ্মার সহবাসে নবকুমার আপাততঃ শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি সকল বিপদ ও সকল ক্লেশকে দলিত করিয়া এই সুখে উন্মত্ত ছিলেন। পদ্মার অপরাধাদির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেই পদ্মা, তাঁহার হৃদয় এতাদৃশ অধিকার করিয়া, তাঁহাকে মোহিত করিয়া, বিরক্তির কারণ হইতে আনন্দের মূল রূপে পরিবর্তিত হইয়া, এত অল্পদিনের মধ্যে অবনীধাম হইতে একেবারে প্রস্থান করিবে ইহা অপেক্ষা তাঁহার দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

নবকুমার, পদ্মাবতী ও বাদশাহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং নিতান্ত উদাস চিত্তের ন্যায় প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। তথাপি নবকুমার বাতায়ন সান্নিহিত হইয়া ব্যস্ততা সহকারে তাহার দ্বার মোচন করিলেন। শীত-রজনী-স্বভাব-সম্ভূত তিমিরাচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথ সম্মুখীন হইল। তদুপরে

কয়েক খানি ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধকার মধ্যে স্তূপ স্তূপ দেখাইতে লাগিল। তৎপরেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। তন্মধ্যস্থ বৃক্ষ সকল ও পথপার্শ্বস্থ গৃহসকল শীতনিশান্ধকার হেতু একবিধ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বাতায়নের অতি নিকটে একখানি পালঙ্ক ছিল। নবকুমার বাতায়ন প্রতি মুখ করিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। গাত্রে যে সমস্ত বস্ত্র ছিল একে একে সে সমস্ত উন্মোচন করিলেন। তাহাতেও দেহ শীতল হইল না। এজন্য বাতায়ন দ্বারে বক্ষ রক্ষা করিলেন। বাতায়ন দ্বার দিয়া শীতল বায়ু ঝির্ ঝির্ করিয়া তাঁহার বক্ষে লাগিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই শীতলতা পাইলেন না। ভ্রান্ত!—কি করিতেছ? একি অগ্নি-সম্ভূত উত্তাপ যে সহজে শীতল হইবে! এ যে উত্তাপ তাহাতে জল দেও, তুষার দাও, অথবা জগতে যাহা কিছু শীতল আছে সে সমস্ত দেও তথাপি একটুও কমিবে না। নবকুমারের সেই সময়ের চিত্তের অবস্থা ভয়ানক। তিনি অনিত্য জগতের অনিত্যতা আলোচনা করিতেছেন। বাতায়ন মধ্য দিয়া এই ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর যেন রোগ, শোক, মরণ ইত্যাদি নানাবিধ আকারে পরিক্রমণ করিতেছে, দেখিতে পাইতেছেন। যখন নবকুমার এইরূপে স্বীয় চিত্তের উপর প্রভুত্ব হারাইয়াছেন, তখন সেই প্রকোষ্ঠে অপর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। নবকুমার তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। আগন্তুক ধীরে ধীরে নবকুমার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। নবকুমারের চমকিলেন। তিনি ব্যগ্রতা সহকারে আগন্তুকের মুখ প্রতি চাহিলেন এবং দেখিলেন—আগন্তুক উমাপতি। উমাপতি কহিলেন,—

"ভ্রাতঃ কি ভাবিতেছ? অপ্রতিবিধেয় ভাবী ঘটনার নিমিত্ত চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য।"

নব। "না ভাই; আমি তাদৃশ মূঢ় নহি। আমি আর এক চিন্তায় নিবিষ্ট ছিলাম। এই সংসার অনিত্য। এখানে কি চিরকাল আছে—কি চিরকাল থাকিবে? আশ্চর্য্য এই, মানুষ এমনি মায়ায় আচ্ছন্ন যে প্রত্যহ শরীরের নশ্বরতা এবং জগতের অনিশ্চিতত্তা সম্বন্ধে রাশি রাশি প্রমাণ দেখিতেছে, তথাপি তাহাদের হৃদ্বোধ জন্মে না। এই আমি—আমার মনে কতবার ঘটনাক্রমে এই কথা উদিত হইয়াছে, কিন্তু কখনই দুই দিবসের অধিক মনে থাকে নাই।"

উমা। "ঈশ্বরের উহা একটী কৌশল। মানবগণ ওরূপ মায়ায় আচ্ছন্ন না হইলে, জগতের কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিত, তাহা স্থির করা যায় না। সে যাহা হউক, পদ্মাবতী এক্ষণে কেমন আছেন?"

নবকুমার বিষণ্ণস্বরে কহিলেন,—"আমি এক্ষণে তাঁহাকে দেখি নাই। আর কি বা দেখিব ভাই? পদ্মাবতীর জীবনাশা সকলেই ত্যাগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া নবকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে তৃতীয় এক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি সঞ্চালিত হইল এবং উভয়েই দণ্ডায়মান হইয়া আগন্তুককে অতীব সম্মান সহকারে অভিবাদন করিলেন। আগন্তুক স্বয়ং বাদশাহ জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর নিকটস্থ হইয়া পালঙ্কে উপবেশন করিলেন এবং নবকুমার ও উমাপতিকে সেই আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা অগত্যা সংকুচিত ভাবে এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

জাহাঙ্গীর নবকুমারকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"মহাশয়! আপনার সহিত অল্প কয়েকটী কথা কহিতে ইচ্ছা করি। ভরসা করি আপনি আমার কথায় কোন দোষ লইবেন না। [illegible]—

পদ্মাবতীর একণে যে অবস্থা তাহা মহাশয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই আগতপ্রায় ঘটনায় আপনার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইবে সন্দেহ কি। কিন্তু মনে করিবেন না যে এ ঘটনায় আমি কোন ক্লেশ পাইব না। আপনি বিজ্ঞ এবং বিবেচক; সরল ভাবে আমার কথা শুনিবেন। লুৎফউন্নিসা, আধুনিক পদ্মাবতীর সহিত পূর্ব্বে আমার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা মহাশয় অবশ্যই কিছু না কিছু পূর্ব্বে জানিয়া থাকিবেন। এরূপ অবস্থায় সে সকল মনে হইলে মহাশয়ের মনে পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা জন্মিতে পারে। আপনি উন্নতচিত্ত বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিতে সাহস"—

এই সময়ে নবকুমার বাদশাহের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"আপনি অলীক আশঙ্কা করিতেছেন। পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা, যাহা হইবার তাহা এক সময়ে হইয়া গিয়াছে। এখন আর কিছুতেই পদ্মাবতী সম্বন্ধে আমার মনোমালিন্য জন্মিবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। পদ্মাবতীর সহিত আপনার পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাহা আমি জানি। তাহার পরে পদ্মাবতীর সহিত আমার মিলন হয়। সে সকল জানিয়া শুনিয়াও যখন আমি পদ্মাবতীর উপর ঘৃণা ত্যাগ করিয়াছি, তখন আবার সেই কথায় নূতন করিয়া অসন্তোষ জন্মিবে কেন?"

বাদশাহ সন্তোষ সহকারে কহিলেন,—"উত্তম, আপনার এরূপ সংস্কারে আমি আনন্দিত হইলাম। একণে বলিতে বাধা নাই,—এককালে এ হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পদ্মাবতীর অধীনে ছিল। কিন্তু কালে সবই হয়। পদ্মার পাপ-কলুষিত মনেও কালে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রবেশ করিল। পদ্মা তখন স্বামী সঙ্গরূপ পবিত্র সুখের অভিলাষিণী হইল। আমি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতাম। কিন্তু নানা কারণে আমি তাহার অভিলাষে ব্যাঘাত জন্মাইলাম

না। পদ্মা যে দিন আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সে দিন কি ভয়ানক! তাহার কথা এক্ষণে কি বলিব? যাহা হউক অতি কষ্টে পদ্মাকে বিদায় দিলাম বটে, কিন্তু মনকে তো বিদায় দিতে পারিলাম না। যাহার সহিত কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে আমার এতাদৃশ সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিয়োগে যে আমি নিতান্ত কাতর হইব তাহা বলা বাহুল্য।"

নব। "তাহা বলার অপেক্ষা কি? তাহা আমরা বেশ অনুমান করিতেছি।"

বাদ। "সে যাহা হইবে তাহা এক্ষণে কাহার সাধ্য নিবারণ করে? মন যতই কেন ধীর ও সহিষ্ণু হউক না, এরূপ অবস্থায় কাতর হইবেই হইবে। এই দারুণ বিপদ ও শোকের মধ্যে এক লাভ এই, যে মহাশয়ের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইল। মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ থাকে এটী আমার সমূহ ইচ্ছা। ভাবিয়া দেখুন এ ইচ্ছা অকারণ নয়। আমরা উভয়েই এক পদ্মাবতীর প্রণয় লতিকায় সম্বদ্ধ। আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ সবিশেষ নৈকট্য থাকা প্রার্থনীয় ও সুখের নয় কি? আরও দেখুন পদ্মাবতী সংসার হইতে যায়। তাহার ইতিহাস আমাদের দুই জনের যত মনে থাকিবে, এত আর কাহারও থাকিবে না। আমরা দুই জন আত্মীয় ভাবে থাকিলে অনেক শান্তি জন্মিবে। আমি মহাশয়কে এক পত্র লিখি। বোধ করি আপনি তাহা পাইয়া থাকিবেন।"

নবকুমার বিনীতভাবে কহিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ। নানাবিধ কারণে, বিশেষতঃ কি বলিয়া তাহার উত্তর দিব এই ভাবিয়া, এ পর্য্যন্ত তাহার উত্তর দিতে পারি নাই। সে জন্য আমি অপরাধী আছি।"

বাদল। "পত্রের কার্য্য এক্ষণে মুখেই চলিবে। পত্রে মহাশয়কে

একটী নির্দ্দিষ্ট জায়গীর দিবার কথা ছিল। মহাশয় তাহাতে স্বীকৃত হইবেন কি না, তাহা না জানিয়া এ প্রস্তাব করা অন্যায়। কিন্তু ইহাতে স্বীকৃত হইলে আমি পরম সুখী হই।”

নবকুমার নিতান্ত সঙ্কুচিত স্বরে কহিলেন,—“আমি এ বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি। ইহাতে অস্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই। এ অধীন এরূপ সম্মান পাইবার উপযুক্ত নয়। আপনার অনুগ্রহ অপাত্রে ন্যস্ত হইতেছে! যাহা হউক রাজদত্ত উপহার, আমার কি সাধ্য অস্বীকার করি!”

বাদ। “বড় সুখী হইলাম। ভরসা করি আমাদের আত্মীয়তা উত্তরোত্তর বিশেষ বৰ্দ্ধিত হইবে। চলুন, এক্ষণে মনেরও স্থিরতা নাই, শরীরও ক্লান্ত আছে—বিশ্রাম আবশ্যক।”

এই বলিয়া বাদশাহ গাত্রোত্থান করিলেন, নবকুমার ও উমাপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্তিমিত প্রদীপে।

“পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া করুণাপায় বিভিন্ন বর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ॥”

রঘুবংশম্।

কুলান্ধ ক্রমশঃ পদ্মার জীবন বিনাশার্থ যে সকল উপায়াবলম্বন করিতেছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণন নিতান্ত ক্লেশকর। আমরা সে সকল উল্লেখ করিব না। এমন দিন নাই, যে দিন নবকুমার কিছু

মানের অধিকাংশ কপ্নার শয্যাপার্শ্বে অতিবাহিত না করিতেছেন; কিন্তু কোন দিন অধিকতর নিরাশা ভিন্ন আশার অঙ্কুর হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না।

দেখিতে দেখিতে সপ্তদশ দিন অতীত হইল। পদ্মার অবস্থা বড় ভয়ানক। চিকিৎসকেরা অদ্যই পদ্মার শেষ দিন স্থির করিয়াছেন। বৈকালে যখন নবকুমার কপ্নার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, তখন পদ্মা নিদ্রিতা। নবকুমার ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক জন হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার তাঁহাকে কহিলেন,—

"রোগিনী নিদ্রিতা; এই সময় একবার দেখিয়া আসিলে হয় না।"

হাকিম আজ্ঞা পালনে গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাগত হইলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"কি দেখিলেন?"

হাকিম। "যেরূপ নাড়ীর গতিক, তাহাতে বোধ হয়, রাত্রি এক প্রহর, ছয় দণ্ডের মধ্যে বিবির জীবলীলা ফুরাইবে।"

নবকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তৎসহ তাঁহার লোচন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু নিশ্রুত হইল। হাকিম চলিয়া গেলেন। নবকুমার একান্তে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট আলোচনা করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর ও স্বীয় অদৃষ্ট আলোচনা করিতে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি তাহা হইতে চিত্ত বিরত করা অসাধ্য। অনেকক্ষণ পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল "পদ্মাবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গ সহকারে তাঁহার পীড়াও বাড়িয়াছে।"

নবকুমার তাহাকে বলিলেন,—"তুমি হাকিমের নিকট সংবাদ দেওগে, আমি চলিলাম।"

নবকুমার সত্বর কপালার গৃহে গমন করিলেন। গমন সময়ে তাঁহার পদ কম্পিত হইতে লাগিল। বক্ষঃস্পন্দন দ্রুত হইল। দারুণ ভীতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

পদ্মা প্রণয় ও স্নেহ পরিপূরিত হাস্যে নবকুমারের মুখ প্রতি চাহিলেন। নবকুমার নিকটস্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। পদ্মা ক্ষণপরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বর"—এই বলিয়া নবকুমারের হস্ত ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন,—

"প্রাণেশ্বর"! তোমাকে কত কথা বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তো কিছু মনে পড়িতেছে না। তুমি আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ। আমি ততদূর অনুগ্রহের পাত্র নহি। তথাপি তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছ। তজ্জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্ভব। তাহার প্রয়োজনও নাই। তুমি আমাকে অনুগ্রহ না করিলে কে করিবে? তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি করিয়াছ। কিন্তু আমি অভাগী জীবনে তোমার সন্তোষ জনক কি কার্য্য করিয়াছি? আমি কবে তোমার সুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি? তুমি আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ—আমার জ্বলন্ত হৃদয়কে শীতল করিয়াছ। তোমার গুণের সীমা নাই। কিন্তু আমি তো চলিলাম। তোমার অনুগ্রহের কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিদান করা আমার সাধ্যাতীত। এ পাপীয়সীর তুমি যে কিছু হিত করিয়াছ, তাহা প্রতিদান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কর নাই—আমার তাহা সাধ্যও নহে। কিন্তু আমি পারি বা নাই পারি, ভগবান্ অবশ্যই তোমার গুণের প্রতিদান করিবেন, তিনি অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।"

বলিতে বলিতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পদ্মার নয়ন হইতে নিপতিত

হইল। নবকুমার দারুণ মানসিক যাতনা প্রভাবে অবনত মস্তকে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ মস্তকোত্তোলন করিলেন। উভয়ের চক্ষু সংযত হইল। নবকুমার অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পদ্মাবতীর হস্ত তিনি স্বীয় নয়নোপরি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময় চারি জন হাকিম তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা কন্যার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কিঞ্চিৎকাল সকলে পরামর্শ করিয়া এক জন পার্শ্ব হইতে একটী বাটী লইয়া তাহাতে একটু তরল ঔষধ দিয়া, নবকুমারের কাণে কাণে কহিলেন,—

"শীঘ্র বিবির মোহ হইবার সম্ভাবনা আছে। সেই সময় বিবিকে এই ঔষধ সেবন করাইবেন। আমরা নিকটেই থাকিলাম। যদি তাহাতে উপকার না হয় সংবাদ দিবেন।"

হাকিমেরা প্রস্থান করিল। নবকুমার প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রিয়ে পদ্মাবতি! আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। আমি তোমাকে"—

পদ্মাবতী ও কথা না শুনিয়া অতি ক্লেশে কহিলেন,—"নবকুমার আমার বড় অসুখ হইতেছে। আর অধিক্ষণ আমাকে ইহলোকে থাকিতে হইবে না বোধ হইতেছে। আমার সব গা হাত পা ঝিন্ ঝিন্ করিতেছে।"

নবকুমার চমকিত হইয়া পদ্মাবতীকে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন পদ্মার ভ্রূযুগ বিস্তৃত হইতেছে। লোচন তারা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং মস্তক স্পন্দিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে পদ্মা চেতনাহীন হইয়া নবকুমারের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন। নবকুমার অতি ব্যস্ততা সহকারে এক হস্তে পদ্মার মস্তক ধারণ করিলেন এবং অপর হস্তে সেই ঔষধ গ্রহণ করিয়া অল্পে অল্পে

পদ্মার মুখে দিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে অতি যত্নে ও অতি বিলম্বে কিঞ্চিৎ ঔষধ উদরস্থ হইল। ক্রমে ক্রমে পদ্মার একটু একটু চেতনা হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে পদ্মার লোচনাদি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইল। এই সময়ে বাহিরে কতকগুলি পদধ্বনি শ্রুত হইল। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ, উমাপতি ও হাকিমেরা তথায় প্রবেশ করিলেন।

চিকিৎসকেরা কণ্ন্যাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। বিশেষ করিয়া দেখিয়া একটু অন্তরে গিয়া বাদশাহের কাণে কাণে কহিলেন,—

"আর অনুান এক ঘণ্টা পরে বিবির আর একবার মোহ হইবে। সে মোহ ভাঙ্গিবে না। তাহাতেই বোধ করি বিবির জীবনান্ত হইবে।"

জাহাঙ্গীর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কণ্ন্যার নিকটস্থ হইলেন। পদ্মাবতী কিয়ৎকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন,—

"বাদশাহ! অন্তিম সময়ে আপনাকে আর কি বলিব? আমার জীবন তো যায়। আমি চিরদিনের নিমিত্ত আপনাদের নিকট বিদায় লইতেছি। আর আমাকে মনে করিবেন না। আমি মরিব তাহাতে আমি স্বয়ং দুঃখিত নহি, আপনারা দুঃখিত হইবেন কেন? পাপিষ্ঠাকে মনে করিয়া কি সুখ?"

বাদশাহ শোক সন্তপ্ত স্বরে কহিলেন,—"পদ্মাবতি!—" আর কথা বাদশাহের মুখ হইতে বাহির হইল না?"

পদ্মা। "বাদশাহ! আমি কে? আমি জগতের পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতে জন্মিয়াছিলাম, যতদূর সম্ভব তাহা করিয়াছি। আমি পাপিষ্ঠা, পাপিষ্ঠাকে কেন মনে স্থান দিবেন? আমার কাম সংসার

হইতে বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। কাহার হৃদয়ে তাহার চিহ্ন না থাকে ইহাই আমার ইচ্ছা।”

বাদশাহ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সকলেই নীরব। কে কি বলিবেন? অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পদ্মা আবার বলিলেন,—

“আমার অসুখ ক্রমেই বাড়িতেছে। কথা কহিতে বড় কষ্ট হইতেছে। কত কথা ছিল তাহা এক্ষণে বলিয়া উঠা অসম্ভব। আমার বোধ হইতেছে, মৃত্যু যেন এবার আমাকে গ্রাস করিয়াছে। যাহা হয় করুক। জীবিতেশ-নবকুমার! (নিস্তব্ধতার পর) তোমাকে অনেক কথা বলিব। (নিস্তব্ধ) এক্ষণে আর বলিয়া উঠিতে পারি বোধ হয় না। এক কথা বলি—এটী আমার অনুরোধ স্বরূপ জানিবে। তুমি বল—যে ইহার পর কপালকুণ্ডলার নিমিত্ত যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিবে। (নিস্তব্ধ) যদি তাহাতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে আমার তো মৃত্যু উপস্থিত, আমি এ অবস্থাতেও কিয়ৎ-পরিমাণে শান্তি ও সুখ পাই। আর কি বলিব? আর কিছু বলাও অসাধ্য।”

পদ্মাবতী নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার নিতান্ত ক্লেশ বোধ হইল। তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। নবকুমার সজল নয়নে কহিলেন,— “প্রিয়ে! তোমার সুখের নিমিত্ত আমি বিষপানে প্রস্তুত, এত সামান্য কথা।”

এই সময়ে সকলেই লক্ষ্য করিলেন, পদ্মার পূর্ব্বের ন্যায় মোহের লক্ষণ উপস্থিত। পদ্মা অতি কষ্টে বলিলেন,—“আর বিলম্ব নাই। নবকুমার! স্বামিন্! আমাকে বিদায় দেও। ফুরাইল। আমি জন্মের মত”—

পদ্মার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

ব্যথিত হৃদয় নবকুমার, ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—“ভয় কি?” এই বলিয়া পদ্মার মস্তক ধারণ করিয়া স্বীয় উরুতে রক্ষা করিলেন। পদ্মার তখন সংজ্ঞা লোপ হইতেছে। তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি তিনি সজোরে নবকুমারের বদনপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার বাসনা পরাজিত হইল;—নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল—চরম সময়ও উপস্থিত হইল। এই সময় পদ্মা একবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন।

“ন—ব—” বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। জীবনের শেষ লক্ষণ সকল উপস্থিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকবার অঙ্গুলি স্পন্দন করিলেন, তাহার অর্থ কে বলিবে? তিনবার মাত্র তিনি নিশ্বাসের নিমিত্ত বদন ব্যাদন করিলেন। প্রাণ পক্ষী দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিল। অবিকৃত, পবিত্র ভাবে, পদ্মাবতীর জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইল। বহু যত্নপ্রাপ্ত, আদরের ধন, নবকুমারের নাম তাঁহার জীবনের শেষ কথা হইয়া রহিল। জীবত্ব বিহীন মস্তক, সুখময় আধান হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, বসুন্ধরার আলোক নিবিল। তৎসহ পদ্মাবতীর জীবন প্রদীপও নির্ব্বাপিত হইল। জীবনে তাঁহার সুখ ছিল না। সুখের আশায় তিনি কি না করিয়াছেন? বৎসরেক হইতে তিনি কথঞ্চিৎ সুখে ছিলেন। সে সুখের দিন অদ্য ফুরাইল। সকলই ফুরাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মোহে।

"He turned to the left—is he sure of sight?
There sat a lady youthful and bright."

Byron

পদ্মাবতীর মৃত্যুর প্রায় দেড় মাস কাল পরে, কালনার গঞ্জের প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে, গঙ্গা বক্ষে, এক খানি নৌকা উজান যাইতেছে দেখা গেল। পৌষ মাস—রাত্রিকাল—দারুণ শীত—দারুণ অন্ধকার। নৌকা বাহকেরা শীতে বড় কাতর হইল, এজন্য তীরে নৌকা লাগাইল। প্রাতে নৌকামধ্য হইতে দুই ব্যক্তি নিক্রান্ত হইলেন। এক জন নবকুমার, অপর উমাপতি।

উমাপতি কহিলেন,—"কল্য অন্ধকারে কোথায় নৌকা লাগাইয়াছিল, স্থির করিতে পারা যায় নাই। এখন দেখিতেছি উপরে এক খানি বেশ গ্রাম আছে।"

এই কথার পর উভয়ে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় একজন স্নাত ব্রাহ্মণকে উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয় এ কোন্ গ্রাম?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"মণিপুর।"

"মণিপুর" শুনিবামাত্র নবকুমার কিছু চঞ্চল হইলেন। সে ভাব অধিক ক্ষণ থাকিল না। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভুলিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটী পথে উপস্থিত হইলেন। এটী গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ। পথ পর্য্যন্ত আসায় তাঁহাদের গ্রামের

মব্য দেখিতেও ইচ্ছা হইল। বিবিধ কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক হইয়া উভয়ে বহুদূর গমন করিলেন। সম্মুখস্থ একটী ভবন তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করিল। এতাদৃশ সামান্য গ্রামের পক্ষে এ ভবনটী গর্ব্ব স্বরূপ। তাঁহারা উভয়ে এই আলয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের দৃষ্টি সৌধের ছাদের উপর সঞ্চালিত হইল। উমাপতির দৃষ্টি সে সময় অন্যদিকে ছিল। নবকুমার দেখিলেন,—আলুলায়িত কুন্তলা, একটী পরমা সুন্দরী যুবতী রমনী, একমনে পার্শ্বস্থ বনশোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার বদনের এক পার্শ্ব মাত্র নবকুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সহসা রমনীর মনের কি ভাবান্তর জন্মিল। তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গমন সময়ে তাঁহার সুচারু বদন সম্পূর্ণরূপে নবকুমারের নয়নগোচর হইল। আর ভ্রম রহিল না। হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিল। সে অগ্নিতেজ সহ্য করে, মনুষ্যের কি ক্ষমতা! চেতনাশূন্য নবকুমারের দেহ, ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। উমাপতি সহসা তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। কি কারণে তাঁহার সহসা এরূপ হইল, তাহা তাঁহার চেতনা না হইলে জানিবার উপায় নাই, অথচ তাহার প্রতীক্ষায় এরূপ অবস্থায় থাকাও বিহিত নহে বিবেচনায়, সত্বর এক ব্যক্তির সাহায্যে বাহক যানাদি সংগ্রহ করিয়া নবকুমারের অচৈতন্য দেহ লইয়া নৌকায় গেলেন।

সেই দিবস সায়ংকালে নবকুমারের অচৈতন্য দেহ সহিত নৌকা নবদ্বীপের নিম্নে পঁহুছিল। ইতিমধ্যে নবকুমারের একবারও চৈতন্য হয় নাই এমন নহে। তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেতনা ক্ষণস্থায়ী। ইতিমধ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, উমাপতি তাহারও মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হন নাই। এবং

কুমারের দেহ মথুরানাথের ভবনে নীত হইল। তথায় নানাবিধ চেষ্টায় সেই দিন রাত্রিশেষে নবকুমারের জ্ঞান হইল। তখন তিনি বলিলেন,—

"কপালকুণ্ডলা আছেন, আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ নাই। বিলম্বে আবশ্যক নাই। তোমরা চল; অদ্যই আমি তথায় যাইব।"

উমাপতি, মথুরানাথ, অধিকারী প্রভৃতি সকলে এতচ্ছ্রবণে অবাক্ হইলেন। অথচ এ কথাকে উপেক্ষা করিতেও সাহস করিলেন না; বিশ্বাসও করিতে পারিলেন না। নবকুমার পুনরায় মশিপুর যাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল থাকায়, আর চারি পাঁচ দিন পরে যাওয়া হইবে স্থির হইল।

অধিকারী প্রায় এক মাস পূর্ব্বে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। নবকুমার আজ যাই, কাল যাই করিয়া এত বিলম্ব করিলেন, অধিকারী অগত্যা অপেক্ষায় থাকিলেন। তাঁহার ভবানী সেবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে যে শীঘ্র যাইতে পারিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। নবকুমারের শরীর সুস্থ না হইলে এবং কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব হইলেও, তাহার শেষ না দেখিয়া তাঁহার যাওয়া হয় না। সুতরাং তিনিও এ কয় দিনের নিমিত্ত থাকিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রহস্যোদ্ভেদে।

"Yet heavens are just, and time suppresseth wrongs."

Shakespeare.

দুই দিবস পরে নবকুমার ও উমাপতি মথুরানাথের আলয় পার্শ্বস্থ পথে দাঁড়াইয়া নানাবিধ কথা বার্ত্তায় অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। পথ বহিয়া নানাবিধ লোক গমন করিতেছে। সহসা উমাপতি বলিলেন,—

"ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিতেছেন: উনি কোথা হইতে আসিলেন?"

নবকুমার বলিলেন,—"কে উনি?"

উমা। "রুক্মিণীর পিতা।"

ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন। উমাপতি ও নবকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিস্মিতের ন্যায় উমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি এখানে? মঙ্গল ত?"

ভট্টা। "সমস্ত মঙ্গল। একটু প্রয়োজন হেতু আমি এ প্রদেশে আসিয়াছিলাম। সে কার্য্যের শেষ হইল না। এক্ষণে বাটী ফিরিতেছি। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

উমাপতি নবকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন,—"ইনি আমার বিশেষ আত্মীয়! আমাদের এক গ্রামেই বাটী। এখানে ইঁহার ভগ্নীপতির আবাস। তিনও আমার পরিচিত। দেখা সাক্ষাৎ

করিতে আনা হইয়াছিল। আমরা কলাই বাটী ফিরিব। ভাল হইল, এক সঙ্গে যাওয়া ঘটিবে।

ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলেন। সকলে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য ও অধিকারী নিকটস্থ হইলে তাঁহারা উভয়ে অনেক উভয়ের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রত্যেকে অপরকে পরিচিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সন্দেহ দূর হইয়া প্রতীতি জন্মিল। অধিকারী উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া ভট্টাচার্য্যের পদতলে পড়িয়া বলিলেন,—

"দাদা! আপনি আছেন? আপনার সহিত যে, আর কখন সাক্ষাৎ হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য গলদশ্রু লোচনে কহিলেন, "হরিচরণ—"। এই বলিয়া অধিকারীকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষু দিয়া অবিরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বাক্যে তাঁহাদের মনের ভাব বহন করিতে পারিল না। ক্রমে যত অন্তরের শান্তি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার ও উমাপতি বিস্ময়াবিষ্ট এবং হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। অধিকারী কহিলেন,—

"তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ,—হইতে পার। আমি তোমাদের সমস্ত কথা বলিব। শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। নবকুমার! আমি এক দিন কপালকুণ্ডলার পরিচয় দিব বলিয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। বিধাতার অনুগ্রহে অদ্য সে দিন উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়া তোমরাও অবাক্ হইবে,—দাদাও অবাক্ হইবেন। দাদা একটু বিশ্রাম করুন পরে সে কথা বলিব।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কৌতূহল পরবশ হইয়া তখনই তাঁহাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলেন। সকলেই তাহায় যোগ দিলেন।

অধিকারী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"দাদা! আপনার কন্যাকে আমি জীবিতা পাইয়াছিলাম এবং লালন পালন করিয়া বিবাহ দিয়াছিলাম; অদৃষ্টদোষে সকলই মন্দ হইল। নবকুমার! এই যাঁহাকে দেখিতেছ, ইনি কপালকুণ্ডলার পিতা, আমি উহাঁর খুল্লতাত পুত্র। সুতরাং আমরা উভয়েই তোমার শ্বশুর। (নবকুমার ও ভট্টাচার্য্য হতবুদ্ধির ন্যায় সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন।) আমার সহিত তোমার এত নিকট সম্পর্ক তাহা এত দিন ব্যক্ত করি নাই, তাহার অনেক কারণ ছিল। সমস্ত শুনিলে বুঝিতে পারিবে। দাদার যখন প্রথম কন্যা হয় তখন আমি বাটী ছিলাম। সেই কন্যার নাম পূর্ণকেশী। তাহার যখন দুই বৎসর বয়স তখন আমি পলাশী ত্যাগ করিয়া হিজলী আসি। হিজলীর ভবানী চরণে কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম। আমি ইহা কাহাকেও বলি নাই।

আমি হিজলীর ভবানীর সেবা করি এবং তথায় থাকি, এমন সময় একদিন সেই জটাজুটধারী কাপালিক একটী বালিকার হস্ত ধরিয়া আমার নিকট লইয়া আসিলেন। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম সে বালিকা অন্য কেহ নহে, আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী। কাপালিক কহিলেন, 'আমি ইহাকে সমুদ্র তীরে পড়িয়া পাইয়াছি। তুমি ইহাকে যত্ন করিয়া রাখ। ইহা দ্বারা পরিণামে আমার বিস্তর কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আমি কখন কোথায় থাকি, কি করি, স্থির নাই, বিশেষতঃ সংসারীর ন্যায় সন্তান লালন পালন কার্য্যে আমি নিতান্ত অশক্ত। এজন্য বলিতেছি, এ বালিকা তোমার নিকট থাকুক। তুমি ইহাকে কি বল?'

"আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে বালিকা আমার আপনার। আমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণে অস্বীকৃত হইলে, কাপালিক ইহাকে সমুদ্র তীরস্থ বনে লইয়া যাইবেন। তথায় ইহার জীবন রক্ষা হওয়া সঙ্কট। আমি যদিও সংসারের প্রতি মমতাশূন্য, তথাপি স্নেহ কোথায় যাইবে? আবার কাপালিক যদি জানিতে পারেন যে এ বালিকার সহিত আমার এত নিকট সম্পর্ক, তাহা হইলেও কখন তাহাকে আমার নিকট রাখিবেন না। আমার নিকট না থাকিলে তাহার বাঁচিবারও আশা থাকিবে না। এই সকল কারণে সমস্ত কথা গোপন করিয়া কহিলাম, আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইবে। বালিকাকে আমিই রাখিব।' কাপালিক তাহাকে আমার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রত্যহ আসিয়া বালিকাকে দর্শন ও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন। এই সময় কাপালিক বালিকার কপালকুণ্ডলা এই নাম রক্ষা করেন। কপালকুণ্ডলা আমার যত্নে পালিত ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"কপালকুণ্ডলা সেই বিজন বনে কি প্রকারে আসিল, তাহা জানিবার জন্য তাহাকে প্রথম দর্শনাবধি মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু কি করি? সে কথা আমাকে সেখানে কে জানাইবে? কপালকুণ্ডলা বালিকা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা; আমি স্বয়ং সে তদ্বিষয় সন্ধান জানিবার নিমিত্ত গৃহাগমন করিব, তাহাও দুর্ঘট। কারণ অপোগণ্ড বালিকার জীবন আমার হস্তে ন্যস্ত। ক্রমে কপালকুণ্ডলা কথঞ্চিৎ স্বাধীন হইল। এই সময় যদি আমি কিছু দিনের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাই, তাহা হইলে কপালকুণ্ডলার বিশেষ হানি সম্ভাবিত নহে। এজন্য পরদিন কাপালিক আসিলে তাঁহাকে বলিলাম,—ভগবন্! আমি দীর্ঘ কাল বাটী যাই নাই। যদিও আমার বাটীতে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার কেহ নাই সত্য, তথাপি

জন্মভূমি সময়ে সময়ে দেখিবার নিমিত্ত সকলেরই অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মে। এই কারণে আমি কল্য বাটী যাইব স্থির করিতেছি। আমি শীঘ্রই আসিব। যতদিন না আসি, ততদিন কপালকুণ্ডলাকে রক্ষা করিবেন। কাপালিক অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভবানীগৃহে অপর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার উপর সমস্ত কর্ম্মের ভার দিয়া আমি যাত্রা করিলাম।

কত কি ভাবিতে ভাবিতে যে বাটী আসিলাম তাহা এক্ষণে সবিস্তারে বলিবার আবশ্যক নাই। বাটী আসিয়া দেখিলাম,—চমৎকার! দাদার শূন্য ভবন পতিত রহিয়াছে তথায় কেহ নাই! প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল,—'তোমার দাদার জাতি গিয়াছে। তিনি সমাজচ্যুত হইয়া এস্থান ত্যাগ করিয়াছেন। অধুনা কোথায় আছেন আমরা জানি না।' আমি পুনরায় জিজ্ঞাসিলাম—দাদা অতি নিরীহ মনুষ্য; তিনি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়? তদুত্তরে তাহারা কহিল,—'তাঁহার গৃহে ফিরিঙ্গী প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি ম্লেচ্ছ স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীরা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া পলাইয়াছে।' আমার মনের অন্ধকার অনেক দূর হইল! জিজ্ঞাসিলাম, ভাল, তিনি ম্লেচ্ছ স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেন কি প্রকারে? তাহাতে তাহারা বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল—'তাহা আমরা জানি না। যাহা জানি তাহা বলি শুন। অনেকদিন হইল একদল ফিরিঙ্গী জাহাজ করিয়া যাইতেছিল। তাহারা আমাদের গ্রামের নীচে নোঙর করিয়া উপরে উঠিল। বিধাতার নির্ব্বন্ধক্রমে দস্যুরা তোমার দাদার গৃহেই প্রবেশ করিল এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে লইয়া জাহাজে উঠিল। অবিলম্বে জাহাজ ছাড়িল। গ্রামে জনরব উঠিল

ফিরিঙ্গীরা তোমার দাদাকে খৃষ্টান করিয়া গিয়াছে। একথা সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। ফলতঃ যাহাই হউক, তোমার দাদা এই কারণে সমাজচ্যুত হইলেন। সকলে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিতে আরম্ভ করিল। এরূপ অবস্থাতেও তিনি অনেক দিন এখানে ছিলেন। কিন্তু অধিক দিন এখানে থাকা বিড়ম্বনা বিবেচনায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা তিনি কোথায় আছেন, বা তাঁহার কি হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।' আমি শুনিয়া অবাক হইলাম। জানিতাম দাদা অতি ধীর প্রকৃতি। তিনি বহুকাল হইতে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। অন্যায় কার্য্য দ্বারা গ্রামস্থ লোকের হিত সাধন করিয়া প্রভুর ক্ষতি করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য তাবতেই তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত ছিল। তাহারা কোনরূপেই তাঁহাকে এপর্য্যন্ত অপদস্থ করিতে পারে নাই। এক্ষণে একমত হইয়া এই উপায়ে তাঁহার উপর নির্য্যাতন করিয়াছে। সে যাহা হউক আমি এক্ষণে দাদার সন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এজন্য বহুদিন নানাস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। আমি যে হিজলী আছি তাহা দাদা জানিতেন না; জগতে কেহই জানিত না। জানিলে দাদা অবশ্য আমায় সংবাদ দিতেন। যাহা হউক আমি অগত্যা হতাশ হইয়া ভবানী গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

"আমার আসিতে অনেক দিন বিলম্ব হইল। পুনরাগত হইয়া দেখিলাম কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্রতীরস্থ বনে লইয়া গিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা এক্ষণে প্রকৃত যোগিনী বেশ ধারণ করিয়াছে। সেখানে অন্যবিধ পরিচ্ছদ বা ভূষণ দুষ্প্রাপ্য। তখন তাহার বয়স সাতবর্ষ মাত্র। সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধনে যে কিছু প্রয়োজনীয়, কপালকুণ্ডলার দেহে তৎসমস্তই ছিল। এই যোগিনী সজ্জায়

সজ্জিত হইয়া তাহার যে কত শোভা হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বনে বনে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় ভ্রমণ করা তাহার স্বভাব হইয়া উঠিল। সন্নিহিত কাননের কোন স্থানই তাহার অগোচর রহিল না। আমার নিকট প্রতিদিন যে কোন সময়ে হউক একবার আসিত। আমি তাহাকে দেখিলে কষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিতাম। তাহার জন্য আমার ভয়ানক ভাবনা হইল। তন্ত্রমতাচারী দুরন্ত কাপালিক তাহাকে যে অভিপ্রায়ে সযত্নে প্রতিপালন করিতেছেন তাহা আমার অবিদিত ছিল না। সুতরাং কপালকুণ্ডলাকে তাহার হস্ত হইতে নিস্তারের চেষ্টায় আমি বড় ব্যাকুল হইলাম।

"পিতা কে, মাতা কে, আমি কে, কাপালিক কে, কোথায় বাড়ী, এখানে কেন আসিল, এ সকল বিষয়ে কপালকুণ্ডলার অনুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সুতরাং সে তৎসম্বন্ধে আমাকে কখনই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত না। পাছে কপালকুণ্ডলার মনে তন্নিমিত্ত চঞ্চলতা জন্মে, এই জন্য আমি যথাসাধ্য সে সকল প্রসঙ্গ গোপন রাখিয়াছিলাম। সেও রহস্য উদ্ভাবনে সমর্থ হয় নাই। তাহার জ্ঞানে সেই সংসার। বিশ্ব সংসার সেই সামান্য স্থানটুকুতে আবদ্ধ। সেই সমুদ্রতীরস্থ বন, সেই বেলা ভূমি, সেই সকল হিংস্র জন্তু, সেই কাপালিক ইত্যাদি লইয়া পৃথিবী। ইহারই সাধারণ নাম সংসার। সরলা বালিকা আর কিছু জানিত না। সুতরাং সে কখনও চিন্তিত হইত না। কাপালিক মধ্যে মধ্যে দুই এক বিপন্ন ব্যক্তিকে ধরিয়া বলি দিত। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারিল এবং তৎসম্বন্ধে স্বয়ংই মীমাংসা করিল যে, আমরা ছাড়া জগতে আরও কতকগুলি মনুষ্য আছে। তাহারা কাপালিকের যথার্থ সৃষ্ট হইয়া কোন স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। কাপালিক

প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগের এক একটীকে লইয়া আসে ও বলি দেয়। একদিন প্রসঙ্গক্রমে কপালকুণ্ডলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কাপালিকের বলি দিবার মনুষ্যেরা কোথায় থাকে?' তাহার কথায় আমার হাসি আসিল। আমি তাহাকে সংসারের কিছু কিছু তত্ত্ব যথাসম্ভব বুঝাইলাম। কাপালিক কেন তাহাকে এত যত্নে প্রতিপালন করিতেছে, তাহা যতদূর তাহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারে ততদূর বলিলাম। কপালকুণ্ডলা সমস্ত শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হইল। সতীত্ব রত্ন যে নারীজাতির প্রধান অলঙ্কার আমি তাহাকে তাহা জানাইয়াছিলাম। সে নিজের অবস্থার নিমিত্ত চিন্তিত হইল। সোৎকণ্ঠায় কহিল,—'কি হইবে? কি রূপে মুক্ত হইব?' আমি কহিলাম, এ স্থান হইতে পলায়ন ব্যতীত নিষ্কৃতি লাভ করা সুকঠিন। তাহাতে অনেক বাধা আছে। তুমি ভবানীর আশ্রিতা, চিন্তিত হইও না, ভবানী অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

"এই সময় কপালকুণ্ডলার পলাইবার সুযোগ হইয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমার একটী শিষ্য আসিয়াছিলেন। তিনি বাটী যাইতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত পলায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু আমার তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। পর পুরুষের সহিত পাঠাইতে আমার মন সরিল না। ভবানীর যাহা ইচ্ছা তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে। আমি সে সঙ্গে কপালকুণ্ডলাকে পাঠাইলাম না। তখন কপালকুণ্ডলার বয়স বার বৎসর। ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করিল। বন মধ্যে বনকুসুমের ন্যায় তাহার অতুল্য শোভা আপন মনে বিকসিত হইতে লাগিল। সে আমার বড় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে প্রতিনিয়ত কপালকুণ্ডলার

কল্যাণকামনা ভিন্ন অন্য কিছুই আমার মনে হইত না। আমি তাহাকে লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিলাম। পরিণামে কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে কি হইবে ইহা ভাবিতে আমার গায়ে জ্বর আসিত—আমার শোণিত শুষ্ক হইত।

"নারীর মন স্বভাবতই পরের দুঃখ দেখিলে দ্রব হয়। কাপালিক যে সময়ে সময়ে বিপন্ন পথিক ধরিয়া বলি দিত, তাহাতে কপালকুণ্ডলা বড়ই ক্লেশ পাইত। কিছুদিন পরে এই নবকুমার ঘটনাক্রমে কাপালিকের চক্রে পড়িয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা সেই সময় ইহাঁকে অনেক যত্নে রক্ষা করিয়া আমার নিকট পলাইয়া আসে। আমি দেখিলাম এ ঘটনায় কাপালিক কপালকুণ্ডলার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইবে এবং তাহাতে কপালকুণ্ডলার বিলক্ষণ বিপদ সম্ভাবিত। ভাবিলাম, কপালকুণ্ডলা যাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল, তিনি অবশ্যই ইহাকেও রক্ষা করিবেন। পরিচয়ে জানিলাম নবকুমার সৎব্রাহ্মণ ও কুলীন। প্রসঙ্গক্রমে বিবাহের কথা উত্থাপন করায় ইনি কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি মহানন্দে, যথাসম্ভব শাস্ত্রানুসারে, দেবীর আলয়ে, এই নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা সম্প্রদান করিলাম। দাদা! এই নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার জামাতা।"

ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অধিকারীর কথা শুনিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি রোরুদ্যমান হইয়া নবকুমারকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। অধিকারী তাঁহাকে সুস্থির করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন,—

"পরদিন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন। এ সময়ে কপালকুণ্ডলার বয়স সপ্তদশ বৎসর। আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম এক দিন না এক দিন কপাল-

কুণ্ডলা সুখ কাহাকে বলে জানিতে পারিলে। সকলই বিপরীত হইল। মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না।”

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত শান্তি লাভ করিয়া অধিকারী আবার কহিলেন,—

“প্রায় ছয় মাস হইল ভবানীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আসিবার প্রায় বৎসরেক পূর্ব্ব হইতে আমি স্বপ্ন দেখিতাম যে, ভবানী মহেশমোহিনী সিংহবাহিনী রূপে আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া কহিতেন,—‘বৎস! তোমার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইল কেন? তোমার কপালকুণ্ডলা সংসারে কত কষ্ট পাইতেছে, তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন?’ এই মাত্র বলিয়া দেবমাতা অন্তর্হিত হইতেন। আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। আমি থর থর করিয়া কাঁপিতাম। কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় শীঘ্র ভবানীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না। কার্য্য হইতে অবকাশ প্রাপ্তিমাত্র আমি কপালকুণ্ডলার তত্ত্বে আসিলাম। সপ্তগ্রামে পৌঁছিলাম; তথায় নবকুমার নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি সপরিবার নবদ্বীপে তাঁহার ভগ্নীপতি মথুরানাথের বাটী গিয়াছেন। আমি নবদ্বীপ আসিলাম। এখানে নবকুমারের মুখে শুনিলাম,— অভাগিনী কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়াছেন!”

ভট্টাচার্য্যের মনে নিজ কন্যা সম্বন্ধে একটু ক্ষুদ্রতরিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। অধিকারীর সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। তাঁহার মনে বৎপরোনাস্তি শোক সমুপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—

“সে নাই বলিয়া তো আমি অনেকদিন জানিয়াছি। মনে এমন

ভরসাও করি নাই যে কখন তাহাকে পাইব। কিন্তু কন্যা যে এত দিন জীবিত ছিল এবং সজ্জনের সহিত বিবাহিত হইয়া আমার এত নিকটে আসিয়া ছিল, অথচ আমি তাহাকে আর একটীবারও দেখিতে পাইলাম না,—ইহা বড় দুঃখের কথা। কিন্তু সহস্র দুঃখ হইলেও অদ্য আমার আনন্দের দিন; যেহেতু অদ্য আমি অসম্ভাবিত উপায়ে ভ্রাতা ও জামাতা লাভ করিলাম। বাপু নবকুমার! আমার কন্যা তোমার গৃহিণী হইয়াছিল। তাহার অদৃষ্টে যে এতদূর ঘটিয়াছিল ইহাই বিস্ময়ের কারণ। আমি অদ্য তোমাকে পাইয়া বিস্তর আনন্দ লাভ করিলাম।”

অধুনা যে প্রকারে ও যে ভাবে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়াছেন, তাহা অধিকারী ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন। তদ্বিষয়ে অন্যের সহস্র সন্দেহ থাকিলেও নবকুমারের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—“যাহার জীবনে এক বিন্দু সুখ ছিল না, সেই অভাগী যে জলে ডুবিয়া আবার অসম্ভাবিত উপায়ে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে পুনর্জীবন লাভ করিবে ইহা নিতান্ত দুরাশা। তবে ঐ পথ দিয়া বাটী যাইতে হইবে, তোমার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, একবার দেখিতে হয় দেখিও।” এই বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অধিকারী জিজ্ঞাসিলেন,—“স্বস্থান ত্যাগ করার পর অবধি আপনি কোন্ স্থানে, কি ভাবে আছেন, জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিয়াছে।”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—“তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহাই বটে। আমাকে সেই বিপদের উপর গ্রামের লোকেরা সমাজচ্যুত করিল। আর আমাকে লইয়া যে কত আমোদ করিতে লাগিল, তাহা তোমাকে কি বলিব। এই সকল কারণে আমার মনে বড় ঘৃণা

জন্মিল। সে স্থানে আর এক দিনও থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কি করি? কোথায় যাই? কাহার নিকট আশ্রয় লইয়া এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি? সপ্তগ্রাম সন্নিহিত গোপালপুর গ্রামে আমার এক পরমাত্মীয় আছেন। তিনি আমার সাহায্যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে অতি উন্নত পদে আরূঢ় হন। তাঁহার নাম হরিহর। তিনি এই উমাপতির মাতুল। যদিও আমি হরিহরের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ নহি এবং যদিও আমি তাঁহার বিশেষ কোন উপকার করি নাই, তথাপি হরিহর স্বীয় সৌজন্য ও মহত্ত্ব হেতু আমাকে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। নিজ গ্রাম মধ্যে হরিহর অদ্বিতীয় ধনী, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান, এজন্য গ্রামের তাবৎ লোক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে ইচ্ছুক হইলাম। তাঁহারই পরামর্শক্রমে আমি গোপালপুরে লুকায়িত ভাবে বাস করিতে লাগিলাম। হরিহরের যত্নে এখানে সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। পল্লীর কোন লোক, সহসা আমি কোথায় গেলাম, অথবা আমার কি হইল তাহা জানিতে পারিল না।

"আমার উপার্জ্জিত যে অর্থ ছিল তাহা ফিরিঙ্গীরা লুঠিয়া লইয়াছিল, সুতরাং নিঃস্ব হইলাম। একটু ভূমি সম্পত্তি ছিল তাহা বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ পাইলাম তাহার কিয়দংশ দ্বারা গোপালপুরে বাসোপযোগী একটী সামান্য বাটী হইল। অপর অংশ হরিহর কারবারে খাটাইতে লাগিলেন। তাহার উপস্বত্বে আমাদের চলিতে লাগিল। আমার অনুরোধে হরিহর আমার অপহৃত কন্যার নিমিত্ত নানাস্থান অনুসন্ধান করিলেন; আমিও যথাসাধ্য অনুসন্ধানে ত্রুটী করিলাম না। কিন্তু কিছুই হইল না। ভূমি দেশ ত্যাগ

করার কিছু দিন পরে আমার আর একটী কন্যা হইয়াছিল, তাহার নাম মুক্তকেশী।

"ক্রমে মুক্তকেশীর বিবাহের সময় হইল। কিন্তু তাহার বিবাহ দান পক্ষে বড় বিঘ্ন হইল। আমার বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কে আমার কন্যা গ্রহণ করিবে? বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইলে পলাসীর লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহারা কখনই ভাল বলিবে না। এই কারণে হরিহরের সম্মতি ও পরামর্শানুসারে বিবাহের বিশেষ বিলম্ব হইল। সম্প্রতি বিধাতার অনুকম্পায় ও মুক্তকেশীর শুভদৃষ্ট ক্রমে এই উমাপতির সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। মাঘমাসে বিবাহ দিব সংকল্প করিয়াছি। এ প্রদেশে আমাদের দুই এক জন জ্ঞাতি কুটম্ব আছেন তাহা তুমি জান। পাছে গ্রামে সমাজচ্যুত হইয়াছি শুনিয়া তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করেন এই ভয়ে আমি এতদিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎও করি নাই, সংবাদাদিও দিই নাই। এক্ষণে আমার আর সে ভাবনা নাই। কন্যার বিবাহ লইয়া ভাবনা ছিল, সে ভাবনার প্রতিবিধান হইয়াছে, আর আমার ভয় কি? তাঁহাদের সমস্ত বলিয়া বাটী যাইতেছি, বিধাতার ইচ্ছার পথে এই তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ। মনে যাহা ভাবি নাই, যাহা কখন আশা করি নাই, তাহা অদ্য ঘটিল। অদৃষ্টে বড় দুঃখ ছিল, তাহা ঘটিয়াছে, আর ভগবানের মনে কি আছে কি জানি? নবকুমারের মনে যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা যদিও অসম্ভব ও অসংগত, তথাপি বাটী যাইবার ঐ পথ। কল্য তোমরা বাটী যাইবে, সে সন্দেহও ভঞ্জন হইবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় যুগপৎ আনন্দে ও শোকে সে দিন কাটিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বসংবাদে।

"কঃ ঈপ্সিতার্থং স্থির নিশ্চয়ং মনঃ।"

কুমার সম্ভবম্।

পরদিন প্রত্যুষে সকলে যাত্রা করিয়া সমুচিত সময়ে বর্দ্ধমান পৌঁছিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহারা জমিদার রামদাস রায়ের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে সকলেই হতাশ হইলেন। শুনিলেন রামদাস সপরিবারে তীর্থ-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে কেহ নাই। তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ তথায় অবস্থান করিতেছেন। এ সংবাদে অন্যের যত মনঃপীড়া হউক বা নাই হউক, নবকুমার নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অন্যেরা যাহা বিশ্বাস করে নাই, অথবা যাহা আশা করে নাই, তাহা না হইলে তাহাদের তাদৃশ মনঃপীড়া জন্মায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের সুখের পরিণাম সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়, তদন্যথায় তাহার নিতান্ত ক্লেশ হইবে সন্দেহ কি? নবকুমার এ সংবাদে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলেন। কপালকুণ্ডলা আছেন এবং তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে, এ আশা কেহই হৃদয়ে স্থান দেন নাই, কেহই ইহা বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ নূতন কোন ক্লেশ হইল না। কিন্তু নবকুমার নিশ্চয় জানিয়াছিলেন, যে কপালকুণ্ডলা আছেন। যদি মনুষ্য স্বকীয় দর্শনকে অপ্রত্যয় না করে তাহা হইলে, নবকুমার, কপালকুণ্ডলা আছেন তাহাতে

স্থির নিশ্চয় না হইবেন কেন? সুতরাং এ সংবাদে নবকুমারের ক্লেশ অধিক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আর তথায় অনর্থক অপেক্ষা করিয়া কি হইবে বিবেচনায়, সকলেই প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। নবকুমার এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। সকলে তাঁহাকে অনর্থক কালক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। নবকুমার কহিলেন,—"আমি এ বিষয়ে সবিশেষ সন্ধান না লইয়া যাইব না। আপনাদের প্রয়োজন থাকে যাইতে পারেন। আমি যাইব না।"

তাঁহারা অতঃপর নবকুমারের কথার প্রতিবাদ করা অবিধেয় বোধে কহিলেন,—"তবে এক্ষণে কি করিবে কর।"

নবকুমার তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া রামদাসের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গেলেন। কর্ম্মাধ্যক্ষ জাতিতে কায়স্থ, প্রাচীন, বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞ। ব্রাহ্মণ দর্শনে কর্ম্মাধ্যক্ষ গাত্রোত্থান করিয়া সভক্তি প্রণাম করিয়া, তাঁহাদের বসিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে কর্ম্মাধ্যক্ষ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

নবকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়ের নাম?"

কর্ম্মা। "আমার নাম, শ্রীমধুসূদন দাস বসু।"

নব। "আপনি এ সংসারে কর্ম্ম করেন?"

মধু। "পিতৃপিতামহক্রমে আমরা এই অন্নে পালিত। সম্প্রতি মহাশয়দের কি অভিপ্রায়ে শুভাগমন হইয়াছে?"

নব। "ক্রমে জানাইতেছি। আপাততঃ গৃহস্বামী কোথায়?"

মধু। "কর্ত্তা মহাশয় দুই দিন অতীত হইল সস্ত্রীক তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছেন। সন্তানাদি অভাবে তিনি বিষয় কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী নহেন। প্রায়ই এইরূপ গিয়া থাকেন।"

নব। "তিনি সস্ত্রীক গিয়াছেন, আর কেহ যায় নাই?"

মধু। "আর একটী ব্রাহ্মণ কন্যা সঙ্গে আছেন। তিনি কর্ত্তা ও কর্ত্রী উভয়েরই অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। তাঁহারা ইহাঁকে এক মুহূর্ত্ত চক্ষুর অগোচর হইতে দেন না। অন্য সন্তানাদি অভাবে ইনি তাঁহাদের প্রাণ স্বরূপ। বাস্তবিক তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা অসম্ভব।"

নব। "তাঁহার বয়স কত—তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ?"

মধু। "তাঁহার বয়স অনুমান দ্বাবিংশ বর্ষ হইবে। প্রকৃতির কথা কি বলিব? তেমন ধীর, শান্ত, নির্ম্মল স্বভাব জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার অন্তরে সুখ নাই। তিনি সতত যেরূপ বিমর্ষ ভাবে থাকেন, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। খল, কপটতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। গৃহিনী ঠাকুরাণী আদর করিয়া তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকেন। তিনি এখানে ঐ নামেই পরিচিতা।"

নব। "তাঁহাকে আপনারা কোথায় পাইলেন?"

মধু। "কর্ত্তা তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। শুনিয়াছি কর্ত্তা কোন ঘটনাক্রমে নৌকাযোগে আসিতেছিলেন। অতি প্রত্যূষে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিবার নিমিত্ত নৌকা হইতে অবতরণ করেন। তথায় গঙ্গার চড়ায় উন্মাদিনীর মৃতপ্রাণ দেহ পতিত দেখিতে পান। তিনি বিস্ময় সহকারে মৃতার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও জীবিতের ন্যায় অবিকৃত ভাব দর্শন করিতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার বোধ হইল বাস্তবিকই রমণী এখনও জীবিত আছেন। তিনি সত্বরে লোক জন ডাকিয়া, সুশ্রূষায় তাঁহাকে জীবিত করিলেন এবং গৃহে আনিয়া কন্যার ন্যায় যত্নে ও স্নেহে পালন করিতে লাগিলেন।"

নব। "তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় জাত আছেন?"

মধু। "কর্ত্তা, গৃহিনী এবং আমি উন্মাদিনীর পূর্ব্বপরিচয়

জ্ঞাত আছি। অন্যে কিছু জানে না। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমরা সে কথা প্রকাশ করিব না বলিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি। যাহা বলিয়াছি, এত দূর ব্যক্ত করাও উন্মাদিনীর অভিপ্রেত নহে। তথাপি আপনারা ব্রাহ্মণ, বিদেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া এতদূর বলিলাম। অতঃপর আর বলিতে পারিব না।"

নবকুমার কম্পিতস্বরে কহিলেন,—"আমি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চাহি না। আপনি যাহা বলিলেন না, তাহা আমি বলিতেছি। আপনারা যাঁহাকে উন্মাদিনী বলেন তাঁহার পূর্ব্ব নাম কপালকুণ্ডলা; এ নাম তাঁহার বালরক্ষক কাপালিক প্রদত্ত। সপ্তগ্রাম নিবাসী, দুর্বৃত্ত, পাপী নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্বামী—"

এই সময়, বস্তুজ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"মহাশয়ের নাম কি?"

নবকুমার বিকলিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"আমার নাম কেন জিজ্ঞাসিতেছেন? আমার নাম জগতে যত অপ্রকাশিত থাকে ততই মঙ্গল। আমিই সেই ঘোর নারকী নবকুমার। আমি কি ভদ্রের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র! কপালকুণ্ডলা আছেন, নিশ্চয় হইল। এক্ষণে আর বিলম্ব সয় না। বস্তুজ,— কোথায় কপালকুণ্ডলা বলুন,—আমি তাঁহার সমক্ষে এ প্রাণ ত্যাগ করিব।"

কেহই রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অসম্ভব আশা সফল প্রায় হইল। হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য নয়নজল নিবারণ করে।

বস্তুজ নবকুমারকে কহিলেন,—"মহাশয় ব্যস্ত হইবেন না।

কপালকুণ্ডলা আছেন নিশ্চয়। আজ্ না হয় দশ দিন পরে আপনি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

নবকুমার কহিলেন,—"মহাশয়! এত দিন কপালকুণ্ডলা নাই বলিয়া জানিতাম তাহাও প্রাণে সহিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এক মুহূর্ত্ত ও সহ্য হইতেছে না। আপনি বলুন তাঁহারা প্রথমে কোন তীর্থে গমন করিবেন, আমি এখনই তাঁহাদের অনুসরণ করিব।"

মধু। "তাঁহারা প্রথমে কাশীধাম যাইবেন, সংকল্প আছে।"

নব। "আমি চলিলাম। যেমন করিয়া হউক কপালকুণ্ডলার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ না করিয়া আমি অন্নজল গ্রহণ করিব না। আপনি বসুন। আমি বিদায় হই।"

সকলেই এই প্রস্তাবে একমত হইলেন এবং সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন।

মধু। "মহাশয়রা শ্রান্ত আছেন। একটু অপেক্ষা করিলে ভাল হয়।"

অধিকারী কহিলেন,—"মহাশয়কে আমরা কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আপনার নিকটে আমরা চিরকাল বদ্ধ রহিলাম। যদি বিধাতা দিন দেন, আপনার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে বাধা দিবেন না।"

মধুসূদন সকলকে প্রণাম করিলেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গত-চিন্তনে।

"Thou art too good, and I indeed unworthy,
Unworthy so much virtue."

Otway.

অদ্য পৌষ-সংক্রান্তি—ত্রিবেণী জনাকীর্ণ। অদ্য গঙ্গাস্নানে মুক্তিলাভাশয়ে নানাদেশ হইতে ব্যক্তিবর্গ সমাগত হইয়া এই স্থান কলরবে পূর্ণ করিয়াছে। সমাগত জনগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংকুলনের নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বিপণি বসিয়াছে, এবং তাহাদের আশ্রয় স্থানের নিমিত্ত বহুসংখ্যক তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গঙ্গার তট ও বক্ষ নৌকায় আবৃত। কত নৌকা আসিতেছে তাহার নির্ণয় কে করে? এই সময়ে নবকুমার প্রভৃতি যে নৌকায় ছিলেন তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা কল্য যখন মশিপুর হইতে যাত্রা করেন তাহা পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। কল্য তাঁহাদের আহার হয় নাই। এজন্য তাঁহারা অদ্য এই স্থানে নামিয়া উভয় কার্য্য শেষ করিতে মনস্থ করিলেন। বাজারের প্রান্ত দেশে তাঁহারা বাসোপযোগী দুই খানি ঘর স্থির করিলেন। তাহার পার্শ্বে আরও অধিকৃত ও অনধিকৃত অনেক ঘর ছিল। মধ্যে পথ। পথের উভয় পার্শ্বে এইরূপ গৃহ সমূহ। তাঁহাদের পার্শ্বস্থ কয়েক খানি গৃহ এক জন অধিকার করিয়াছেন বোধ হইল।

নবকুমারের মনের অবস্থা বড় ভয়ানক। আশা, ভীতি, আশঙ্কা, লজ্জা ও আকুলতা তাঁহার হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত

হইয়া কিরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সংসার আশার মায়ায় আচ্ছন্ন। মানব-হৃদয় মাত্রই আশা রাশি পরিপ্লুত। অতি দুঃখের সময়ও আশা আসিয়া সুখের বার্ত্তা কহে, ও তাহা অনায়াসলভ্য বলিয়া বোধ জন্মায়। মনুষ্য দুর্দ্দমনীয় বেগে তৎপ্রতি ধাবিত হয়। কুহকিনী আশা নবকুমারের কর্ণেও মন্ত্র চালিত করিল। আশার দিগন্তব্যাপক ক্ষিপ্র পক্ষে আরোহণ করিয়া কখন তাঁহার মন কপালকুণ্ডলার নিষ্কলঙ্ক হাস্যময় বদনে চুম্বন করিতে লাগিল, কখন বা তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল, কখন বা আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া বিগত দুঃখের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। পরক্ষণেই আশার কুহক ত্যাগ করিল, অমনি পাছে কপালকুণ্ডাকে না পাই বলিয়া আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রেমময়ী মৃণ্ময়ী সমক্ষে তিনি কি বলিয়া কথা কহিবেন এবং কিরূপেই বা স্বীয় নিষ্ঠুর নীচ দৃষ্টি তদীয় দয়াময়ী পবিত্র দৃষ্টির সহিত সংমিলিত করিবেন এ চিন্তা তাঁহাকে দারুণ ম্রিয়মাণ ও লজ্জিত করিতে লাগিল। কখন বা, কপালকুণ্ডলা জীবিত আছেন, অদ্য হউক, কল্য হউক, বা দশ দিন পরে হউক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেই হইবে, এই অপার আনন্দ তাঁহার মনকে নাচাইতে লাগিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে করিতে কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধীয় আমূল কথা তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সেই নব-জলধর-নিভ-নীল-সমুদ্র-তটস্থ বনমধ্যে যে আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি-সম্বৃত রমণী-রত্ন দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্রিত পুত্তলী অথবা দেবী বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। "পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ?" বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বরে কপালকুণ্ডলা প্রথম সাক্ষাতে নবকুমারকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে

পড়িল। কর্ণের মধ্যে এখন যেন সেই স্বর, সেই কথা আবার বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যেন সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে আর কত কথা মনে হইল তাহার সংখ্যা নাই। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িতে লাগিল। দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে অস্ফুট স্বরে নবকুমার কহিলেন,—

"হায়! সেই কপালকুণ্ডলা এক্ষণে কোথায়? আমি কি নরাধম! এতাদৃশ হিতকারিণীর সুখ সম্বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, আমি তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি। কপালকুণ্ডলার জীবন যায় নাই।"

জীবন যায় নাই মনে হইবামাত্র তাঁহার সাক্ষাতে কত কথা বলিতে হইবে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অমনি নিজ অসদ্ব্যবহার জনিত সঙ্কোচ জন্মিল। ভাবিলেন,—কপালকুণ্ডলার চরিত্র সরলতায় ও মধুরতায় পূর্ণ; রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন হীনবৃত্তি তাঁহার অন্তরে স্থান পায় না। আমি তাঁহার নিকট বিস্তর দোষে দোষী সত্য, তথাপি কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন। না করেন—আমি তাঁহার চরণ ধারণ করিব। সে সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন। কপালকুণ্ডলা আমাকে ক্ষমা করিবেন না ইহা অসম্ভব। তাঁহার স্বভাব আমার ন্যায় নীচ নহে। তিনি আমার ন্যায় দুরাচার নহেন। রমণীর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ। বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলার হৃদয়। আমাতে ও কপালকুণ্ডলাতে লক্ষ যোজন অন্তর। প্রণয় দূরে থাকুক, আমি তাঁহার সহিত কথা কহিবারও উপযুক্ত পাত্র নহি। কপালকুণ্ডলা স্বর্গীয়া দেবী, আমি ঘোর নারকী। আমি কোন্ মুখে তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব? কিই বা বলিব? আমার অপরাধের বাকি আছে কি? আমি কপালকুণ্ডলার চরণ ধরিয়া অকপটে সমস্ত

অপরাধ স্বীকার করিব। তাঁহার চরণ নয়ন-জলে সিক্ত করিব। তিনি ক্ষমা না করিলে এ জীবন রাখিব না। কপালকুণ্ডলাকে ধ্যান করিতে করিতে জ্বলন্ত বহ্নিতে জীবন ত্যাগ করিব। কপাল-কুণ্ডলার ক্ষমা লাভ না করিয়া জীবন ধারণের ফল কি?" নবকুমার একান্তে বসিয়া এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, কপালকুণ্ডলাকে বলিবেন বলিয়া কত কথাই মনে করিতেছেন, কত ভাবই মনে জন্মিতেছে। অদ্য তিনি অধিকক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারিতে-ছেন না। আশ্চর্য্য চঞ্চলতা তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতিকে অধিকার করিয়াছে। কোন কার্য্যেই তিনি মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী ব্যাপারেও তিনি চিত্তকে বদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। মনের এই প্রকৃতি। মন একেবারে দুই বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ।

মিলনে।

"উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিনী যোগম্।"

শকুন্তলম্।

যে স্থানে বসিয়া নবকুমার তদ্বিধ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন সে স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকিতে ভাল লাগিল না। উমাপতিকে আহ্বান করিলেন। উভয়ে গৃহের বিপরীত দ্বার দিয়া পশ্চাৎস্থ আম্র-বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিলেন। সেখানে আর মনুষ্য নাই। সে স্থানটিকে ঐ গৃহের প্রাঙ্গন বলিলে বলা যায়। প্রাঙ্গনের তিন

দিক বেড়াস্বারা অবরুদ্ধ ; এক দিকে এক খানি অপরলোকের গৃহ। এই পতিত ভূমি খণ্ডের দিকে তাহার পশ্চাৎ। পশ্চাতে একটী বাতায়ন বা ক্ষুদ্র গবাক্ষ। নবকুমার ও উমাপতি সেই গৃহের সন্নিহিত বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। নবকুমার কহিলেন,—

"দেখিলে ভাই! আমি অলীক আশাকে হৃদয়ে স্থান দিই নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই ও বিষয়ে এতাদৃশ দৃঢ় হইয়াছিলাম।"

উমা। "যাহা হইবার নহে, তাহা যে হইবে, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? তুমি দেখিয়াছিলে সত্য, কিন্তু সে কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম সেটী তোমার মনের ভ্রান্তি। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা এক্ষণে সত্যে পরিণত হইল।"

নব। 'যাহা হউক ভাই, অবিলম্বে কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইব সত্য, কিন্তু আমার মন তাহাতেও শান্ত হইতেছে না। কত প্রকার, কত যে চিন্তা মনে উপস্থিত হইতেছে তাহা তোমাকে কি বলিব? কপালকুণ্ডলা জীবনে যত কষ্ট পাইয়াছে, সে সমস্তের মূল আমি। সে যখন শৈশবে অরণ্যে ছিল, তখন কষ্ট কাহাকে বলে জানিত না। বনে বনে আপন মনে সদানন্দে বেড়াইত। আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারে আনিয়া কষ্টের সাগরে ভাসাইলাম। তখন হইতে তাহার কষ্টের সূত্রপাৎ হইল, আর এক দিনও সুখ কাহাকে বলে জানিতে পারিল না। অবশেষে আমার জন্য তাহার অপমৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল, তবে সে বালিকা নিতান্ত ভবানী-পরায়ণা, একান্ত ভবানী অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে পুনর্জীবন দান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ভাবিতেছি কি স্বপ্ন ত

কুণ্ডলা আপাততঃ একরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে আছে ; পুনরায় আমার সহিত সাম্মিলনে তাহার বিপদ ও ক্লেশ ঘটিবে. আমার কপালগুণে সে আবার যন্ত্রণা পাইবে।"

উমা। "কপালকুণ্ডলা যে মনের সুখে নাই, তাহা কি তুমি মধুসূদনের কথায় বুঝ নাই ?"

নবকুমার আপন মনে কহিলেন,—"হায় ! কবে সে দিন আসিবে যে দিন আমি পুনরায় কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ পাইব।"

উমা। "নবকুমার ! তুমি দুই দিনাবধি প্রায় আহার কর নাই বলিলেই হয়। তোমার জন্য আমি কিছু খাদ্য আনি।"

নবকুমার কোন উত্তর দিলেন না। উমাপতি চলিয়া গেলেন। নবকুমার দেখিলেন, আম্রবৃক্ষের শাখায় দুইটী শালিক বসিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ একটী শালিক উড়িয়া নীচে আসিল, অমনি অপরটী সঙ্গে সঙ্গে নীচে আসিল। একটী আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। অপরটীও অমনি তাহাই করিতে লাগিল। একটী চঞ্চু ব্যাদন করিয়া শব্দ করিল। প্রতিধ্বনির ন্যায় অপরটীও শব্দ করিল। একটী উড়িয়া বৃক্ষশাখায় উঠিল। অপরটীও সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া সেই স্থানে বসিল। এতদ্দর্শনে নবকুমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবম্বিধ বিহঙ্গম চরিত্র দর্শনে কি বিষাদের উদয় হইল, তাহা তিনিই জানেন।

শূন্যদৃষ্টির প্রকৃতি অনুসারে নবকুমার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়ন প্রতি নিপতিত হইল। দেখিলেন—তথায় একটী প্রস্ফুটিত কমল রহিয়াছে। পরক্ষণেই তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন তাহা রমণীর বদন কমল। সে পদ্মমুখীকে তিনি চিনিলেন। আর দৃষ্টি

ফিরিল না। আর প্রত্যায় সমস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সংজ্ঞা লোপ হইল।

"কপালকুণ্ডলা"

এই নামটী সজোরে উচ্চারিত করিয়া নবকুমার মূর্চ্ছিত হইলেন। অমনি রমণীর বদন গবাক্ষ হইতে অপসৃত হইল। পরক্ষণেই সুন্দরী যথায় নবকুমারের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ধরণীতলে নিপতিত রহিয়াছে, দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া নবকুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া অশ্রু নিপতিত হইয়া হতচেতনের বদন আর্দ্র করিতে লাগিল! যেমন ঘোরকৃষ্ণ জলদজাল মধ্যে স্বর্গীয় অগ্নি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ আলুলায়িত আগুল্ফলম্বিত নিবিড় কৃষ্ণ চিকুরজালোপরি রমণী স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নবকুমারকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবকুমারের চৈতন্যের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। তখনও সুন্দরীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। নবকুমার উন্মত্তের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া সুন্দরীর চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন,—

"বল, প্রিয়ে কপালকুণ্ডলে! বল আমাকে ক্ষমা করিলে। আমি তোমার নিকট নিতান্ত অপরাধী সত্য; তথাপি আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি ঘোর নারকী; আমি তোমাকে অশেষ কষ্ট দিয়াছি। আমার স্পর্শে তোমার পবিত্র দেহ কলুষিত হইতেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমি এ প্রাণ [illegible] রাখিব না।"

নবকুমার রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন,—

ন্! তোমার অপরাধ কি? তুমি কাঁদ কেন? ভবানীর
যা ছিল তাহা ঘটিয়াছে। আমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, তুমি
কি করিবে? বিধাতার ইচ্ছায় আমরা আবার পুনরায়
ত হইলাম। এখন রোদন কেন?"

বীণা যেমন মধুর ধ্বনিতে শ্রোতৃমন মুগ্ধ করে তদ্রূপ এই বাক্য
মারের কর্ণকে মোহিত করিল। তিনি শুনিলেন সেই স্বর!
স্বর যেন আজ মধুময় হইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করি...
দেখিলেন সেই কপালকুণ্ডলা! নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে
লিঙ্গন করিয়া রহিলেন। কতক্ষণ তাঁহারা তদবস্থায় থাকিলেন,
হা কেহই জানিলেন না। ইত্যবসরে উমাপতি তথায় আসিলেন।
কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। উমাপতি কপালকুণ্ডলাকে
দিলেন। প্রথমে তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল। পরে সন্দেহ অপগমিত
হইল। তিনি সত্বর ভট্টাচার্য্য, অধিকারী ও মথুরানাথকে এই সুখময়
সংবাদ দিলেন। সকলে দৌড়িয়া আসিলেন। আনন্দের সীমা রহিল
না। অধিকারী ভূয়োভূয়ঃ কপালকুণ্ডলার মস্তক আঘ্রাণ করিতে
লাগিলেন। সকলের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।
বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও রোদন
করিতে লাগিলেন। অধিকারী তাঁহাকে চিনাইয়া দিলেন এবং
নিজের সহিত কপালকুণ্ডলার কি সম্পর্ক তাহাও প্রকাশ করিলেন।
আনন্দাশ্রু বিগলিত নয়নে কপালকুণ্ডলা পিতা ও খুল্লতাত
চরণে প্রণতা হইলেন। ক্রমে অধিকারী তাঁহাকে অদ্ভুত সমস্ত
ব্যাপার জানাইলেন। অনতিবিলম্বে রামদাস রায় সংবাদ পাইয়া
তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি একে একে আমূল ঘটনা জ্ঞাত
হইয়া কহিলেন,—

"এই কন্যার ন্যায় সতী লক্ষ্মী ভূমণ্ডলে আর নাই। হরি

আমার দুহিতা স্বরূপা উন্মাদিনি! তুমি পর হই

হইয়াছিলে, তোমার প্রতি আমার মমতা হইয়াছিল। তু[illegible] আত্মীয় ব্যক্তিগণের নিকটস্থ হইলে। ঈশ্বরেচ্ছায় সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, চিরায়ুষ্মতী হও। আমি তোমার সুখ দেখিয়া সুখী হইব। অতএব, মা! আমিও তোমার সহিত তোমার শ্বশুরালয়ে যাইব।"

সকলেই আনন্দময় হইল। বিশ্ব সংসারে আর যেন কোথাও নিরানন্দ নাই। মহানন্দে সকলে সপ্তগ্রাম যাত্রা করিলেন।

চিরদুঃখিনী কপালকুণ্ডলা এত দিনের পর এত কষ্টের পর পতি, পিতা, মাতা, সোদরা প্রভৃতির সহিত সংমিলিত হইলেন। শৈশবে পিতা মাতার পরিত্যক্তা, অরণ্যমধ্যে পালক কাপালিকের কপালকুণ্ডলা, স্বামীর মৃণ্ময়ী এবং রথক রামদাসের উন্মাদিনী পুনরায় আনন্দমধ্যে নীত হইলেন। গ্রন্থকারও কপালকুণ্ডলার এই অজ্ঞাত ইতিহাস খণ্ড পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিয়া বিদায় হইলেন।

উপসংহার।

এই সামান্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি যবনিকাপতনের পূর্ব্বে গ্রন্থ সম্ভূত অপরাপর পাত্রগণ দুই একটী কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা গ্রন্থকারের পক্ষে নিতান্ত অবিধেয়।

বলা বাহুল্য যে অনতিবিলম্বে উমাপতি ও মুক্তকেশী বিবাহিত হইলেন, শ্যামাকে এই সুসংবাদ দিয়া শ্বশুরালয় হইতে আনয়ন করা হইল। বিবাহের পূর্ব্ব হইতে অনেক দিন পর পর্য্যন্ত মৃণ্ময়ী পিতৃভবনে থাকিলেন।

এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বে দেলবর অথবা গোপালকৃষ্ণ দস্যুদলকে প্রকাশ করত বাটী আসিয়া পিতা মাতা প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। রাজাজ্ঞায় রহীম প্রভৃতি দস্যুগণের শিরশ্ছেদ হইল। গোপালকৃষ্ণ কাথিত পুরস্কার পাইলেন ও রাজপ্রসাদে অত্যুন্নত পদ লাভ করিলেন।

অধিকারী অনেক দিন সপ্তগ্রামে থাকিয়া আনন্দ সম্ভোগ করত হিজলী গমন করিলেন।

শ্যামা প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় অপার আনন্দ লাভ করিলেন।

বাদশাহ প্রদত্ত বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া মৃণ্ময়ীর সহিত নবকুমার পরমানন্দে সময় পাত করিতে লাগিলেন।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

ইতি ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।